তুলসী-প্রতিভা ।

বা

ভক্তকবি তুলসীদাস ।

(ভক্তিমূলক ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক)

শ্রীরামপুর ফ্রেণ্ডস্ ড্রামাটিক ক্লাব কর্ত্তৃক

মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত

শ্রীপ্রসাদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)

প্রণীত ।

সন ১৩২৮ সাল ।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র ।

নিবেদন।

দেশ প্রসিদ্ধ কবি, দুর্ভিক্ষ-বিক্রম ইত্যাদি প্রণেতা, বাণীর একনিষ্ঠ উদারহৃদয় সাধক, শ্রীযুক্ত শশীভূষণ কাব্যতীর্থ-উপাধিক মহাশয়, এই পুস্তক প্রণয়ণে আমায়, অমূল্য উপদেশ দানে ও ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এবং প্রসিদ্ধ অভিনেতা নিঃস্বার্থ কর্ম্মী শ্রীযুক্ত কানাইলাল লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই নাটক অভিনয় কল্পে সর্ব্বসমাদৃত ভাবময়ী নাট্যকলার ও বিশ্বসাহিত্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। আমি উক্ত মহোদয়গণের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। পাঠকবর্গের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, শারিরীক অসুস্থতার জন্য আমি এই পুস্তকের প্রুফ দেখিতে না পারায়, অনেকগুলি ভুল রহিয়া গেল। ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন নিবেদন ইতি—

শ্রীরামপুর কগরেন রোড
জেলা হুগলী
সন ১৩২৮ সাল।

বিনীত—
গ্রন্থকার

নাট্য সম্রাট জয়দেব, শ্রীগৌরাঙ্গ, ব্রহ্মতেজ ইত্যাদি প্রণেতা—

মহাপ্রাণ শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের

তুলসী-প্রতিভা সম্বন্ধে অভিমত—

তুলসী-প্রতিভা—ইহার ভাষার প্রাণ আছে, ভাবে মাদকতাও প্রচুর এবং চরিত্রাঙ্কনের দক্ষতা সমধিক। স্বতঃ স্ফুরিত শব্দ ও ভাব সজ্ঞের সমাবেশ নাটকখানির গভীরতা স্পষ্ট বুঝাইয়া দেয়। তুলসীবনিতা তেজোময়ী রত্নাবলী, ও অধঃপতিত চাটুকার ব্রাহ্মণপুত্রের চরিত্র হইতে অনেক রমণীর এবং অনেক ব্রাহ্মণ সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার উপকরণ সংগৃহীত হইবে। ভক্ত তুলসীর ভক্তিমার্গের প্রবেশ পথ মূল ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং পূজারী ঠাকুরের কৃতিত্ব ইহাতে প্রতিফলিত। আপনার লেখনী ধারণ সার্থক হইয়াছে।

কলিকাতা।
১৭।১২।২০

স্বাক্ষর—
শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়।

শীঘ্র প্রকাশিত হইবে ! শীঘ্র প্রকাশিত হইবে !!

নূতন পুস্তক ! নূতন পুস্তক !! নূতন পুস্তক !!!

শ্রীযুক্ত প্রসাদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)

প্রণীত ;

১। দুলালচাঁদের দুন্দুভি।

(হাস্যরসাত্মক প্রহসন)

২। বসন্ত-প্রসুন।

(আবেগময়ী কবিতা গ্রন্থ)

তুলসী-প্রতিভা সম্বন্ধে সংবাদ পত্রের ও অন্যান্য অভিমত—

"বসন্ত-প্রসুন" ইত্যাদিতে দ্রষ্টব্য।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পাত্র।

শ্রীরাম, পুরুষকার ও হনুমান।

তুলসীদাস গোস্বামী	... ...	ভক্ত চূড়ামণি। (হিন্দি রামায়ণ ও দোঁহাবলী রচয়িতা)
প্রেমানন্দ	... ...	জনৈক মুক্ত পুরুষ।
রামা	... ...	ছদ্মবেশী শ্রীরাম।
নৃসিংহদাস বাবাজী	... ...	তুলসীদাসের শিক্ষাগুরু ও আত্মীয়।
সুবাদার সাহেব	... ...	বিহারের শাসন কর্ত্তা।
পরশুরাম	... ...	বৃন্দাবনের প্রধান পাণ্ডা।
মুরারী ঝাঁ	... ...	দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত।
জনার্দ্দন দাস	... ...	রাজপুরের জমিদার।
সনাতন সিদ্ধান্ত বাগীশ	... ...	ঐ মোসাহেব।
হ'রে	... ...	ঐ ভৃত্য।
নিরঞ্জন	... ...	দস্যুপতি, পরে তুলসীর শিষ্য।
দেবদাস, নারায়ণ, বিজয়	...	নৃসিংদাসের শিষ্য ও তুলসীর সহপাঠী।
ওয়াজেদ আলি	... ...	সুবাদারের সেনাপতি।
ওমর আলি	... ...	ঐ কর্ম্মচারী।

দস্যু-পুরোহিত, দস্যুগণ, পাইকগণ, শিষ্যগণ, পণ্ডিতগণ, আত্মীয়গণ, ভক্তগণ, নাগরিকগণ, স্নানার্থীগণ, পারিষদগণ, সর্পদংশিত বালক, দেওয়ান, প্রেত, জনৈক মৃতব্যক্তি ও উড়িয়াগণ।

পাত্রী ;

সীতা, নিয়তি, সাধনা।

রত্নাবলী	...	...	তুলসী দাসের স্ত্রী।
মতিমালা	...	...	নিরঞ্জন দাসের পালিত কন্যা ও তুলসী দাসের প্রেমানুরাগিণী ব্রহ্মচারিণী।
কমলা	...	...	জনার্দ্দনের স্ত্রী।
দলিয়া	...	...	সুবাদার সাহেবের কন্যা।

তরঙ্গসঙ্গিনীগণ, ব্রজবাসিনীগণ, নর্ত্তকীগণ, মায়াবালাগণ, নাগরিকাগণ, সাধনা-সঙ্গিনীগণ, পতিতা রমণী, বাঁদী, জনৈক ব্রাহ্মণপত্নী, সর্পদংশিত শিশুর জননী, উড়িনী ও পরিচারিকাদ্বয়।

তুলসী-প্রতিভা

বা

ভক্তকবি তুলসীদাস।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কাল—সন্ধ্যা, চন্দ্রোদয় হইতেছে।

(তরঙ্গোচ্ছাসিত পূর্ণ-যৌবনা কুলবিপ্লাবিনী কলনাদিনী নীলবরণা যমুনা প্রবাহিতা। তরঙ্গ-সঙ্গিনীগণ তরঙ্গবক্ষে ক্রীড়োন্মত্ত অবস্থায় কল কল তানে প্রেমের অনন্ত মহিমা গাহিতেছে)

গীত।

মোরা সব তরঙ্গ সঙ্গিনী।
প্রেমের স্বপনে হ'য়ে থাকি ভোর
অনন্ত দিবস রজনী॥

মোরা হেসে হই লুটপুটি,
সদাই আনমনা ছুটী,
করি প্লাবিত　　দিক্ দিগন্ত
হ'য়ে সাগরগামিনী।
চাঁদিমা কিরণ মাখিয়া অঙ্গে,
কত নাচি গাই পুলকরঙ্গে,
প্রেম ভালবাসা, প্রাণে প্রাণে মেশা,
শিখাই নিখিল ধরণি ॥

(তরঙ্গ-সঙ্গিনীগণের কল কল তান কখনও মন্দীভূত ও কখনও উচ্চস্তরে উঠিয়া প্রকৃতির বক্ষে বিলীন হইয়া গেল)

(উদ্‌ভ্রান্ত তুলসীদাসের প্রবেশ)

তুলসী। কি? এতদূর? আমাকে না ব'লেই চ'লে গেল! তুবার ক'রে নিতে এসেছিল পাঠিয়ে দিইনি ব'লে কি না শেষে ভায়ের সঙ্গে চ'লে গেল! আচ্ছা; দেখে নেবো; এর সুদ আসল সব আদায় না ক'রে ছাড়্‌চি না। আগে ত যাই, তার পর যা কোর্কো তা মনেই আছে। (তটিনী তটে অগ্রসর হইয়া) এ কি! পারে যাবার একখানা নৌকাও ত দেখতে পাচ্চি না, কি করি? তাই ত! ওপারে যাই কি করে? তা বেশ, সাঁতার কেটে যমুনা পার হব। (পশ্চাতে চাহিয়া) কে একটা লোক এইদিকে আসচে না? হাঁ, এ যেন প্রেমা পাগলা ব'লে বোধ হ'চ্চে।

(গীত গাহিতে গাহিতে প্রেমানন্দের প্রবেশ)

গীত।

মায়া মোহ ঘোরে, ডুবিয়া কেন রে
কোথা যাস্ ভেসে চলিয়ে।
ঐ কুহকের নদী বহে নিরবধি
কামিনী কাঞ্চনে গলিয়ে॥
অকুল পাথার ঘোর আবর্ত্তন,
উত্তাল তরঙ্গ উঠিছে ভীষণ,
কেন রে জীবন দিবি বিসর্জ্জন
(ভীষণ) ঘাত প্রতিঘাত সহিয়ে।
কেন বিস্মরণ নিজস্ব আপন
নিত্যধনে তুই কর্‌রে যতন,
হ' রে সচেতন কেন অচেতন,
আন্ লুপ্ত চেতনা ফিরায়ে॥

প্রেমানন্দ। (স্বগতঃ) বাপ্; কি তাজ্জবের গোল! এই চৌষট্টি গোলে পূর্ণ যে গোল, তার একটু গোলে দেদার গোল; তার সঙ্গে আবার জোটে যদি মেয়ে মানুষ, তা হ'লেই ঘট্‌বে একটা মহা গণ্ডগোল। ভগা বেটার মাথায় নিশ্চয় ছিল একটু গোল; তা না হ'লে এমন গোলকধাঁধার সৃষ্টি কর্‌বে কেন? বেশ বুঝ্‌তে পারা যাচ্চে, চাঁদি আর ফাঁদি অর্থাৎ কি না, রূপচাঁদ আর রূপের ফাঁদ, কামিনী আর কাঞ্চন, এই দুটো জিনিষই

মাথায় এমন গোল বাধিয়ে দেয় যে, হাঁড়ি হাঁড়ি ঘোল ঢাল্‌লেও মাথা ঠাণ্ডা হয় না। তুলসী ঠাকুরেরও মাথা বিগ্‌ড়েচে, দেখি একটু ঘোল ঢেলে। (তুলসীর প্রতি) কিগো, তুলসী ঠাকুর যে! ভর্‌সন্ধ্যে বেলা যমুনায় নেবেছ? রাইকিশোরীর সন্ধানে এসেছ নাকি? তা হ'লে কুলে বসে বাঁশী বাজাও, বাঁশী শুনে আস্‌বে ছুটে রাধা বিনোদিনী।

তুলসী। না প্রেমা, আমার ডাক্‌ তার কাণে পৌছবে না। আজ নিজেই যাব; একটা চূড়ন্ত রকমের বোঝাপড়া কোর্ব্বো।

প্রেমানন্দ। এঃ তুলসী ঠাকুর! লেখাপড়া শিখে মেয়েমানুষ জাতটাকে চিন্তে পাল্লে না? ওরা সব মায়াবিনী; মায়ায় একটা ভালবাসার বন্যা সৃষ্টি ক'রে পুরুষদের টিকি ধ'রে হাবুডুবু খাওয়ায়। আমার কথা শোন, ওদিক্‌টায় আর এগিয়ো না। ফাঁপরে পড়বে ঠাকুর; ফাঁপরে পড়বে। ও জাতটা সোজা পথের কাঁটা, অধঃপাতে যাবার সিঁড়ি, কালকুট বিষের সরা চাপা হাঁড়ি; মোটের ওপর, মাথা খাবার একটী বিচিত্র যন্ত্র-পুত্তলিকা।

তুলসী। না প্রেমা, আমার রত্না তা নয়; তুমি তাকে চেনোনা। রত্নার নামটি মধুর, রূপটী মধুর, স্বভাবটীও মিঠেকড়ায় তৈরী। প্রলয়ের ঝঞ্ঝা আর মলয় সমীর, সাগরের প্রচণ্ড কল্লোল, আর তটিনীর কুলু কুলু তান, দীপকের ভৈরবরাগ আর মল্লারের মাধুর্য্য যদি এক সঙ্গে দেখতে চাও,—দেখ্‌তে চাও যদি পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের সুস্নিগ্ধ কৌমুদী, আর অমানিশিথিনীর গাঢ় কালিমা—তা হ'লে রত্নার পানে চাও; এমন বিচিত্রভাবময়ী নারীমূর্ত্তি আর কোথাও দেখ্‌তে পাবে না। আর তা ছাড়া, যে নারী-জাতির তুমি এতদূর নিন্দে করলে, তারা ত নিন্দের সামগ্রী নয়। জীবন-সঙ্গিনী—প্রেমের পীযূষধারা প্রসবিনী—মহাশক্তির অংশরূপিণী রমণী,

বিধাতার প্রেমসিন্ধুসমুত্থিত অমূল্য রত্ন—সংসার-নন্দনেরকমনীয় মন্দার-কুসুম—ত্যাগের একটা মহীয়সী মধুর মূর্ত্তি। একটু মাথা ঘামিয়ে দেখো, সব বুঝ্‌তে পার্‌বে।

প্রেমানন্দ। বাঃ, বেড়ে কবিত্ব শক্তি ফুটে উঠেছে তোমার তুলসী! আমার মাথাও নেই, ঘামাতেও হবে না। কিন্তু বাবা, মাথা ঘামিয়ে যা বুঝেচ তুমি, তাতে পরিণামটা ভাবছি, একটা বড় রকম কব্‌রেজের দরকার হবে। (স্বগতঃ) যাক্ বিকারে রোগীর সঙ্গে বকা মিছে। উপযুক্ত ওষুধ না ধর্‌লে রোগের উপশম হবে না; কাজের টানে যার যা খুসী, কর্‍্বেই; আমি এখন আমার কাজ ক'রে গেলুম, বাস্।

[প্রেমানন্দের প্রস্থান।

তুলসী। কি বল্লে প্রেমা; মনটায় একটা খট্‌কা লাগিয়ে দিলে যে। না, যাক্, ও সব ভাবনা এখন নয়; রত্নার মুখ যে আমি ভুল্‌তে পাচ্চি না। আমি আমার অস্তিত্ব হারিয়েছি, রত্নার অদর্শন আমায় উন্মাদ করেচে। যাই ঝাঁপিয়ে পড়ি। (জলে নামিয়া) যমুনা! অগণিত তরঙ্গ তুলে আমায় ভয় দেখাচ্চ; হাঃ হাঃ হাঃ! ও তুচ্ছ তরঙ্গ আমি গ্রাহ্য করি না। ঝাঁপ দেবো—তীরে যদি উঠতে পারি, আবার রত্নার সঙ্গে মিল্‌বো; আর না পারি—তোমার এই বিশালবক্ষে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে সমস্ত জ্বালার অবসান কর্‌'ব।

[সন্তরণে যমুনা পার হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাল—অপরাহ্ন।

নৃসিংহদেবের চতুষ্পাঠী।

(শিষ্যগণের মধ্যে শাস্ত্রালোচনা হইতেছিল)

নারায়ণ। ভাই বিজয়! জ্ঞানমার্গ অতীব জটীলি।
দর্শন, বিজ্ঞান, বেদ করি আলোচনা
এইমাত্র বুঝিয়াছি সার;
কর্ম্মফল ভবে দুর্নিবার।
নিয়তির কঠোর বিধানে
যাহা কিছু ঘটে এই সংসার মাঝারে;
তার লাগি চিন্তা করা বৃথা।
ভেসে যাব কর্ম্ম স্রোতে,
ফলাফল বিচারের নাহি প্রয়োজন।
ফলের কামনা ত্যজি কর্ম্ম করিবারে
দিয়াছেন উপদেশ আপনি কেশব।
কর্ম্ম-সুখ, কর্ম্ম-তৃপ্তি;
কর্ম্মই জগতে শুধু শান্তির সোপান।
ঐ দেখ কর্ম্মপটু দেব দিনকর—
লইয়া আলোক রশ্মি করে ছুটাছুটী;
ঐ দেখ ছুটিছে চন্দ্রমা

বিতরিতে অমিয় জোছনা ;
নন্দনের বিকশিত মন্দার উদ্যানে
পশিয়া পবনদেব, লইয়া সুরভি,
ছুটিছে করমভূমে ছড়াবার তরে ;
ঐ দেখ, কলস্বনা প্রেম-মন্দাকিনী
কলস্বনে ছুটিতেছে সাগর সঙ্গমে।
কেন শুষ্ক বেদান্তের গবেষণা তরে
আপনারে করিছ বিব্রত ?
দেখ ঐ শত শত কত মধুব্রত
মধু আহরণে ছুটিছে আনন্দ ভরে,
কহিছে কুসুম-কাণে করমের কথা ;
ঐ দেখ, কর্ম্মরতা কোকিল-কামিনী
প্রিয় পাশে বসি' আনন্দে, উল্লাসি,
মধুর কাকলীরবে ছড়াইছে সুধার লহরী।
এ হেন কবিত্বপূর্ণ কর্ম্মের উদ্যানে
"কে আমি" ? এ প্রশ্ন কেন জাগে ?
বেদান্তের অন্তাবধি করিয়া ভ্রমণ
নারিবে নির্ণিতে কিছু, কহিলাম সার।

বিজয়। নারায়ণ ! ভেবেছ কি কর্ম্মে বিনাশিতে
জ্ঞান বিনা শক্তিমান কেহ আছে ভবে ?
কর্ম্ম বশে সুখ দুঃখ ভাগী
সংসারের যাবতীয় জীব।
সুখ যথা, দুঃখ তথা রহে বিদ্যমান।

এ ভব ভবনে, ভেবে দেখ মনে ;
অবিচ্ছিন্ন সুখভোগ কভু কি সম্ভবে ?
যেখানে উৎসব, নৃত্য, আমোদ, আহ্লাদ
সেই খানেই রোগ, শোক, রোদন, বিষাদ।
জৈমিনী করমবাদী মীমাংসা দর্শনে
লিখিয়াছে যাগ যজ্ঞ কথা ;
কর্ম্ম বলে নর,
স্বর্গে লভে রত্ন সিংহাসন ;
কিন্তু ভেবে দেখ, ভাই !
সুখ শান্তি নাই কভু সেই স্বর্গ ধামে ;
নন্দন-কানন-ফুল্ল-পারিজাতমালা,
অমরার কল্পলতা, কুবেরের কোষাগার,
কুবলয় আঁখি উর্ব্বশী,
মেনকা, রম্ভা, স্বর্গ-বিদ্যাধরী
কেহ নারে সুখ শান্তি দিতে তার মনে।
তা না হ'লে,
স্বরগ ভূপতি কেন দুঃখ মতি ?
দেবেন্দ্র বাসব
কত ভুঞ্জিলা দুর্গতি বৃত্রাদি দানব ভয়ে।
কিন্তু, আত্মজ্ঞান লভে যেই জন
চিরশান্তি সুধা-সিন্ধু মাঝে
সে জন বিরাজে ;
ভব মাঝে আসিতে না হয় আর ;

দেবদাস। নারায়ণ! ভাই রে বিজয়।
গুরুদেব আশীর্ব্বাদে
শিখিয়াছ বহু শাস্ত্রকথা তোমরা দু'জনে;
কিন্তু ভেবে দেখ মনে,
ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রকার বিভিন্ন বচনে,
ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি ধরি
স্বীয় মত করেছে স্থাপন।
মোর মনে হয়,
ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।
যেই জন
কটাক্ষে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড করিয়া সৃজন
স্বেচ্ছায় নিমেষে করে আবার প্রলয়,
যাঁহার ইচ্ছায়—
মরুতে নির্ঝর ছুটে, পাষাণে কুসুম ফুটে,
জন্মান্ধ দেখিতে পায়, শুনয়ে বধির,
যে জন করুণাভরে স্নেহসিন্ধু মথি
উত্তোলিলা জননী রতন;
যেই জন অনুক্ষণ—
তেজোরূপে দীপ্ত দিবাকরে,
রস রূপে রহিয়া সলিলে
দেখাইছে, প্রেমের মহিমা,
সেই প্রেমময়ে,
কোন্ জন প্রেম বিনা পারে লভিবারে?

এস ভাই, সবে মিলি করি প্রেম গান,
দর্শনে, পুরাণে নাহি মিলে ভগবান্।

(নৃসিংহ দাসের প্রবেশ)

নৃসিংহ। শিষ্যগণ! শুনিয়াছি অলক্ষিতে
তোমাদের শাস্ত্র আলোচনা।
শোন বৎসগণ! তটিনীর বহু অম্বুধারা
পশে যথা সাগর সলিলে,
সেই রূপ সব শাস্ত্র ধারা,
সেই এক মহান্ পুরুষে লক্ষ্য করি,
ছুটিতেছে আপনার মনে।
কর্ম্মপাশে বদ্ধ হ'লে
সত্য বটে, আসে যায় বার বার এই জীবগণ,
কিন্তু নিষ্কাম করম্ যেই করয়ে সাধন,
যাতায়াত রোধ হয় তার।
সেই রূপ প্রেমের সাধনে
লভে জীব সেই প্রেম ধনে।
কিন্তু, বৎসগণ!
অধিকারী ভেদে হয় শাস্ত্র নিরূপণ।
দুর্ব্বল কলির জীব হীন বুদ্ধি সবে,
পদ্ম-পত্র-অম্বু সম সতত চঞ্চল
চিত্ত সবাকার;
তাই হয় নব আবিষ্কার,

নবদ্বীপ পূর্ণচন্দ্র শ্রীচৈতন্য হ'তে,
একমাত্র নাম গান মুক্তির সোপান।
সায়াহ্ন সময় এবে
মত্ত হও শিষ্যগণ! নাম সংকীর্ত্তনে।

(শিষ্যগণের গীত)

এস দীন তারণ, এস দীন শরণ, এস হে ভূভারহারী।
এস বংশীবদন, মদনমোহন, রাধিকা-হৃদয়-বিহারী॥
এস নিত্যনিরঞ্জন, বাসনার ধন, এস সুন্দর নাগর,
এস শমন দমন, সঙ্কটনাশন, এস এস শ্যাম নটবর,
এস জনার্দ্দন, যদুনন্দন, মাধব যাদব মুরারী॥

(জনৈক শিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য। গুরুদেব!
না হেরিনু তুলসীরে দ্বিবেদী ভবনে;
নারিল সন্ধান দিতে তথা কোন জন;
জননী আনন্দময়ী নিরানন্দ নীরে
ভাসিতেছে দিনত্রয়;
মনে লয়,
গিয়াছে তুলসী বুঝি শ্বশুর ভবন।

নৃসিংহ। শ্বশুর ভবন?
কি কারণ তবে বিলম্বিছে সেথা।

যাও, বৎস তথা ;
কহিও, আগামী কল্য চতুর্দ্দশীদিনে
মম পিতৃ শ্রাদ্ধ তিথি ;
আসে যেন প্রত্যুষে হেথায়। [শিষ্যের প্রস্থান।
যাও শিষ্যগণ !
কুশ, কাশ আহরিতে ত্বরা। [শিষ্যগণের প্রস্থান।
আজ তিন দিন ধরি,
নাহি হেরি তুলসীরে মোর ;
চিত্ত তাই বড়ই চঞ্চল ;
বুঝি বা স্বপন হয় সত্যে পরিণত।
দেখিয়াছি নিশা শেষে আজ,
গেছে চলি সে আমার যেন
বাঁধিবারে প্রেমডোরে প্রেমের ঠাকুরে।
সত্য যদি হয়, নাহি ক্ষতি তায়।
কিন্তু বর্ত্তমানে দ্বিবেদী ভবনে—
অশান্তির প্রতিমূর্ত্তি হবে সংস্থাপিত।
নারায়ণ ! তব ইচ্ছা হইবে পূর্ণিত ;
দুর্ব্বল সন্তান মোরা কি করিতে পারি ?

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কাল—মধ্যরাত্রি।

রত্নাবলীর কক্ষ।

(রত্নাবলী গীত গাহিতেছেন)

গীত।

জাগিছে মনের কোণে কে যেন মাথাটি তুলে ;
কে যেন কোথায় যেতে কাঁণে কাণে দেয় ব'লে।
বেসুরা বাজিল তার, ভাল নাহি লাগে আর,
হেরি সব অন্ধকার, ভিতি কেন আঁখিজলে।
সব যেন ফাঁকা ফাঁকা, সেই মোর ছবি আঁকা,
ঘোরে ফিরে আঁখি পাশে বিষাদ রাশি প্রাণে ঢালে॥

(সহসা একটী শব্দ শুনিয়া দ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক
বাহিরে আসিয়া তুলসীকে দেখিলেন)

একি! তুমি! তুমি ভিজে কাপড়ে রেতের বেলা কোথেকে এলে? বল, বল, শীগ্‌গির বল ; আমার ব'ড্ড ভয় ক'রছে। বৌদি! ও বৌদি! (ডাকিতে ডাকিতে আল্‌না হইতে শুষ্ক বস্ত্র প্রদান ও গাত্র মার্জ্জনী দ্বারা গাত্র মার্জ্জন্ করিতে লাগিলেন)

তুলসী। না, না, না, তোমার বৌদিকে এত রাত্রে আর ডেকো না। আমার কিছুই হয় নি। রত্না! আমি বাড়ী ছিলাম না; তাই ফাঁক পেয়ে ভায়ের সঙ্গে চলে এসেছ? তুমি কি জান না, রত্না, এক দণ্ড তোমায় না দেখলে আত্মহারা হই? দেখ তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ; আজ তরণী অভাবে যমুনা সন্তরণে তোমার মুখচন্দ্রমা দেখতে এসেছি।

রত্না। ছিঃ, তুমি এত কামুক! কি লজ্জা! কি ঘৃণা! তুমি না এত শাস্ত্র প'ড়ে পরম পণ্ডিত হয়েছ। এই কি তোমার শাস্ত্রজ্ঞান? জীবনটার মায়াও করলে না! মাকে না বলে, লাজ মানের মাথা খেয়ে এই নিঝুম নিস্থতি রাত্তিরে এলে কি বলে? যাও, কাল ভোরেই বাড়ী চলে যাও, মা হয় ত কত কাঁদ্‌চেন।

তুলসী। একি বল্‌ছ রত্না। এমন কথা তোমার মুখ থেকে বেরুবে, কখনো আশা করিনি, এমন ফুলে কালসাপ লুকিয়ে থেকে বিষ ঢেলে দেবে, এমন চাঁদের জ্যোৎস্নায় গা পুড়ে যাবে, এ যে কখনো মনে করিনি। রত্না! আজ তুমি পাষাণের চেয়েও কঠিন, মরুর চেয়েও শুষ্ক, নিমের চেয়েও তিক্ত।

রত্না। সত্য এ কথা তোমার, স্বামিন্! স্থান ভেদে, কাল ভেদে স্ত্রীলোককে পাষাণের চেয়েও শক্ত হতে হয়, মরুর চেয়েও শুষ্ক হতে হয়, তা না হ'লে পুরুষের অত্যাচারে, পুরুষের যথেচ্ছাচরণে রমণীজাতির অস্তিত্ব এতদিন ঘুচে যেত। বজ্রের মত কঠিন হওয়াই পুরুষের পুরুষত্ব; সেই পুরুষত্ব পুরুষ হারায় তখন; যখন সে স্ত্রীলোকের রূপের মোহে আকৃষ্ট হ'য়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়তে চায়, পবিত্রতার পরাগ্‌ মেখে, ধপ্‌ধপে মনটা নিয়ে যে পুরুষ স্ত্রীলোকের কাছে যায় তার চোখে নারী তখন বিলাসের সামগ্রী নয়; তখন রমণী তমোময় দুর্গমসংসারপথের আলোকধারিণী, পথ প্রদর্শিনী, প্রেমময়ী দেবী।

তুলসী। এ কি বল্‌ছ রত্না! এ দার্শনিকতা কি তোমার মুখে শোভা পায়। (সম্মুখে অগ্রসর হইয়া হস্তধারণ পূর্ব্বক) আমি অত শত বুঝি না। আমি জানি, তোমার ভালবাসা, আমি দেখি, তোমার ঐ অলোকসামান্য লাবণ্যচ্ছটা, আর শুনি, তোমার ঐ বীণা-বিনিন্দিত, প্রাণ মাতানো কোকিলের কাকলীঝঙ্কার। যদি বুঝ্‌তে, রত্না! কি ভালবাসি আমি তোমায়—

রত্না। (বাধা দিয়া) ভালবাস, ভালবাস কাকে? এই অস্থি-চর্ম্ম-মাংস-শোণিত গঠিত কৃমি-সঙ্কুল অপদার্থ দেহটাকে ভাল না বেসে, যদি তাঁকে ভাল বাস্‌তে; দুনিয়া যাঁর ভালবাসায় তৈরী, যাঁর ভালবাসায় চাঁদে সুধা, কুসুমে সুরভি, মাতৃহৃদয়ে ক্ষীরধারা, যাঁর ভালবাসায় ক্ষুধায় আহার, আঁধারে আলোক,—সেই প্রেমময়, পতিতপাবন, লোকাভিরাম রামকে যদি ভালবাস্‌তে, নাথ! তবে দেখতে কি শান্তি! কি অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি! তা হ'লে প্রশান্ত মহাসাগর ত্যাগ ক'রে, একবিন্দু বর্ষার বারির জন্য জীবনটা কাটিয়ে দিতে না; একটা ফুটন্ত কুসুমশোভিত গোলাপ-নিকুঞ্জ ত্যাগ ক'রে ঝ'রে-পড়া একটা গন্ধহীন পলাশ দিয়ে আদর কর্ত্তে না, বিষ্ণু-পদোদ্ভবা পতিতপাবনী গঙ্গার পবিত্র ধারা ত্যাগ ক'রে কূপোদকে প্রাণ শীতল কর্‌তে চাইতে না।

তুলসী। (স্বগত) এঁ্যা!

রত্না মোর ভালবাসা করে প্রত্যাখ্যান!
যার লাগি জীবনের মায়া করি বিসর্জ্জন
সন্তরি যমুনা হেথা আইনু ত্বরিতে,
না শুনিনু প্রেমানন্দ হিতকর-বাণী,
লাজ মান তেয়াগিনু যাহার লাগিয়া—

হিয়া তার এতই কঠিন ?
সত্যই কি পুরুষ জাতি হয় এত দীন ?

রত্না। কি ভাবছো স্বামিন্ !

তুলসী। ভাবিতেছি, কেন হায় ! কিসের লাগিয়া
আসিয়াছি তব পাশে।
যে সুন্দর প্রেমময় পুরুষ প্রবর
রচিল সৌন্দর্য্য-ঘেরা এই বিশ্বখানি ;
যাঁহার সৌন্দর্য্য-কণা সুনীল গগনে,
অসংখ্য তারকা মাঝে, চাঁদের কিরণে,
অনলে, অনিলে, জলে, পর্ব্বতশিখরে,
কাননে, কুসুমে, বৃক্ষে, লতায়, পাতায়,
জননী, ভগিনী, পিতা, সোদরের স্নেহে
রয়েছে ছড়ায়ে—
না জানি সে জন, আহা, কতই সুন্দর।
শোন রত্না !
মোহ যবনিকা আজ গিয়াছে সরিয়া
তোমার কথায়, চিন্তাস্রোতঃ বহে অন্যদিকে।
যাও রত্না, করগে শয়ন।
যাই আমি তাঁহার সন্ধানে,
আজ হতে তাঁর নাম করিব কীর্ত্তন—
তৃষিত পথিক যথা জাহ্নবীর তটে
খনন করয়ে কূপ, অতি হীনমতি ;
সেইরূপ প্রেমময়সমীপে রহিয়া

ভজিয়াছি স্বার্থপরা হেন ঘৃণ্য নারী?
চলিলাম শান্তির সন্ধানে।
রামনামে মিটাইব সকল পিপাসা,　　[প্রস্থান।

রত্না। দাঁড়াও, দাঁড়াও। প্রভু!

(বলিতে বলিতে শশব্যস্তে পশ্চাদ্ধাবন)

চতুর্থ দৃশ্য।

কাল—প্রভাত।

যমুনাতীরস্থ পথ।

(নিয়তি ও পুরুষকার)

গীত।

নিয়তি।　তুমি পারবে না　তবু ছাড়বে না
বুঝেও তবু বুঝবে না।

পুরু।　(শুধু) মনগড়া তোর বোঝা পড়া
(তুই) আসল নকল চিন্‌লি না।

নিয়তি।　আমি মোহমদিরায় ভুবন ভুলাই,
আমি খেলার ছলে হাসাই কাঁদাই,

পুরু।　আমি মরু প্রান্তর ভাসায়ে নে যাই
সাধনায় নাশি ছলনা॥

পুরু। এইবার দেখে নেবো; কত শক্তি তোমার নিয়তি!

নিয়। আমার শক্তির পরিচয় তো চিরকালই পেয়ে আস্‌ছো পুরুষকার। কত শত রাজা মহারাজ তোমায় আঁকড়ে ধরে বিরাট সৌধ নির্ম্মাণ করলেন, ফুৎকারে সব নিমেষের মধ্যে ভেঙে দিলাম, কত গরীব দুঃখী তোমার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে একমুঠো ভাতের সংস্থান কল্লে, দেখতে না দেখতে তাদের সেই বাড়া ভাত কুকুর দিয়ে খাওয়ালাম। কতশত বিদ্যার্থী রাতদিন অনাহারে, অনিদ্রায় তোমার সাধনা করে খানকতক বই মুখস্থ কল্লে, ঠিক পরীক্ষার সময় তাদের মাথা বিগ্‌ড়ে দিলাম, কতশত জনকজননী রুগ্নশয্যায় শায়িত, জীবনের একমাত্র ভরসা সন্তানের রোগ শান্তির জন্য প্রথমে ডাক্তার বদ্দির কাছে, শেষে দেবতাদের দোর পর্য্যন্ত গেল, আমি ধাঁ করে তাকে চিত্রগুপ্তের মন্ত্রণা-মন্দিরে পাঠিয়ে দিয়ে একটা তুমুল আর্ত্তনাদের সৃষ্টি করলাম। পুরুষকার! প্রতিদিন—প্রতি মুহূর্ত্তেই আমার এ শক্তির পরিচয় পেয়ে আস্‌ছো; আজ আবার নূতন পরিচয় কি দিতে হবে?

পুরু। বড়ই যে গর্ব্বের পাহাড়ের চূড়োয় উঠে বসেছিস্, নিয়তি! আমাকে যে ধর্‌বার মত ধর্‌তে পারে; যে আমাকে আদর করে সারাদিন বুকে করে রেখে দেয়—কি কর্ত্তে পারিস্, নিয়তি তার? বল দেখি; মন্ত্রৌষধি-বশীভূতা বিষধরী ভুজঙ্গিনীর মত তখন মাথা নীচু করিস কি না? যে হতভাগ্য তোর নিষ্ঠুর অভিসম্পাতে সর্ব্বস্ব-হীন হ'য়ে একমাত্র আমায় ধরে একটা জীবন মহাসাধনায় কাটিয়ে দেয়; বেশ মনোমোহিনী মূর্ত্তি ধরে অমরাবতীর কল্পলতার মত তার মনোমত ফল দিস্ কি না? কোথা ছিল তোর বিরাট গর্ব্ব? যখন বিশ্বামিত্র আমায় ধ'রে, আমার সাধনায় সিদ্ধিলাভে নূতন সৃষ্টি আরম্ভ করেছিল;

কোথা ছিল তোর মহীয়সী শক্তি? যখন মার্কণ্ডেয় আমার প্রসাদে সপ্ত কল্পান্তজীবী হবে ব'লে বর পেয়েছিল। নিয়তির কাছে নর যতই অক্ষম হোক্ না কেন, পুরুষকারের ইচ্ছায়, পুরুষকারের প্রবল উত্তেজনায়, পুরুষকারের অব্যর্থ কৌশলে, তাকে খাড়া হতেই হবে। সিদ্ধিমেতি দৃঢ়ব্রতঃ।

নিয়তি। বাক্ যুদ্ধে নাহি প্রয়োজন।
তব ভক্ত তুলসীরে উপলক্ষ্য করি;
আজ হতে নানা ছলে খেলাইব খেলা।
বিস্তারিয়া মায়াজাল দেখাব সবারে,
দেখি কি করিতে পার তুমি।
এ সংসারে মোর সম কেবা শক্তি ধরে?

পুরু। উত্তম! কর্ম্মক্ষেত্রে পরিচয় করহ প্রদান।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কাল—মধ্যরাত্রি।

পথিপার্শ্বস্থ রত্নাবলীর কক্ষ।

রত্নাবলী। এ্যা! চ'লে গেল? জন্মের মত চ'লে গেল? এ সংসারের যাবতীয় বন্ধন ছিন্ন ক'রে চ'লে গেল। হায়! হায়! কি করলুম! স্বর্গের দেবতা যে পারিজাতের মালাটি এনে আমার গলায় পরাতে চেয়েছিল,

নারীত্বের অভিমানে সে মালা ছিঁড়ে ফেল্লুম! প্রেমময়ের স্বহস্তরচিত যে সুধামাখান নৈবেদ্যখানি অযাচিতভাবে আমার সাম্‌নে এসেছিল, অনাদরে তাকে ছুঁড়ে ফেল্লুম! এই কি নারীত্ব? যাহা ইহ-পরকালের সর্ব্বস্ব, প্রেমের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি, প্রভাকরের মত উজ্জ্বল, চন্দ্রের মত স্নিগ্ধ আকাশের মত উদার,—নারীর একমাত্র কর্ণধার স্বামীকে দূরে ঠেলে দেয়? নারীত্বের যথার্থ অধিকারিণী সে—যে পতিপুত্রকে স্বহস্তে স্নেহের সলিলে অভিষিক্ত কর্ত্তে পারে, কমনীয় কণ্ঠহারের মধ্যমণির চেয়েও উজ্জ্বল সতীত্ব-রত্নকে আজীবন রক্ষা কর্ত্তে পারে; আর সেই আদর্শ নারী—যে স্বামীর জন্যে জীবন বিসর্জ্জনেও কুণ্ঠিত নয়। প্রেমময়! প্রাণাধিক! এ দাসীর পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই? অপরাধের কি মার্জ্জনা নাই, শোকের কি সান্ত্বনা নাই? একটীবার এসে বলে দাও, স্বামিন্! অবলার প্রগল্‌ভতার প্রায়শ্চিত্ত বিধি, একটীবার এসে ভেঙে দিয়ে, যাও, প্রভু, বিষধরীর বিষদন্ত শ্রেণী। ওঃ! কি প্রাণভরা ভালবাসা ছিল তার। এমন পাহাড় গলানো প্রেমের প্রতিদানে পেয়েছে সে একটা ভীষণ নির্ম্মমতার কঠিন কশাঘাত; বসন্তের সান্ধ্য-সমীর চালিত ফুটন্ত গোলাপের সুরভির বিনিময়ে পেয়েছে সে, একটা নিদাঘপর্য্যুষিত পদার্থের তীব্র দুর্গন্ধ। আর একবার দেখা হয় না? একবার তাঁর চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করতে যাব, কিন্তু কোন্ পথে গেলে তাঁর দেখা পাই।

(প্রেমানন্দের গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গীত।

ঝাঁপ দেনা তুই অকূল মাঝে
　　ভরসা করিয়ে নামের তরি।

মরা বাঁচা ভয় কিরে তোর
ধর ভক্তি ক্ষেপণি দৃঢ় করি ॥
বিবেক হাওয়া লাগবে পালে
নাচবি ঢেউয়ের তালে তালে ;
গানা রে গান জয় মা বলে,
প্রণবেরি ছন্দ ধরি।
অকুলে তুই পাবিরে কুল,
(তোর) খুল্‌বে আঁখি ভাঙ্গবে ভুল,
কুল-কুণ্ডলিনী মা সবার মূল
সকল স্থানে আছে ঘিরি ॥

[প্রেমানন্দের প্রস্থান।

রত্নাবলী। (গীত শ্রবণান্তে) কে এই নিঝুম রাতে গান গেয়ে যাচ্চে ? (গবাক্ষ খুলিয়া) এ যে প্রেমা পাগ্‌লা দেখ্‌চি! যেন আমায় নব বলে বলীয়ান্ কর্‌বার জন্য আমারই উদ্দেশ্যে ঐ সর্ব্বান্তর্য্যামী মহাপুরুষ, মধুর সঙ্গীত ছন্দে উপদেশ দিয়ে গেল। যাই অকুল সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ি তিনি কুল দেবেনই। এই যে উন্মুক্ত গগণে উজ্জ্বল তারকাদাম হাস্‌ছে, ঐ যে উন্মত্ত পবন দিক দিগন্তে ছুটে বেড়াচ্চে, ঐ যে কুলবিপ্লাবিনী কল কল নাদিনী-তটিনী সাগরের বক্ষ লক্ষ্য করে ধাবিত হচ্চে, আমি আর কেন আবদ্ধ হয়ে থাকি—যাই এই নিশীথ রাত্রেই বেরিয়ে পড়ি। ভগবান্! সহায়হীনা দীনা রত্নার বুকে সাহস দাও, যেন আমি আমার প্রেমের ঠাকুরের সন্ধান পাই।

[প্রস্থান।

(প্রেমানন্দের পুনঃ প্রবেশ)

প্রেমানন্দ। যাও মা সতী সীমন্তিনী নির্ব্বিঘ্নচিত্তে চলে যাও! তোমার প্রেমমন্দাকিনীর অমৃতধারায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভেসে যাক্; আমি অলক্ষিতে তোমার পশ্চাৎ গমন কর্‌ব।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কাল—রাত্রি।

জনার্দ্দন বাবুর আবাস ভবন।

(গড়্‌গড়া ও কলিকা হস্তে হরিচরণের প্রবেশ)

হরিচরণ। কি হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, বাবা! হুকুম তামিল করা আর পোষাবেনা দেখ্‌ছি। সেই ভোর চারটের সময় উঠে রাত বারোটা অবধি কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত খালি ঘুর্‌চিই, ঘুর্‌চিই। বাবু তো অনেক বেটাই দেখেছি, কিন্তু এ বেটার মত এমন আমীরি চাল কারু নয়; বেটা আপনাকে মনে করে, বাদসা বা আমীর ওম্‌রাদের একটা। সকাল বেলা উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই হরে, হরে! তামাক দিয়ে যা। কি করি তখন, মনে মনে বেটার চোদ্দপুরুষের ছেরাদ্দ ক'রে বেটাকে পাইখানায় গাড়ু দিয়ে এলুম। নিজের পেচ্ছাব্ বাহ্যে বন্ধ ক'রে বেটাকে বাহ্যে করাতে হবে। শুধু কি তাই? ধুনুচির মত একটা কল্‌কেয় পো'টাক লক্ষ্ণৌ বালাখানার কস্তুরি দেওয়া তামাক সেজে গুল্ দিয়ে আগুণ লাগালুম; তার পর হাত

দশেক লম্বা এক নল গড়্গড়ায় লাগিয়ে দিলুম; ঝাড়া ঘণ্টাখানেক ধ'রে ত বেটা ভোগ সরালে, আর ঐ তামাকটার ছেরাদ্দ কর্‌লে। তার পর এই বৈঠকখানায় যত বেটা অকর্ম্মা খোসামুদের দল এসে বসে গেল, আর হরদম তামাক সাজা আরম্ভ হ'ল। তার পর দশটা বাজ্‌তে না বাজ্‌তে বিশাল শরীর খানিতে ওয়াজেদ আলী-হাকিম সাহেবের বাদসাই গন্ধ তেল মাখান; তার পর ভোজন। ভোজন আবার বাবুর্চ্চির রান্না কালিয়া কাবাবও চাই, বামুনের রান্না ঝোল চর্চ্চরিও চাই। বেটাকে খাইয়ে, পান তামাক দিয়ে তার পর নিজের চান্ কর্‌তে যাওয়া। বেটা পয়সা দেবেন একটা আর শুন্‌বেন অক্রুর সংবাদ। তা হ'চ্চে না, এখানে আর চাকরি পোষাবে না।

(সনাতন সিদ্ধান্তবাগীশ নেপথ্যে)

সনাতন। ও হইরা! হইরা!

হরিচরণ। এই রে! পণ্ডিত বেটা এসেছে! এ বেটা বাঙ্গাল বামুন আবার পণ্ডিত, বেটার আচার ব্যাভার মৌলবী সাহেবদের চেয়ে কম নয়। বাবুর্চ্চির রান্না কালিয়া কোপ্তাও চলে, আর বাইজীদের সঙ্গে সিরাজিও চলে। আজকাল বাদ্‌সাই রাজত্ব কি না, জাত্‌টাত্ বড় একটা কেউ মানে না, আবার শুন্‌চি, অনেক হিন্দু বাদ্‌সার সঙ্গে কুটুম্বিতে কর্‌তেও সুরু করেছে।

সনাতন। (নেপথ্যে) ও হইরা! হইরা!

হরিচরণ। এজ্ঞে, যাই। (প্রস্থান ও সনাতনকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ) পাতঃ পেন্নাম, ভট্‌চায মশাই।

সনাতন। জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাম্ যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ। অর্থাৎ কথা হইচে জনার্দ্দন যার মনিব তার ত জয় হইবোই।

হরিচরণ। এজ্ঞে, আপনাদের পাঁচজনের দয়ায়ই ত এক রকম কেটে যাচ্ছে। তা তামাক ইচ্ছে করুন।

সনাতন। আরে এ জলশূন্যকাষ্ঠ হুঁকা কেন্? ঐ গড়গড়ানটা এদিকে দে। অর্থাৎ কথা হৈচে, এমন কল্কা কি এই কাঠো হোক্কায় মানায়? এই ঘট্‌টা বুইঝা ফুল, আর পাতিলবুইঝা হড়া। অর্থাৎ যে হক্কল নিরামিষ্য বামুন আইব, কথা হৈচে, তাগো জইন্য এই কাঠো হুঁকোর ব্যবস্থা, বুজ্জচ্।

হরিচরণ। এজ্ঞে, এটা বাবুদের ব্যাভারে, সময়ে সময়ে বাইজিদেরও ব্যাভারে আসে কি না? তা আপনি হচ্চ গে বামুন কি না; তাই—

সনাতন। আরে রাইখা দে তোর বামন। অর্থাৎ কথা হইচে, আমি যে খাঁটী ব্রাহ্মণ অর্থাৎ কি না ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ—অর্থাৎ যার ব্রহ্ম জ্ঞান হইচে, তার কাছে আবার জাত বিচার কি রে? কথা হইচে, ব্রাহ্মণ শূদ্র হিন্দু মুসলমান্ এ হক্কল জাত বিচার সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক, বুজ্জচ্?

হরিচরণ। এজ্ঞে, ভট্টচার্য্যি মশায়! এই ব্রহ্ম জ্ঞানটা হ'লে বুঝি খাদ্যাখাদ্য বিচার থাকে না?

সনাতন। নিশ্চয়ই না। নিশ্চয়ই না।

হরিচরণ। এজ্ঞে, বাবুর্চ্চির রান্না মুরগীর ডিমের কোপ্তাও খাওয়া যায়, আর পরের মেয়ে মানুষকেও বুঝি নিজের মত—

সনাতন। কথা হইচে নিশ্চয়ই যায়। শাস্ত্রকার কইচেন্ বিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ। হক্কল সন্দেহ কাইটা যায়, হক্কল রকম কুসংস্কার কাইটা যায়, যদি ব্রহ্ম জ্ঞানটা জন্মায় বুজ্জচ্।

(জনার্দ্দনের প্রবেশ)

জনার্দ্দন। এই যে সিদ্ধান্তবাগীশ, এসেছ? বলি হাঁ হে, খবর শুনেছ? (উপবেশন ও তাম্রকুট সেবন)

সনাতন। তা কথা হইচে, শুনছি বই কি, হুজুর।

জনার্দ্দন। কি শুনেছ, বল ত?

সনাতন। তা, কথা হইচে, ও হইরা! কচনা! কথা হইচে—

জনার্দ্দন। আরে রেখে দাও তোমার ঐ কথা হচ্চে। ঐ মুদ্রা দোষ বাদ দিয়ে আসল কথাটা বলে ফেল না।

সনাতন। আইগ্যা, আইগ্যা তা এমন ত কিছু, কথা হইচে, শুনি নাই।

জনার্দ্দন। তবে যে বল্লে শুনিচি? ওরে হরে! কল্‌কেয় যে আগুণ নেই রে! যা ভাল ক'রে আর একটা কল্‌কে নিয়ে আয়।

[হরিচরণের প্রস্থান।

সনাতন। আইগ্যা, কথা হইচে, ওটা আজকাল বাদসাহী রাজত্বের একটা নেয়ম। দিল্লীর বাদ্‌সা যখন আমীর ওমরা লইয়া মজ্‌লিস্ করেন তখন কথা হইচে, এ রকম না কর্‌লে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। করতাও ত মোগো কাচে দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা কি না? দিল্লী-বল্লভপাণিপল্লবতলে নীতং নবীনং বয়ঃ। অর্থাৎ কথা হইচে দিল্লীশ্বরের প্রধান সুবাদার—

জনার্দ্দন। আর মানে কাজ নেই; ওসব, আলেফ, বে তে সে যখন পড়িচি অং কং খং ও তখুনি সেরে নিইচি।

সনাতন। তা ত বটই, হুজুর! তা ত বটই কথা হইচে, হুজুরের মত

উর্দ্দ, ফার্সিই বা কয়জন মৌলবিতে জানে আর সংস্কৃতই বা কয়জন পণ্ডিতে জানে? মা লক্ষ্মী আর সরস্বতী দু'জনেই, কথা হইচে, হুজুরকে যেন বেষ্টন কইরা রইছে।

জনার্দ্দন। বটে! তা যাক্, এখন আসল কথা শোন; রাজাপুরে আমাদের জমিদারী আছে জানত? সেখানে ভানুদত্ত দ্বিবেদীর ছেলে তুলসীদাস নাকি একদিন শ্বশুর বাড়ীতে বৌ আন্‌তে গেছলো; বৌ মাগী নাকি লাথি মেরে তাকে দূর ক'রে দিয়েছে; সে বামুন নাকি কেঁদে কেঁদে কোথায় উধাও হ'য়ে চলে গিয়েচে।

সনাতন। এঁ্যা! এমন! তুলসী ঠাকুর, কথা হইচে, তা হ'লে বেশ বাগ্যবান্ আবার নিতান্ত হতবাইগ্যও বটে।

জনার্দ্দন। কি রকম?

সনাতন। আজ্ঞে, যখন সেই দেবীর শ্রীপাদপদ্ম তুলসীর শিরঃ— অর্থাৎ কথা হইচে মস্তিষ্ক সরোবরে প্রস্ফুটিত হইচে তখন সে বাগ্যবান্ বৈকি। হতবাগ্য—এই জন্য যে, পাদপদ্ম হাতে লইয়া পোড়াকপাইলা কথা হইচে, করার পাল্লেনা, "দেহিপদপল্লব মুদারম্।"

জনার্দ্দন। বাহবা, সিদ্ধান্ত বাগীশ, আজ দেখছি, সৎপাত্রেই উপযুক্ত উপাধি বিতরণ করেছি। আচ্ছা, সিদ্ধান্ত বাগীশ।

সনাতন। আজ্ঞ, করতা, হুজুর!

জনার্দ্দন। এই তোমার গে তুলসী ঠাকুরের বৌ—ঐ যে গো, কি নামটা? বলনা?

সনাতন। হ্যাঁ, ঐ যে, কথা হইচে, কন্‌না কর্ত্তা কন্‌না? ঐ যে গো তেমোর, কথা হইচে—

জনার্দ্দন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, রত্নাবলী, রত্নাবলী! রত্নাবলী নামটি কি মিষ্টি!

সনাতন। মিষ্ট ব'ইলা মিষ্ট! আমারই নোলায় জল সর্‌বার লাগচে তা কথা হইচে, অম্বুলে ধাত সইবে কেন্? তুলসী ঠাকুরের যে অম্বলের ব্যায়রাম।

জনার্দ্দন। রত্নাবলী বামুনটাকে মোটেই ভালবাসে না কেমন?

সনাতন। নিশ্চয়ই না; করতা।

জনার্দ্দন। তা হবেই বা না কেন? মেয়েমানুষ জাতটাকে সবাই কি বাগে রাখ্‌তে পারে? এই ধর, ১০০০ আস্‌রফি খরচ কর্ত্তে পাল্লে একটা মেয়েমানুষ পোষা যায়। ও বামুনের ভাঁড়ে ভবানী; উপোষ ক'রে ক'রে পিত্তি পড়েছে, কাজেই, আর কদ্দিন টেঁক্‌বে? বামুনকে তাড়িয়ে দোস্‌রা বন্দোবস্ত করবার চেষ্টায় কোথায় সরে পড়েচে।

সনাতন। তা হইলে, কথা হইচে, হুজুরের জন্যে একবার চেষ্টা দেখ্‌লে হয় না? শুনিছি, নাকি ভারি খাপ্‌সুরতের মাইয়া; তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্ক বিম্বাধরী পরমা সুন্দরী, কথা হইচে, সে আপনার গরম পোলাও খাবার পর মধুর অম্লাচার হইব। শয়ন গৃহের তাকিয়া হইব। নিদাঘ-সন্তপ্ত প্রাণে কুল্পী বরফ, সাহিত্য চর্চ্চায় কবিতা সুন্দরী, আমেজের সিরাজী, প্যেটের অসুখে বেলের মোরব্বা, খাজাঞ্চী সেরেস্তার আস্‌রফি, ফুল বাগিচার কণ্টকশূন্য ফুটন্ত গোলাপ হইব।

জনার্দ্দন। চেষ্টা দেখবে কি, শুনেছি সে নিসর্গ সুন্দরী, তাকে আমার চাই। হরে! হরে! সিরাজি লেয়াও।

সনাতন। আর বাইজী—

(সিরাজি হস্তে হরের এবং বাইজীর প্রবেশ ও
জনার্দ্দনের মদ্য পান)

সনাতন। এই যে রঙ্গিনি দিদি যে, তা হ'লে একখানা গান গাইয়া ফেলেন।

বাইজীর গীত।

গীত।

তুমি চাঁদের মত পরাণে আমার স্নিগ্ধ কিরণ ঢালিও।
তুমি ঋতুপতি বসন্তের সাজে নয়নে আমার ভাতিও॥
তুমি উজ্জ্বল প্রভাতে তরুণ তপনে,
শোভিও সদাই হৃদয় গগণে,
তুমি শারদ নিশায়, মধুর বীণায়,
মম মরমের কথা গাহিও।
তুমি সুনীল সাগর তরঙ্গ গানে,
বাজিও সদাই আমার শ্রবণে,
তুমি মলয় বাতাসে, কুসুমের বাসে,
মম চিত্ত বিকার নাশিও।
তুমি পরাণের সাথে হৃদয়ে আমার জনমে জনমে রহিও॥

(সনাতনের উপবীত ধরিয়া মদের বোতল উৎসর্গ করণ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিখায় মদ স্পর্শ করণ এবং বাইজীরে মদ খাওয়াইয়া নিজে সেই উচ্ছিষ্ট ভক্ষণপূর্ব্বক অঙ্গ-ভঙ্গী সহকারে বাইজীর সহিত নৃত্য)

জনার্দ্দন। বেশ বেশ, যাও রঙ্গিনী আমার বাগান বাটীতে অপেক্ষা করগে আমি একটু পরেই যাচ্ছি।

[বাইজীর প্রস্থান।

জনার্দ্দন। (মদ্যপান করিয়া) এমন সিরাজী জিনিষটা কিনা বেদে অপেয় বলেছে ?

সনাতন। আজ্ঞে, কথা হইচে, বেদ তৈয়ার করছে কারা জানেন ত হুজুর ! এয়ো বেদস্য কর্ত্তারঃ ভণ্ড ধূর্ত্ত নিশাচরাঃ। ভণ্ড কিনা যারা অকাল কুষ্মাণ্ড লণ্ড ভণ্ড পাষণ্ড তারা, আর ধূর্ত্ত বিট্‌লা ঋষি, এই হক্কল মিইলা বেদ বানাইচে। আরও, কথা হইচে, কলিযুগে তন্ত্রই ত বড় ; এইখানে কথা হইচে, নির্ব্বীর্য্যা শ্রৌত জাতীয়া বিষহীনোরগাইব। অর্থাৎ কি না—

জনার্দ্দন। (ক্রোধে) আরে মানে আমায় বোঝাবে কি হে ! আমি কি তোমার চেয়ে কম সংস্কৃত জানি ?

সনাতন। আজ্ঞে, হুজুর, তন্ত্রে ত মদ্যের ব্যবস্থা সুস্পষ্টই রইছে।

জনার্দ্দন। হাঁ, হাঁ, ঐ যে কি একটা শ্লোক আছে, ঐ যে গো, আরে, ব'লে ফেল না।

সনাতন। জ্ঞানস্য কারণং মদ্যং, জ্ঞানং মুক্তেশ্চ কারণং মুক্ত্যাকাঙ্ক্ষী পিবেন্মদ্যম্ ইত্যাদি, ইত্যাদি।

জনার্দ্দন। তা হলে ছুঁড়ীটাকে বাগাবার কি হবে ?

সনাতন। আজ্ঞে, হুজুরের হুকুমের অপেক্ষা মাত্র, একবার কইলেই ত হয়।

জনার্দ্দন। না, না, তোমার মত অকর্ম্মন্যদের এ মহত কর্ম্মের ভার দিয়ে আমি আর নিশ্চিন্তে থাক্‌তে পার্ব্বো না। কি জানি যদি সে মহারত্ন অন্য কারো হস্তগত হয়। আজ তার অনুসন্ধানে আমি নিজেই বেরুবো। যে কোন রকমে পারি তাকে আমার কোর্ব্বোট কর্ব্বো। হরে যা—এখনি আমার যাত্রার যোগাড় করে দে। আমি এই রাত্রিতেই বেরুবো।

[জনার্দ্দন ও হরের বেগে প্রস্থান।

সনাতন। কথা হইচে। যাইয়েন না যাইয়েন না থারান থারান।

(পশ্চাৎ ধাবন)

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। আমি সব শুনেছি, সতীর ধর্ম্মনাশের চেষ্টা, কি ভয়ানক! স্মরণে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। দেখচি দিন দিন পাপের মাত্রা বেড়ে চলেছে, কোন রকমেই ওর মতি গতি ফিরাতে পারলাম না। না; আর নিশ্চেষ্ট থাকা হবে না, যাই বৃদ্ধ দেওয়ান ও বিশ্বস্ত পরিচারিকাগণকে সঙ্গে লয়ে অলক্ষিতে আমিও ওর লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হব। দেখি এবার প্রবল ভাবে বাধা দিতে পারি কি না? এতে আমার মান, অপমান লজ্জা সরমই বা কিসের? পতিকে পাপ পথ হ'তে ফিরাতে পত্নী ভিন্ন এমন দায়িত্বই বা কার, আর এমন আপনার জনই কে আছে? ওমা সতী শিরোমণী বিশ্বজননী ভবানী তুই আমার সহায়ই; আজ তোর নাম স্মরণ করে আমি এ অসীম সাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ কল্লুম। দেখিস্ মা, এ হতভাগিনীর মুখ রক্ষা করিস্!

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

কাল—অপরাহ্ন।

বন পথ।

(ভৈরবী বেশে নিয়তী ও মতিয়া)

নিয়তি। (স্বগতঃ) (তুলসীরে উপলক্ষ্য করি)
নামিয়াছি মহারণে ;
পুরুষকারের গর্ব্ব খর্ব্ব করি আজ দেখাব তাহারে
নিয়তির কাছে নর কতটা অক্ষম।
লোকে কহে পাষাণী আমায়,
নাহি ক্ষতি তায় ; বিধির ইচ্ছায়
কভু পাষাণের মত থাকি বুকে চেপে ;
কভু স্নিগ্ধ সমীরের মৃদু শিহরণে
প্রাণে প্রাণে ঢেউ তুলে
ছুটে যাই ক্ষুদ্র শিশু সম ;
সৌন্দর্য্যে ভীষণ, আমি কোমলে কঠিন।

মতিয়া। কি ভাব্‌চিস্, ভৈরবী মায়ি!

নিয়তি। ভাব্‌চি, তোর ভাব্‌না, তোর সর্দ্দার বাবার ভাব্‌না।

মতিয়া। হামার ভাব্‌না, তোকে ভাব্‌তে হবেক্‌নি মায়ি! হামার

সর্দ্দার বাবার জন্যে বড় ডর্ লাগ্‌চে। বল, বল, মায়ি, হামার সর্দ্দার বাবা কিসে ভাল হবে?

নিয়তি। (মৃদুহাস্য সহকারে) পাগলী মেয়ে! আমি কি ভাল কর্ত্তে পারি? মা করালীকে ডাক্ তাঁর কৃপা হ'লে সব আপদ বালাই দূর হবে।

মতিয়া। হামার ডাক্ করালী মায়ী শুন্‌বেক্ নি; তুই করালী মার মেইয়া আছিস্, তু মাকে বলিয়ে হামার সর্দ্দার বাবাকে ভাল করিয়ে দে।

নিয়তি। আচ্ছা, একটা চিজ্ যোগাড় কর্ত্তে পার্‌বি?

মতিয়া। কোন্ চিজ? কাঁহা মিল্‌বে মায়ি? হাম জঙ্গল জঙ্গল ঢুঁড়্‌কে সো চিজ আন্‌বে, হামার কলিজা দিয়ে সো চিজ্ আন্‌বে।

নিয়তি। পারবি, মতিয়া, পারবি ত? একটা ভীষণ কেউটে সাপের বাচ্ছার সঙ্গে খেল্‌তে হবে, একটা কামানের গোলা লুফ্‌তে হবে, একটা ভীষণ ভূমিকম্পের টাল্ সামলাতে হবে। পার্‌বি ত?

মতিয়া। আশীষ কর্ মায়ি, আশীষ কর্; মতিয়া সব পার্‌বে। সর্দ্দার বাবার জন্যে মতিয়া শির্‌ভি দিতে পার্‌বে।

নিয়তি। তবে শোন্ মতিয়া! কাল অমাবস্যা। এই তিথিতে মহানিশায় করালী মার পূজো দিতে হবে, একটী বৈষ্ণব কুমারের বুকের রক্ত চাই; তার পর দেবীর প্রসাদভুক্ত রুধিরবিন্দুর সঙ্গে আর দু একটী জিনিষ মিশিয়ে যে ঔষধ প্রস্তুত হবে তার প্রলেপ দিলেই তোমার সর্দ্দার বাবার ক্ষত স্থান শুকিয়ে যাবে।

মতিয়া। হামি সে বৈষ্ণব লেড়্‌কাকে কাঁহা পাবে মায়ি?

নিয়তি। তার জন্য কোন চিন্তা নাই! বিশ্বেশ্বর দর্শন মানসে অচিরে একটী বৈষ্ণব কুমার এই পথ দিয়ে যাবে। তুই তোর সর্দ্দার বাবার লোক

জন নিয়ে তাকে ঘেরোয়া করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাক্। এখন আমি যাই, সময়ে আবার আমার দেখা পাবি; কিন্তু সাবধান—বুক বাঁধ, স্বহস্তে তাকে হত্যা কর্‌তে হবে।

[প্রস্থান।

মতিয়া। ভাগ গেল, ভৈরবী মায়ী। হাম্ লার্‌বে, হাম্ লার্‌বে। হাম্ সর্দ্দারকা লেড়কি আছে, লোকেন একঠো ছাগলভি কাটা দেখ্‌তে পারবেক্‌নি, আউর মনুষকো লউ ক্যায়সে দেখবে। হা, মা, করালী! মরদকা লউবিন্ কি তোর পিয়াস্ মিট্‌বেক্ নি? (ক্রন্দনের সুরে) সর্দ্দার বাবা! তুঁহার জান্ বাঁচাতে নার্‌লুম। হামার জান লিয়ে যদি তোঁহার জান বাঁচ্‌তো! কি কর্‌বে, হাম্ কি কর্‌বে, করালী মায়ী! তু দেবী না শয়তানি আছিস্?

[প্রস্থান।

(পুরুষকারের প্রবেশ)

পুরুষ। বিস্তারিয়া মহা মায়াজাল
তুলসীরে বাঁধিবারে উদ্যত নিয়তি।
ইচ্ছা তার; ভক্তবরে দস্যুকরে—
করিবারে বলি উপচার।
নাহি ক্ষতি তায়—নাহি টলে প্রেমিক অন্তর
তুচ্ছ বিভীষিকা হেরি।
সাধকের অনিষ্ট সাধনে
ত্রিভুবনে কে হয় সক্ষম।
বিশ্বকর্ম্মী প্রেমিক যে জন,
সাদরে সে শত শত বাধা বিঘ্নে দিয়া আলিঙ্গন—

প্রেমে করি বিশ্ব পরাজয়
চলে যায় স্বার্থ হীন গন্তব্যের পথে।
স্বর্ণ যথা অগ্নি পরশনে,
সেই রূপ প্রেমের পরশে করে বিশ্ব প্রবর্ত্তন;
জগতের যাবতীয় মলিনতা নাশি
সত্য ধর্ম্ম করয়ে স্থাপন।
প্রেমে প্রস্রবণ বহে
পাপ গন্ধ মরুর হৃদয়ে,
নির্ম্মম পাষাণে হয় প্রস্ফুটিত
বিশ্বম্মাদি প্রফুল্ল কমল।
জানে না সে কুহকিনী!
মন্দাকিনীর একটি ক্ষীণ ধারা
ভাসাইয়া এ বিশ্ব সংসার
মহাপ্রেম পারাবার পারে সৃজিবারে।
দেখি বালা—স্বহস্তে জ্বেলেছে সেই যজ্ঞানল
সেই ভীষণ যজ্ঞকুণ্ড মাঝে পূর্ণাহুতি রূপে
কাহার প্রদত্ত বলি হয় উৎসর্গিত।
হে জগৎবাসি কর্ম্মি! প্রেমিক সুজন
প্রেমে বিশ্ব কররে আপন।
প্রেমের ঠাকুরে যদি লভিবারে চাও
চাহ যদি অদৃষ্টের বিচিত্র গঠন,
নিশ্চেষ্ট কি হেতু তবে জড় পিণ্ড সম?
ভুলি দ্বন্দ্ব দ্বেষ আত্ম-অহঙ্কার

তুচ্ছ আশা স্বার্থ আদি আকাঙ্ক্ষা ভীষণ
সমূলে বিনাশি, চিত্ত সংকীর্ণতা,
গাহ সদা হইয়া তন্ময়
মধুময়-অমর সে প্রেমের সঙ্গীত।

গীত।

জগৎ বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র মাঝে আমিরে পুরুষকার।
মহতী কর্ম্ম লইয়া করে ফিরি দ্বারে দ্বারে সবাকার॥
কোর'না কোর'না অদৃষ্টে নির্ভর,
প্রেমের সাধনে হও অগ্রসর,
যেতে করমের পথে, ফিরনা পশ্চাতে,
যা হবার হবে এই ভেবো সার।
প্রেমের মুরতি ঐ রবি শশী—
করমে জাগ্রত হের দিবানিশি,
কেন বিষাদে ডুবিয়া, নীরবে বসিয়া,
হা হুতাশে আর কাঁদ বার বার॥

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

কাল—প্রভাত।

পাহাড়ের ঝরণা।

(প্রস্তরাসনে উপবিষ্ট রত্নাবলী গীত
গাহিতেছেন)

গীত।

(কবে) প্রবল অনল হইবে শীতল
তব প্রেম অমিয় স্পর্শনে।
কবে আশালতা হবে ফলবতী তোমার করুণ বর্ষণে।
বিঘ্নবিপদ ভীষণ ঝটিকা, কম্পিত মৃদু তাপিত লতিকা,
নন্দন-বন-কল্প-পাদপে মিলিবে মধুর বন্ধনে॥

রত্না। আজ কত দিন হলো তার কোন সন্ধানই ক'ত্তে পাল্লুম না। যে আমাকে নিমেষের জন্যে চোখের আড়াল হ'তে দিত না; যাঁর সতর্ক চক্ষু সর্ব্বদা আমার খোঁজে ঘুরে বেড়াত; আমাকে লক্ষ্য ক'রে যাঁর অমৃতময়ী লেখনী নূতন নূতন ছন্দে কত ভাবের কবিতা লিখতো; আজ সেই বা কোথায়; আর আমিই বা কোথায়! দেবতা! একবার এসে দেখে যাও, তোমার রত্না আজ বনমধ্যে পথ হারিয়ে কি দুর্গতি ভোগ কচ্চে?

(সনাতন সিদ্ধান্ত বাগীশ ও জনার্দ্দন বাবুর জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ)

সনাতন। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! তাই ত বলি কার এমন মিষ্ট আওয়াজ! অর্থাৎ কথা হইচে; যেন আস্মান থাইকা একটা পৈরি আইসা ঝরণার ধারে বইসা গীত গাবারে লাগচে, কি মস্গুল চেহারা বাবা! কথা হইচে যখন হাতে পাইছি—তখন আর যাইব কোই। (ভৃত্যের প্রতি) ওরে হইরা, কর্ত্তারে হকাল্ হকাল্ সংবাদ দেছ্না।

(ভৃত্যের প্রস্থান ও জনার্দ্দন বাবুর প্রবেশ)

রত্নাবলী। ওগো বারাণসী এ স্থান হ'তে আর কত দূর? আমি পথ হারা অভাগিনী, দয়া ক'রে আমায় পথের সন্ধান ব'লে দিন্।

জনার্দ্দন। রত্না! আর তোমায় পথে বিপথে ভ্রমণ কত্তে হবে না। চল সুন্দরী, আমার মনোরথ পূর্ণ করবে চল! আমি যে তোমার জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে নগরে প্রান্তরে বন বনান্তরে ঘুরে বেড়াচ্চি।

রত্নাবলী। (স্বগতঃ) এ যে জমিদার জনার্দ্দন বাবু দেখ্‌চি! (প্রকাশ্যে) জনার্দ্দন বাবু আপনি কাকে কি বলচেন। আমি যে আপনার কন্যা স্থানীয়া। আপনার কি মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েচে? আমি কুলরমণী পথহারা·বিপন্না। এরূপ ভাবে অসহায়া স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা হানি করা আপনার শোভা পায় না।

সনাতন। হুজুর! তা·হ'লে আমরা এখন অন্তরালে যাই, আপনি ততক্ষণ এই কথা হইছে, শকুন্তলার অভিনয়টা কইরালন্।

[সনাতনের প্রস্থান।

জনার্দ্দন। সুন্দরী! আমি তোমার পায়ে আত্ম বিক্রয় করেচি, তোমায় লাভ করবার আকাঙ্ক্ষায় পাগলের মত দিগ্‌দিগন্তে ছুটে বেড়াচ্চি! আমার সব যাক্, ধন, জন, পরিজন মান, সম্ভ্রম, পাপ, পুণ্য অতল জলে নিমর্জ্জিত হ'ক। রত্না! কেবল তোমার দাসত্ব কর্ম্মে নিযুক্ত ক'রে আমায় কৃতার্থ কর।

রত্নাবলী। কর্ণ বধির হও! ছি! ছি! জনার্দ্দনবাবু, এত হীনমতি আপনি? সাবধান, এ অগ্নিস্ফুলিঙ্গে হস্তক্ষেপ কর্‌লে পতঙ্গের মত ভস্মীভূত হবেন, জানেন!

জনার্দ্দন। প্রিয়তমে! তোমার প্রেমানলে পুড়ে এ হৃদয় অনেক দিন পূর্ব্বেই ভস্মীভূত হয়ে গেছে। এখন তুমি ইচ্ছা করলেই আবার মৃত-সঞ্জীবনী সুধা দানে সঞ্জীবিত কর্‌তে পার।

রত্নাবলী। জনার্দ্দন বাবু! চোখে পবিত্রতার পরাগ মেখে চেয়ে দেখুন দেখি, আপনার মার মতন, ভগ্নীর মতন, আমায় দেখ্‌তে পান কি না? আপনার পায়ে পড়ি আমায় ছেড়ে দিন। কেন ভ্রমবশে একটা প্রদীপ্ত লালসায় নিজের সর্ব্বনাশ ডেকে আনচেন।

জনার্দ্দন। আমায় নীচমনা ভেবোনা! আমি সনাতন হিন্দু শাস্ত্রমতে পবিত্রভাবে তোমার পাণিগ্রহণ ক'রবো। বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সঙ্গত। কথা শোন; তোমার কোন ভয় নাই, আমি বাদ্‌সা বেগমের অপেক্ষাও তোমায় সুখে রাখ্‌বো।

রত্নাবলী। কি বল্লি, কামান্ধ কুক্কুর! আমি বিধবা? আমি যে দিন বিধবা হবো, সে দিন দুনিয়ার নারী বিধবা হবে। এখনও বল্‌চি সাবধান হ'!

(রত্নাবলীর বেগে প্রস্থান করিতে উদ্যত)

জনার্দ্দন। (সম্মুখে অগ্রসর হইয়া) কোথায় যাবে রত্না, কতদূর যাবে ? জান, আমি জনার্দ্দন দাস ? আজ আমার কবল থেকে কেউ তোমায় রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না। জলে যদি মাছ হ'য়ে লুকিয়ে থাকৃতে পার ; আমি বঁড়্‌শী হয়ে তোমায় বিঁধ বো ; হরিণী হ'য়ে যদি বনের ঝোঁপে লুকাতে পারো, আমি শিক্ষিত শিকারীর নিক্ষিপ্ত, তীরের মত গিয়ে তোমার বুকে বস্‌বো ; সাপ হয়ে যদি গর্ত্তে লুকাতে পারো ; আমি মন্ত্রৌষধি হ'য়ে সেখান থেকে টেনে বার ক'র্‌বো। এখন আমার বাসনা পূর্ণ কর্‌বে কি না বল ?

রত্নাবলী। অসহ্য ! অসহ্য ! সকলেরি সীমা আছে।

জনার্দ্দন ! জনার্দ্দন !
যেই মুখে পাপ কথা করি উচ্চারণ
দিলি মোর হৃদয়ে বেদনা ;
কুষ্ঠ ব্যাধি হবে সেই মুখে।
হই যদি সতী নারী—
যতদিন না করিব ক্ষমা
ততদিন নাহি হবে পাপ প্রক্ষালন
পূর্ণরূপে তব ; যার বলে হ'য়ে বলীয়ান্।
কটুভাষা কহিলি আমায়,
সে ঐশ্বর্য্য হারাবি ত্বরায়,
সোণার সংসার তোর হবে ছারখার ;
বাত পঙ্গু ভিখারীর সাজে
অহর্নিশি রাজপথে করিবি ভ্রমণ।

জনার্দ্দন। কি ! এতদুর স্পর্দ্ধা ; দেখি এবার কে তোকে রক্ষা করে।

(সহসা পাল্কী করিয়া বৃদ্ধ দেওয়ান ও পরিচারিকা সমভিব্যাহারে কমলার প্রবেশ)

কমলা। (পাল্কী হইতে বহির্গত হইয়া) আমি বর্ত্তমানে কার সাধ্য সতীর অপমান করে। সতীর মর্য্যাদা আমি রক্ষা কর্‌বো। মা! তোমার কোন ভয় নাই।

রত্নাবলী। কে তুমি মা সঙ্কটহারিণী! এ নির্জ্জন বনে তনয়াকে অভয় দিতে এসেছ?

কমলা। মা, আমি তোমার দাসী। (প্রণাম করিলেন)

জনার্দ্দন। (স্তম্ভিত ভাবে) তুমি? তুমি এখানে কোত্থেকে এলে? আমার পথের কন্টক, নরকের দুর্গন্ধ পুরিত আবর্জ্জনা, এখানেও বিষ ছড়াতে এসেচ। উত্তম! স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখ, তোমার বুকের ভিতর হ'তে ঐ উজ্জ্বল রত্ন সবলে গ্রহণ ক'রে কণ্ঠহার ক'রতে পারি কি না? হয় আজ এ প্রস্ফুটিত পদ্ম ভ্রমরের প্রাণে মধুর সঞ্চার ক'র্‌বে, নচেৎ পদদলিত হবে। (দেওয়ান ও পরিচারিকার প্রতি সক্রোধে) তোমরা এখান হ'তে শীঘ্র দূর হও।

কমলা। স্বামিন! এ যে অপার্থিব স্বর্গীয় পারিজাত। এর কমনীয় সৌন্দর্য্য দর্শনে; এর চিত্তোন্মাদী পবিত্র সৌগন্ধে, তোমার চিত্তের মলিনতা গেলনা। তুমি স্থির জেন' আমি বর্ত্তমানে তোমার পাপ বাসনা কিছুতেই চরিতার্থ ক'র্‌তে দেব না।

জনার্দ্দন। কই হ্যায়! (সনাতন ও পাইকগণের প্রবেশ)

কমলা। তুমি কি ভয় দেখাচ্ছ! লোক চক্ষু ভগবান তিনিই আমাদের রক্ষা কর্‌বেন।

জনার্দ্দন। (পাইকগণের প্রতি) যাও জোর কোরে ছুঁড়ীটাকে পাল্কীতে উঠাও। (সহসা রত্নাবলীর চক্ষু হইতে তীব্র জ্যোতিঃ বাহির্গত হইল, পাইকগণ স্তম্ভিত হইল, এরূপ সময়ে ভৈরব মূর্ত্তিতে প্রেমানন্দের কতিপয় সন্ন্যাসীসহ প্রবেশ)

প্রেমা। সাবধান!

[সকলে পলায়ন করিল।

রত্নাবলী ও কমলা। কে তুমি—কে তুমি—বাবা আজ এ বিপদ সাগর হ'তে উদ্ধার করলে।

[উভয়ে পদধূলি লইল।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কাল—অমাবস্যা রাত্রি।

অরণ্য—করালী মন্দির।

(সম্মুখে করালী মূর্ত্তি। পূজাসনে বসিয়া দস্যু-পুরোহিত
মন্ত্রপাঠ করিতেছে ও দস্যুগণ পূজোপকরণ
সজ্জিত করিতেছে)

দস্যু-পু। মাতর্ভঞ্জয় মে বিপক্ষ বদনং জিহ্বাং চলং কীলয় ;
ব্রাহ্মীং মুদ্রয় নাশয়াশুধীষণামুগ্রাং গতিং স্তম্ভয়।
শত্রুংশ্চূর্ণয় দেবি তীক্ষ্ণগদয়া গৌরাঙ্গি পীতাম্বরে
বিঘ্নৌঘং বগলে হর প্রণমতাম্ কারুণ্যপূর্ণেক্ষণে॥
দিগ্বস্ত্রাং ঘোর দংষ্ট্রাং লহ লহ রসনাং কালিকাং কালরূপাম্
মেঘাঙ্গীং মুক্তকেশীং প্রকটিতবিভবাং মন্মথপ্রাণহন্ত্রীম্।
ভীমাং দণ্ডায়মানাং স্মরহর হৃদয়ে মুণ্ডমালাং দধানাম্
বন্দেহ হম্ বন্দনীয়াং মনুজগণনতাম্ খড়্গমুণ্ডাভিরামাং॥

(দস্যুগণের প্রতি) এইবার রক্তজবা বিল্বদলে করালবদনা কালিকার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলী দাও। বল সমস্বরে—

শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে !
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥

(দস্যুগণ আবৃত্তি করিয়া পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করিল)

এইবার বলি নিয়ে এস।

(তুলসীকে লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ ; পরে খড়্গ হস্তে মতিয়ার প্রবেশ ; পুরোহিত তুলসীর কপালে সিন্দুর তিলক পরাইলেন)

তুলসী। (স্বগতঃ) আশার ছলনে ভুলি মানব মণ্ডলী
ভ্রমে নিত্য নব নব কল্পনার দেশে ;
কভু হাসে ; কভু কাঁদে বালকের মত।
কেন যায়, কেন আসে,
কেন পড়ে মায়া ফাঁসে ?
কেন দুঃখনীরে ভাসে জীব অনুক্ষণ ?
কেন হাসে সুনীল আকাশে শুক্লপক্ষে
সুধাকর তারকার সনে ?
কেন বা লুকায় পুনঃ অমার নিশায় ?
লীলাময় ! একি লীলা তব।
ভাঙা গড়া ছেলে খেলা কি হেতু তোমার ?

পুরো। কি ভাবছো যুবক ! এইবার জন্মের মত মা করালীকে প্রণাম কর। যুবক ! মহা ভাগ্যবান্ তুমি যে, মার বলি হয়ে এসেচ। মতিয়া, প্রস্তুত' হ।

তুলসী। ভাবতেছি :
কোথা হ'তে আসিয়াছি, যাইব কোথায়!
কি হেতু কানন মাঝে কাহার ইচ্ছায়
দস্যু-করে বদ্ধ হস্ত মম
আর ভাবিতেছি, এ কোন্ দেবতা
নর মাংসে হয় যার উদর পূরণ ?
নর মুণ্ডমালা যাঁর দুলিতেছে গলে ?
নরের শোণিত ধারা করে সদা পান ?
হয় অনুমান ; এ জন দেবতা নহে ;
দস্যু কহে দেবতা ইহারে।

মতিয়া। সাচ্চা বাত আছে। হাম্‌ভি বোলে গুরুজি! করালী মায়ী দেবতা নেহি, রাক্ষসী। রাক্ষসীকা ভি ছেলিয়া পর দরদ লাগে, অউর যো দুনিয়াকা মায়ী ; উসিকা থোরা ভি মায়া নেহি।

পুরো। মতিয়া, কি বল্‌চিস্? তোরও কি মাথা খারাপ হ'য়েচে? ভৈবরী মার কথা কি সব ভুলে গেলি? তোর সর্দ্দার বাবা যে তোর বলি প্রদত্ত অসুধ খেয়ে জানে বাঁচ্‌বে। যে করালী মা জান দেবে, তার নিন্দে কর্‌চিস্? ঐ দেখ, দীর্ঘ জটা-জুট-বিলম্বিনী বিশ্বসংহার কারিণী করালীর কাল-সংহারিণী খাঁড়া নেচে উঠেছে ; ঐ দেখ চণ্ডমুণ্ডনাশিনী দনুজদলনীর লোল জিহ্বা রুধির পানের জন্য লক্ লক্ কর্‌চে—ভাল করে চেয়ে দেখ্, রণোল্লাসকল্লোলা আলুলায়িত-কুন্তলা ; ভাব বিহ্বলা মায়ের ভীষণ মূর্ত্তি।

মতিয়া। (তুলসীর দিকে লক্ষ্য করিয়া) ইধার ভি চাহিয়ে দেখো ; গুরুজি! করালী মায়িকা লেড়কার বড়িয়া সুন্দর মুখ পানে চাহিয়ে দেখো,

আউর দেখো, ঐ দুনিয়াকা মায়ি বহুত লেড়কা লেড়কী কো কোলে ক'রে বৈঠে আছে ; মাই খিলাচ্চে ; হাম্ লারবে, হাম্ লারবে। এই তুঁহার খাঁড়া রইলো। (খড়্গ পরিত্যাগ)

তুলসী। (স্বগতঃ) কে এ রমণী ! প্রেম স্বরূপিনী,

হেরিতেছে প্রেমের মূরতি !
একই মূরতি দস্যু নেত্রে মহা ভয়ঙ্করী ;
নারী নেত্রে প্রেমের জীবন্ত-মূর্ত্তি ;
আর না করিব ঘৃণা নারীরে কখনো ;
নারী মোর গুরু স্থান করে অধিকার।
লীলাময় ! রঘুনাথ !
প্রেমশিক্ষা দিতে বুঝি এনেছ কাননে !
এ জীবনে প্রেমের সাধনা নাহি হ'লো।
দস্যু করে ক্ষণপরে হবে সাঙ্গলীলা ;
প্রেমময় ! পরজন্মে—পাই যেন তব দরশন।

মতিয়া। এ ঠাকুর জানবি বাঁচা—তুম্ চলা যাও, কুছ্ ডর্ নেহি। করালী মায়িকা পিয়াস হামার লউমে—মিট্‌বে।

(বেগে জনৈক দস্যুর প্রবেশ)

দস্যু। হাঁরে, মতিয়া ! তুই কি কর্‌চিস্ ? সরদার বাবা কো জানে মারবি কি ? করালী মায়ীকা পূজা শেষ কর্, সর্দ্দার বাবার জান মিল্‌বে। তু কি কর্‌ছিস্ রে।

তুলসী। নারী ! কেন ভয় করছো ? আমার শোণিতে যদি তোমার দেবতা সন্তুষ্ট হ'য়ে তোমার বাবার জীবন দান করেন, আমি তাতে বিন্দু

মাত্রও দুঃখিত নই : বরং আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে কর্ব্বো। মর্তে' ত হবেই, তবে এমন মহৎ কার্য্য আমায় মর্তে দেবে না কেন ? তোমার ন্যায় এমন হৃদয়ানন্দ—দায়িনী—মূর্ত্তি দস্যু গৃহে ত দূরের কথা অনেক ভাগ্যবান্ সাধকের গৃহেও পাওয়া যায় না। তুমি সত্বর কার্য্য শেষ কর ; তোমার হাতে মলে নিশ্চয় আমার সদ্গতি হবে। আমি যার—কাঙাল্ সেই কাঙালের ঠাকুরকে পর জন্মে পাব।

মতিয়া। তুঁহার ত পরকাল হবে রে! হামার কি গতি হোবে? এ পাপ্ কা কোন্ নরক আছে ; জানিস্ ত?

তুলসী। না, না, এতে তোমায় বিন্দুমাত্র পাপ স্পর্শ করবে না। তোমার যত পাপ সব আমায় দাও ; আমি রঘুনাথজীর কাছে প্রার্থনা করছি. তোমার—অথবা দস্যুগণের মনে যেন বিন্দুমাত্রও দাগ না লাগে। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করবেন। আর দেরী করো না, ঐ খড়্গ গ্রহণ কর।

মতিয়া। করালী মায়ী, রক্ষা কর মা এ ঠাকুরকো আউর রক্ষা ক'র মা হামার সর্দ্দার বাবা কো। (অশ্রু মুছিয়া খড়্গ গ্রহণ)

(প্রেমানন্দ বেশে পুরুষকার ও তৎপশ্চাৎ
বীরকুমারবেশে রত্নাবলীর প্রবেশ)

পুরুষ। ঐ দেখ, করালী মন্দিরে
স্বামী তব ইষ্টধ্যানে রত ;
চারিদিকে দস্যুদল করে অবস্থান
ভীষণ কৃপাণ হস্তে ;
দস্যুর বণিতা ঐ রয়েছে দাঁড়ায়ে

প্রচণ্ডা খর্পরখণ্ডা চামুণ্ডার প্রায়।
ইষ্টমূর্ত্তি করিয়া স্মরণ
কেড়ে লও ভীষণ কৃপাণ।
তব বেগ সহিতে নারিবে,
আজি মোর আশীষ প্রভাবে;
দুর্ব্বৃত্ত দস্যুরদল দূরে পলাইবে।
মম উপদেশ মত, সাবধানে সর্ব্বকার্য্য করিবে সাধন।

[পুরুষকারের প্রস্থান।

রত্নাবলী। আরে আরে. পাষণ্ড নিচয়!
কোথা রয় হেন অস্ত্র, চায় যাহা বৈষ্ণব বধিতে?
বৈষ্ণবের রক্তপানে যাহার কামনা
কোন্ দেবী সেই? কেবা হোতা?
বৈষ্ণব বধিতে মন্ত্র করে উচ্চারণ?
সমুচিত শিক্ষা আজি দিব সবাকারে।
রত্নার বিরাট গর্ব্ব পাহাড়ের চূড়া
যাইবে খসিয়া তুচ্ছ সমীর পরশে?
ভেকে আজি কেড়ে লবে সর্প শিরোমণি?

(মতিমালার হস্ত হইতে খড়্গ লইয়া দস্যুগণের প্রতি ভীতি প্রদর্শন)

[মতিয়া ভিন্ন দস্যুগণের প্রস্থান।

তুলসী। কে তুমি বীর যুবক! আমার শুভ কার্য্যে বাধা দিচ্চ?

রত্নাবলী। আমি ত ভাই তোমার শুভ কার্য্যে সহায়তা করবার জন্য কত দূর থেকে এসেছি! কলিকাল কি না? ভাল করলে মন্দ হয়।

তুলসী। সহায়তা কি রকম? আমি কোথায় নিজের প্রাণটা দিয়ে

এই বালিকার পিতার প্রাণ রক্ষা কর্ত্তুম, নশ্বর দেহের বিনিময়ে একটা প্রেমের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় পুলকিত হতুম, একখণ্ড কাচের বিনিময়ে একরাশ কাঞ্চন পেতুম, তা আমায় কর্ত্তে দিলে না। তুমি জান না, এই বালিকা আজ কিরূপ বিপন্না হয়ে ওর ইষ্টদেবতার তুষ্টি সাধনের জন্য, আমার মত হতভাগ্যের শোণিত চেয়েছিল; এ দস্যুকন্যা হয়েও আদর্শ প্রেমময়ী নারী।

রত্নাবলী। (মতিয়ার প্রতি) আচ্ছা আমি যদি বিনা রক্তপাতে দস্যু-সরদারের ক্ষত শুষ্ক করতে পারি, তা হলে বালিকা তোমার কোন আপত্তি নেই ত?

মতিয়া। তুই পারিস্! তব হাম্ তুঁহার বাঁদী হোবে।

রত্নাবলী। না আছে পার্থক্য কোন ভক্তে ভগবানে।
নিষ্ঠাবান্ নবীন সাধক ইনি
ভক্তিমান্ রামগত প্রাণ পরম বৈষ্ণব।
থাকে যদি বৈষ্ণব মহিমা
তবে এই চরণের রেণু
সর্ব্ব ব্যাধি করিবে বিনাশ।

(তুলসীর পদধূলি পর্ণপুটে লইয়া)

যাও বালা পিতার সমীপে
এই মহৌষধি ক্ষতস্থানে করগে লেপন;
ইথে যদি তব পিতা নীরোগ শরীরে নাহি আসে হেথা;
দিব প্রাণ স্বইচ্ছায় করালীর পায়।

মতিয়া। করালী মায়ী হামার বাত শুনিয়েছে।

[প্রস্থান।

তুলসী। (স্বগতঃ) কে এই যুবক!
এ করুণার ছবি যেন দেখেছি কোথায়!
জ্ঞান হয়, ছদ্মবেশী দেবতা-কুমার
মম প্রাণ রক্ষা হেতু আসিয়া হেথায়,
সাধিল অদ্ভুত কার্য্য; সামান্য মানবে
সম্ভবে কি এ হেন শকতি?
(প্রকাশ্যে) কে তুমি ভাই, দেহ পরিচয়।
কোন্ মহাজন তুমি?

রত্নাবলী। পরিচয়ে কিবা প্রয়োজন?
রাম দাস হয় যেই জন
তার দাস আমি, নহি মহাজন।

(সর্দ্দার মতিয়াকে লইয়া প্রবেশ করিল)

সর্দ্দার। কাঁহা রে মতিয়া! হামার জীবনদাতা মহাপুরুষ কাঁহা রে?

রত্নাবলী। এই মহাপুরুষের কৃপায় বাবা—তুমি জীবন পেয়েছ।

সর্দ্দার। বাপ্, বেটাকো পরণাম লে। (উভয়ের তুলসীকে প্রণাম) আও বেটা, হামারা কোল্‌মে আও। (তুলসীকে আলিঙ্গন করিয়া) আঃ বড়িয়া আরাম।

তুলসী। (সর্দ্দারকে তুলিয়া)
আজ হতে পাপকর্ম্ম করি পরিহার
লোকালয়ে ভিক্ষা করি কর দোঁহে উদর পোষণ—
সতত শ্রীরাম নাম কর উচ্চারণ
নারায়ণ! তোমাদের হবেন সহায়।

সর্দ্দার। তু কোন্ দেবতা আছিস্ রে! আজ হামার বুকের আগুণ নিবিয়ে দিলি। আজ হামার সব বাঁধ ভাঙ্গিয়ে গেল রে, সব বাঁধ ভাঙ্গিয়ে গে'ল। কই এমন পিয়াস মিটান মিঠা বুলি, আউর কোই'ত বোলে'কনি। চল্ চল্ বেটা হামার কুঁড়িয়ামে চল্, হামি প্রাণ দিয়ে আজ ও চরণের পূজা কর্‌বে। (তুলসীর হস্ত ধারণ—সকলে গমনোদ্যত হইল)

তুলসী। (ভাবোন্মত্তভাবে)

একি লীলা তব লীলাময়!
বুঝিবারে নারি প্রভু
কোন্ কর্ম্মে কোন্ কার্য্য কর সম্পাদন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাল—সন্ধ্যা।

জনার্দ্দন দাসের বাটীস্থ মন্ত্রণাগৃহের সম্মুখ।

(কমলা)

কমলা। এক একবার ভাবি, যা করে করুক্; আর কিছু বল্‌বো না; আর ওর কোন কথায় থাকবো না, আর বৃথা চোখের জল ফেলবো না। কিন্তু, পোড়া প্রাণ তা' মানে কৈ? ভগবান্! আমার মত মেয়ে মানুষকে পাঠিয়েছিলে কেন? যার ব্যর্থ জীবনের করুণ ইতিহাস কেউ শোনে না, যার চোখের জল মোছাতে একখানি হাতও এগোয় না! আগুণে জ্বলে' পুড়ে ছারখার হ'লেও একটীবার কেউ চেয়ে দেখেনা।

(জনার্দ্দন দাসের প্রবেশ)

জনার্দ্দন। এখানেও তুমি? আমি যে একটু নিরালয়ে ব'সে মতলব্‌টা বেশ পাকিয়ে নেব—তা হবার যো নাই।

কমলা। কেন? বাবুর মতলব্ পাকানোটা কি আমি কাছে থাক্‌লে হ'তে পারে না?

জনার্দ্দন। না, স্ত্রীলোককে একদম্ বিশ্বাস কর্‌তে নেই। এই সে দিন কি কেলেঙ্কারিটা না কর্‌লে? তোমার জন্য জনসমাজে আমার মুখ দেখানো ভার হয়েছে।

কমলা। কি বল্লে? স্ত্রীলোককে বিশ্বাস কর্‌তে নেই? পুরুষ জাতির সুখের জন্যে যারা পিতা মাতার আদর, ভাই বোনের স্নেহ মমতা পরিত্যাগ ক'রে নিজের সুখ শান্তি বিসর্জ্জন দিয়ে, পরের ঘরে এসে, পরকে আপন কোরে নেয়, সেই স্ত্রীজাতি অবিশ্বাসিনী? তবে কি বিশ্বাস কর্‌তে হবে তাদের,—যারা নিজেদের স্বার্থ ও ভোগ বাসনা পরিতৃপ্তীর জন্যে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার আর প্রবলকে খাতির করে?

জনার্দ্দন। কে বলে তোমরা দুর্ব্বলা? কেবল পুরুষদের তীব্র কশাঘাতে অবলা হয়েচো। আর পুরুষদের জন্য তোমরা যে ত্যাগ স্বীকার কর্‌চো এটা বিধাতার নিয়মে; তোমাদের গর্ব্ব করবার কিছুই নেই! এই গাচ্-গাচ্‌ড়া উদ্ভিদ জাত্‌টা যেমন মানুষের ভোগের জন্য সৃষ্টি হয়েচে, ভগবানও তোমাদের তেম্‌নি পুরুষদের ভোগের নৈবেদ্য রূপে সৃষ্টি করেচেন।

কমলা। স্বামীন্! এত তুচ্ছভাব আমাদের। সত্যই কি নারী পুরুষের একমাত্র খেলার পুতুল? তা আর আশ্চর্য্য কি! স্বর্গের সুষমা না দেখে, নরকের বিভীষিকা দেখবার বাসনা যাদের, পবিত্র গঙ্গাজল ছেড়ে, সুরা-সলিলে যারা ভাস্‌তে চায়, তাদের মুখেই এ কথা শোভা পায়।

জনার্দ্দন। সাবধানে কথা কও কমলা! আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘট্‌চে। তুমি বড় বাড়াবাড়ি ক'রে তুলেচ দেখ্‌চি, এবার তোমায় আমি আর মাপ ক'রবো না। এখন আমার যা খুসী তা ক'রবো। (স্বগতঃ) মেয়েমানুষ যদি দু'খানা বই পড়্‌লে অমনি লেক্‌চার ঝাড়্‌তে চায়। যেমন রত্নাবলী। যদি লেখা পড়া না শিখ্‌তো তা হলে কি তার স্বামীকে তাড়াতে পার্‌তো।

কমলা। দুটো উচিত কথা বলেচি বোলে ধৈর্য্য হারাতে বোসেছো? তুমি কি মনে করেচ এইরূপ স্বেচ্ছা চারিতায় চির দিন কাটিয়ে দেবে? শোন স্বামিন্! রাজার উপরেও রাজা আছেন, বাদ্‌সারো বাদ্‌সা আছেন, সকলকেই তাঁর কাছে জবাব দিহি করুতে হবে। এখন আমি চল্‌লেম, কিন্তু জেনো তোমার পাপ কর্ম্মের অন্তরায় একমাত্র আমি।

(কমলার প্রস্থান ও সনাতনের প্রবেশ)

সনাতন। (স্বগতঃ) আজ দ্যাক্‌চি ঝাঁলের মাত্রা একটু চরা। কথা হইচে, মাগীও ঝ্যাঁল; মিন্সেও ঝ্যাঁল। কেউবা লঙ্কা কেউবা হুগনা মরিচ, কেউবা দারুচিনি কেউবা লবঙ্গ। আরে মাগি! বিষে বিষক্ষয় হয়, কণ্টকে—কণ্টক তোলা যায় ব'লে; ঝ্যাঁল খাইলা কি ঝাঁল যায়? কথা হই'চে; তেঁতুলের আচার ঐ ঝ্যাঁলের একমাত্র ঔষধ।

জনার্দ্দন। (সনাতনকে দেখিয়া) কিহে সিদ্ধান্ত বাগীশ! বাটীর খবর কি?

সনাতন। আজ্ঞে হুজুর! কথা হইচে উলুস্থুল।

জনার্দ্দন। লঙ্কাকাণ্ড ক'রে এসেছ নাকি?

সনাতন। ল্যার্জ খাইক্‌লা লঙ্কাকাণ্ডই অইত। কথা হইচে, হুজুর আমার বেটী কইবারে লাগে কিনা মুখপোরা। দিব্বি ঝক্‌ঝকে আপনার

দেখা গেল—এমন চাঁদের মত অকলঙ্ক শশ্রূহীন বদন—আমায় বলে কিনা মুখপোড়া ! (ক্রন্দন)

জনার্দ্দন। কেন হে ক'দিন ঘর ছাড়া হয়েছিলে ব'লে বুঝি ?

সনাতন। কথা হইছে হুজুর যা ভাবছেন ঠিক তাই।

জনার্দ্দন। মেয়েমানুষ জাতটাই মাঁছিরমতন দিনরাত ভ্যানর ভ্যানর ক'রে জ্বালাতন করে।

সনাতন। শুধু কি তাই—আবার, মশার মতন অলক্ষিতে উল ফুটাইয়া দেয়, ছারপোকার মতন রক্ত চুইষা খায়—আর পেত্নীর মতন গ্রাস কইরা খাইথা দেয়।

জনার্দ্দন। যাক্! সনাতন এই যে একটা শিকলি কাটা বনের পাখীকে এমন সুবিস্তৃত জাল পেতেও ধর্ত্তে পারলেম না, এ দুঃখ আমার মলেও যাবে না।

সনাতন। আজ্ঞে, ওসব পক্ষীর জাতিই আলাদা। ওরা ফাঁদে পরেও পরে না; জাল ছিঁড়েও পলায়ন করে। কথা হইচে, সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধাং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। যথা সর্ব্বস্ব একখানা পৈতৃক প্রাণ; সেই প্রাণখানা লইয়া প—এ আকার দেওয়া হইছে, এইটুকুই লাভ। হুজুর যে বাঘিনী পুষুচেন, তার আক্রমণে নিস্তার পায় কেডা ?

জনার্দ্দন। আচ্ছা এর প্রতিকার শীঘ্রই আমি কর্‌বো; এখন সে ছুঁড়ীটার কোন সংবাদ পেলে কি না ?

সনাতন। আজ্ঞে, পায়চি বৈকি কর্‌তা। নৃসিংহদাস বাবাজী তাকে নিজের আকড়ায় লুইকা রাখছে। শুনলাম কোন একটি নবীন নূতন বাবাজীর সঙ্গে শীঘ্রই তার কণ্ঠী বদল কইরা দেবা।

জনার্দ্দন। এ কথা সত্য !

সনাতন। নিশ্চয়ই! কথা হইচে আমি নিজের চোখে দেইখ্যা আস্‌ছি ইচ্ছা করেন ত' আপনিও এর তদন্ত করিতে পারেন।

জনার্দ্দন। বটে! এতদুর নেমকৃহারাম নৃসিংহ দাস! আমাদের খেয়ে যাদের তিন পুরুষ মানুষ হ'য়েচে, এমন টোল বাটী যাকে ক'রে দেওয়া হোয়েছে—সেই বেটাই এখন পেছনে লাগ্‌লো হে! তার ঘরে আগুণ লাগিয়ে দেবো—মাথা গোঁজবার জায়গা রাখবো না—তার জমি জমা সব বাজেয়াপ্ত করবো—নেড়া নেড়ীদের মাথা গুঁড়িয়ে দেবো, আর বুড়োর পাঁজ্‌রার হাড় ক-খানা চুর্ণবিচুর্ণ কর্‌বো ; তবে আমার নাম জনার্দ্দনদাস।

সনাতন। আজ্ঞে, কুমীরের সঙ্গে আড়ি কইরা কেডা জলে বাস করবারে পারে? হুজুর ত' আমাদের আলোচাল খেকো বামুন নহেন। বাদ্‌সার দরবারে নামজাদা একডা প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার। আপনার সাথে লাইগা, কথা হইচে জাতি সাপের ল্যাজ্‌ ধইরা টানা। তার উচিত ছিল সেই মেইয়াটাকে মাথায় ক'ইরা আপনাকার আলয়ে পৌছে দেওয়া; বিশেষতঃ দুর্ল্লভ রত্নের অধিকারী কেবলমাত্র রাজাই ত বঠেন।

জনার্দ্দন। এর উচিত ব্যবস্থা শীঘ্রই ক'র্‌বো। এখন এস মন্ত্রণা গৃহে এ বিষয় একটা জটীল পরামর্শ কর্‌তে হবে।

(উভয়ের সম্মুখস্থ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ)

তৃতীয় দৃশ্য।

কাল—মধ্যাহ্ন।

নিরঞ্জনের পর্ণকুটীর।

(অনুতপ্ত নিরঞ্জন)

নিরঞ্জন। পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ—ক'রে অভাবের তাড়নায়, কুসংসর্গে মিশে লোকালয় পরিত্যাগ—ক'রে নির্জ্জন বনভূমিতে দস্যুদলে প্রবেশ করেছিলাম; কত লোকের শোণিত শোষিনী যাতনা সঞ্চিত অর্থরাশি—অকাতরে কেড়ে নিয়েছি, কতশত লোকের বাড়াভাতে ছাই দিয়েছি, কত সতী সিমন্তিনীর সীথিরসিঁদুর মুছে দিয়েছি; ওহো! সে অতীত কাহিনী স্মরণে হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যায়। গুরু নারায়ণ! কেবল তোমার কৃপায় আজ এ হতভাগ্যের মোহের বন্ধন খুলে গেছে। বিষের পরিবর্ত্তে সুধার সন্ধান পেয়েছি; সূচিভেদ্য অন্ধকার পরিত্যাগ করে—শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে এসে দাঁড়িয়েচি। এ বিশ্বভূবনে এখন সকলই মধুর ব'লে বোধ হচ্চে! কই; এত তৃপ্তি, এত অনির্ব্বচনীয় শান্তি, জীবনে ত' কোনদিন পাইনি।

(মতিমালার প্রবেশ)

মতিমালা। অমন ক'রে বসে কি ভাব্‌ছ বাবা? অনেক বেলা হ'য়ে গেছে খাবে চল।

নিরঞ্জন। মতিমালা! মা আমার আজ দুদিন উপবাসের পর ভিক্ষায় যা লাভ হয়েচে, তাতে একজনের উদর পূরণ হ'তে পারে; যাও মা!

তুমি খাওগে! গুরুর নামে ক্ষুধা তৃষ্ণা আমায় আর বড় একটা বিচলিত করতে পারে না। তুমি যে আমার তুদিন উপবাসে রয়েচ!

মতিমালা। বাবা! এতে আমার কোন কষ্ট হয়নি। সে পাপ উপার্জ্জিত অর্থে ক্ষুন্নিবৃত্তি করার চেয়ে—না খেতে পেয়ে মরা, বড়ই আনন্দের। দৃষ্টান্তরূপে তুমিই ত' সেই পাপ উপার্জ্জিত প্রভুত ধনরাশি স্বেচ্ছায় দরিদ্রদের দান করে এসেচ। নারায়ণের ইচ্ছাই সব বাবা! তাঁর ইচ্ছায় আমরা সৎপথে এসে দাঁড়িয়েচি—তিনি খেতে দেন খাব—না হয় তাঁর নাম নিয়ে পড়ে থাক্‌বো। এখন খাবে চল, সেই মুষ্টীমেয় তণ্ডুলকণা; আমাদের উভয়ের পক্ষে যথেষ্ট হবে।

নিরঞ্জন। (স্বগতঃ) মতিমালা কি আমার মেয়ে! যার বাপ নৃসিংশ দস্যু, সে এমন কোমল হৃদয়া। যার বাপ অভাবের সঙ্গে যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত দেহ, যে সামান্য একটা কশাঘাত সহ্য করতে পারেনি—সেই যুদ্ধে বিজয়িনী সহিষ্ণুতার নিখুত ছবি তার কন্যা? (প্রকাশ্যে) মা! তোমার মত রত্ন যার গৃহে তার আবার অভাব কিসের? (পদশব্দ পাইয়া) কে একজন অতিথী বোধ হয় এদিকে আসচে, আমি একটু এগিয়ে দেখি।

(বিজয়লালের প্রবেশ)

বিজয়। (স্বগতঃ) তুলসীরে বহুস্থানে করিনু সন্ধান,
প্রান্তরে—প্রান্তরে, নদী তীরে
প্রতি গ্রামে—প্রতি গৃহে,
কোথাও না মিলিল তাঁহারে।
ভাই রে, তুলসী!
দিবানিশি তোর লাগি করিছে রোদন
গুরুদেব, গুরুপত্নী, আত্মীয় স্বজন;

শূন্য চতুষ্পাঠী গৃহে বিরাজিছে বিষাদের ছবি
চণ্ডিকা মণ্ডপ যথা দশমী নিশায় ।
একবার আসি দাও দরশন ; আর না চলিতে পারি ;
অনাহারে অনিদ্রায় শরীর দুর্ব্বল ।
যাই ওই কুটীর মাঝারে ;
দেখি পাই কিনা আহার্য্য কিঞ্চিৎ ।

(অগ্রসর হইয়া নিরঞ্জনের প্রতি)

মহাশয় ! আসিয়াছি বহুদূর হ'তে
ক্ষুধার্ত্ত অতিথী আমি ; অসুবিধা নাহি
হয় যদি, কর বিপ্র, অতিথী সৎকার ।

নিরঞ্জন । অসুবিধা—কিসে অসুবিধা হবে ?
বিধির কৃপায় বহুদিন পরে
মিলিয়াছে দীনের দুয়ারে
ক্ষুধার্ত্ত অতিথী, বহু ভাগ্যফলে
এ হেন সুবিধা ঘটে গৃহীর আশ্রমে !
আসুন ! আসুন ! আর্ত্ত নারায়ণ,
কৃতার্থ করুন দীনে !

(মতিমালার প্রতি)

যাও মা, সুশীতল বারি আনয়ন ক'রে
এই নরনারায়ণের পদপ্রক্ষালন ক'রে দাও ।

(অতিথীর প্রতি)

চলুন ! চলুন ! গৃহাভ্যন্তরে চলুন !

মতিমালা । আসুন ! আসুন ! অতিথী দেবতা !

(মতিমালা ও অতিথীর বাটীর মধ্যে প্রবেশ)

নিরঞ্জন। আজ আমার কি সৌভাগ্য! আমার মত মহা পাপীর গৃহে অতিথী? নারায়ণ! যথার্থই তুমি পতিতপাবন—পাপীর প্রতি তেমোর অশেষ করুনা। দে'খ প্রভু! আজ যেন জীবনপণে অতিথী নারায়ণের সন্তোষ বিধান কর্‌তে পারি। [প্রস্থান।

(মতিমালার পুনঃ প্রবেশ)

মতিমালা। কে এ অতিথী? এঁকে দেখে আমার সেই প্রেমের ঠাকুরকে মনে পড়চে। (তুলসীকে উদ্দেশ্য করিয়া) ওগো! আবার কতদিনে তোমার দেখা পাব? এস দেবতা! মন্দাকিনীর শিকর সিক্ত—নন্দন বনজাত পরিজাতের সৌরভে—দিক্ আমোদিত ক'রে—অমৃতের কমণ্ডলু করে এ মুমুর্ষকে সঞ্জিবীত কর্‌তে এস। প্রেমময় তুমি! প্রেমিকের প্রাণের প্রার্থনা ত' তেমার কাছে বিফল হয় না। তবে কেন নিদয় নাথ! আমি যে প্রথম দর্শনেই তেমার শ্রীচরণে জীবন যৌবন সমর্পণ করেছি। তোমার দর্শন আশায়, অনিমিষ নয়নে এমন করে পথের ধারে আর কতদিন দাঁড়িয়ে থাক্‌বো।

(নিরঞ্জন ও বিজয়লালের পুনঃ প্রবেশ)

বিজয়। মহাভাগ! পরিপূর্ণ উদর আমার,
হেন তৃপ্তি কোন দিন হয় নাই মম।
লভিতে বিশ্রাম এবে চাই ক্ষণকাল।

নিরঞ্জন। যাও হে অতিথী দেব!
পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে
আছে শয্যা সুসজ্জিত
লভগে বিশ্রাম।

(পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে অতিথীর গমন ও প্রেমানন্দের প্রবেশ)

নিরঞ্জন। (প্রেমানন্দের প্রতি) আসুন! আসুন! আজ আপনার পদধুলি স্পর্শে দীনের কুঠীর পবিত্র হ'লো।

মতিয়া। প্রেমা কাকা! এতদিন আমাদের ভুলে কোথায় ছিলে?

প্রেমানন্দ। ভুলিনি মা! তোদের ভাবনাই আমায় কাতর করেচে। আচ্ছা: নিরঞ্জন! তোমার মেয়েও দেখ্‌চি—অতি অল্পদিনে এ দেশের কথা আয়ত্তাধিন কোরেচে।

নিরঞ্জন। দেব! পাপ স্মৃতির বিন্দুমাত্র প্রাণে রাখা উচিত নয়। আমি এতদিন ধরা পড়বার ভয়েই আমার জাতীয় ভাষা বিস্মরণ হয়েছিলাম; আর মতিমালা জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ীদের কথা শিখেছিল। এখন বলুন আমার গুরুদেবের সংবাদ কি?

প্রেমানন্দ। আমি দূর হ'তে সব দেখেছি নিরঞ্জন! এখন তুমি যথার্থই হরি প্রেমের অধিকারী—দেবতার চেয়েও শ্রেষ্ঠ। নচেৎ তোমার চোখের সামনে কন্যার অনশন—ক্লিষ্টমুখ দর্শনে বিন্দুমাত্র কাতর না হয়ে, তোমাদের মুখের গ্রাস দিয়ে অতিথীর তৃপ্তিসাধন কোরেছ। এই নাও ভাই! নারায়ণের প্রসাদ এনেছি, অগ্রে তোমরা পিতা পুত্রীতে ভক্ষণ ক'রে তৃপ্ত হও, তার পর আমি তোমার গুরু তুলসী ঠাকুরের সংবাদ ব'ল্‌বো। (ফল মূল মিষ্টান্নাদি প্রদান) আর যিনি তোমার গৃহে আজ অতিথী হোয়েছেন উনিও তুলসী ঠাকুরের একজন প্রধান সহপাঠী।

নিরঞ্জন। নারায়ণ! এতদিনে কি মুখতুলে চাইলে প্রভু!

মতিয়া। চল বাবা; চল প্রেমা কাকা; আমরা সকলে মিলে ঐ মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিগে চল! আজ আমাদের বড়ই আনন্দের দিন।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কাল—পূর্ব্বাহ্ন।

দরবার গৃহ।

(অমাত্যবৃন্দপরি-বেষ্টিত স্বর্ণখচিত সিংহাসনে উপবিষ্ট সুবাদার সম্মুখে দেবদাস, ওমরআলি, ওয়াপেদআলি দণ্ডায়মান)

নর্ত্তকীগণ গীত গাইতেছে।

গীত।

ফুল্ল রজনী, ফুল্ল ধরণী, ফুল্ল কুসুম প্রাণ ;
আবেশে বিভোরা প্রেমে মাতোয়ারা প্রকৃতি ধরিছে তান ;
ফুল্ল কুসম বিতরে গন্ধ ফুল্ল পরাণে ধরিয়া ছন্দ
সান্ধ্য সমীরে বহিয়া মন্দ গাহিছে মিলন গান !
স্বর্গ সুষমা উঠিছে ফুটিয়া প্রেম পরাগ অঙ্গে মাখিয়া
শান্তি সরসী ফুল্ল নলিনী মোহিছে ভ্রমরা প্রাণ ॥

সুবাদার। বহুত আচ্ছা! বহুত আচ্ছা! তোমাদের বাংলা গানই আমার বেশ ভাল লাগে ; বাংলা সঙ্গীতই আমি খুব পছন্দ করি ; আচ্ছা, তোমরা এখন যেতে পার।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

ওমর। জাহাঁপনা! এ দাস বহুকাল সম্রাটের নিমক্ খেয়েছে। সুবাদারের কাজে আমার চুল পেকেছে, ললাট তরবারি ক্ষত হয়েছে। গোলামের কিঞ্চিৎ আবেদন আছে।

সুবাদার। ওমরআলি! তুমি আমাদের প্রধান অনুচর ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। তোমার এমন কি প্রার্থনা আছে যা' আমাদের অদেয়?

ওমর। (কুর্নিশ করিয়া) জাহাঁপনা! বাংলা দেশের যে সব পরাক্রান্ত জমিদার আমাদের যুদ্ধে সাহায্য ক'রে সুবাদারের প্রীতিভাজন হয়েছেন, জমিদার অমরেন্দ্র সিংহ তাঁদের অন্যতম।

সুবাদার। হাঁ, সেই হিন্দুর নাম শুনেছি, পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধে আমাদের সাহায্য করেছিল।

ওমর। জাহাঁপনা! এ দাস যখন উড়িষ্যায় যুদ্ধে গিয়েছিল, তখন তাঁর রাজভক্তি ও বীরত্ব দেখে আমি ও মুগ্ধ হয়েছিলাম।

সুবাদার। কাফেরের প্রশংসার মাত্রাটা বড়ই চড়াচ্চ, ওমর আলি! আসল কথাটা কি?

ওমর। খোদাবন্দ! অমরেন্দ্র সিংহের পরলোক প্রাপ্তি হ'য়েছে। তাঁর কৃত একটা উইলের সর্ত্তানুসারে শ্রীমতি মতিমালা দেবী সেই সম্পত্তির অধিকারিণী। কিন্তু জনার্দ্দন দাস নামে এক ব্যক্তি কানুনগোকে ঘুস্ দিয়ে জাহাঁপনার দরবারে নিজের নাম জারি ক'রে সেই সম্পত্তি ভোগ দখল করছে।

সুবাদার। সে উইল কোথায়?

(দেবদাস কুর্নিশ করিয়া উইলখানি প্রদান করিলেন)

এ আদমি কে?

ওমর। এ ব্যক্তি তুলসী দাস গোস্বামীর প্রিয় বন্ধু, নৃসিংহ দাস দ্বিবেদীর একজন অনুগত শিষ্য; বাদী পক্ষের আম্ মোক্তার।

সুবাদার। উইল পাঠ কর।

ওমর। (উইল পাঠ) ঈশ্বরেচ্ছায় বা কর্ম্মফলে আমি নিঃসন্তান। সম্প্রতি আমার পত্নী আমাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া চিরশান্তি নিকেতনে প্রস্থান করিয়াছেন। সুতরাং সংসারে তাদৃশ আশক্তি না থাকায় ৺বারাণসী ধামে বাসের সংকল্প করিয়া অদ্য সজ্ঞানে, সুস্থ শরীরে সরলান্তঃকরণে, মদীয় সম্পত্তি যাহা দিল্লীশ্বর বাদ্‌সাহ আকবরের বেহার প্রদেশীয় মহামহিমান্বিত প্রবল প্রতাপ সুবাদার সাহেবের এলাকাধীনে আড়া পরগণার জমিদারী, যাহা আমার ভোগ দখলে আছে, আমার অবর্ত্তমানে মদীয় গুরুপৌত্রী মাতৃপিতৃহীনা পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা শ্রীমতী মতিমালা দেবীর নামে উইল করিলাম। ইহাতে আমার জ্ঞাতি বা কুটুম্বগণের কোন স্বত্বই রহিল না।

ওয়াজেদ। এ বান্দার গোস্তাকি মাফ হোক্, জাহাঁপনা! আমি এর জেরা কচ্ছি। আচ্ছা, জনার্দ্দন দাস এ সম্পত্তি কি করে ভোগ দখল ক'চ্ছে?

ওমর। উত্তর দাও, দেবদাস।

দেবদাস। খোদবন্দ! ৺হরদয়াল দাস অমরেন্দ্র সিংহের দেওয়ান ছিলেন, তদীয় মৃত্যুর পর জনার্দ্দন দাস ঐ পদ পান।

ওমর। জাহাঁপনা!

সুবাদার। শুন্‌তে দাও, শুন্‌তে দাও।

দেবদাস। মাতৃপিতৃহীনা মতিমালা নিরঞ্জন ত্রিবেদীর পত্নীর কাছে পালিতা হ'তে থাকে। অভাবের তাড়নায় পত্নীর মৃত্যুর পর ঐ অনাথা

বালিকাকে নিয়ে নিরঞ্জন সুদূর পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়ন করেন, আজ ৭।৮ বৎসর পরে আবার ফিরে এসেছেন। তিনি উপস্থিত এক পর্ণকুটীরে বাস করচেন্।

সুবাদার। নিরঞ্জনের পালিতা কন্যা মতিমালার এই জমিদারী থাকতে—নিরঞ্জন কিসের অভাবে প'ড়েছিল ?

দেবদাস। জাহাঁপনা! জনার্দ্দন দাস তখন নিজ নাম জারি করেছিল এবং উইলখানিও কৌশলে হস্তগত ক'রেছিল। বিশেষতঃ এই উইলের কথা জনার্দ্দন দাস ভিন্ন অপর কেউ জানতে পারেনি। পাপ কভু গোপনে থাকে না; ঈশ্বরের ইচ্ছায় উপস্থিত ঐ উইলখানি আমার হস্তগত হ'য়েচে।

সুবাদার। ওয়াজেদ! তুমি এ সম্বন্ধে কিছু জান ?

ওয়াজেদ। জাহাঁপনা! এতদিন বাংলার যুদ্ধে এ বান্দা নিযুক্ত থাকায় কোন বিষয়েরি অনুসন্ধানের অবসর ঘটেনি।

সুবাদার। সত্বর জনার্দ্দন দাসকে খবর পাঠাও, একপক্ষ পরে উভয় পক্ষের প্রমাণ ও সাক্ষীর তলব ক'রে পুনর্ব্বিচার হবে। জনার্দ্দন দাস বিশ্বাসঘাতক, শয়তান; তার অপরাধ অমার্জ্জনীয়। তার নামে শমন জারি ক'র।

ওয়াজেদ। সাহনসার হুকুম, গোলামের শিরোধার্য্য।

সুবাদার। এখন সভা ভঙ্গ হোক্।

[সকলের প্রস্থান।

প্রথম দৃশ্য।

কাল—রাত্রি।

টোল বাটীর সম্মুখস্থ চত্বর।

(নৃসিংহ দাস বাবাজী ও নারায়ণ)

নারায়ণ। রমণীর প্রেমপাশ করিয়া ছেদন;
পরিহরি আত্মীয় স্বজন,
পরিহরি জননীর স্নেহ, ভালবাসা
তুলসী গিয়াছে চলি ইষ্ট সাধনায়।
কেন হায়; হেন বুদ্ধি হইল তাহার!
ত্যজিলে সংসার শুধু, মিলে কি ঈশ্বর?

নৃসিংহ। না বৎস!
নির্জ্জন প্রান্তরে, বনে বনান্তরে
আছে জেনো তাড়না মায়ার!
এ সংসার সাধকের মহা তীর্থভূমি।
যার রক্তে লভিয়া জনম,
যাঁর অঙ্কে চির স্নেহে হইয়া লালিত
ধায় নর উন্নতির পথে, সেই শিক্ষা ক্ষেত্র
কর্ম্মক্ষেত্র সুপবিত্র মহান্ সংসারে,
প্রেমময় বিশ্বপিতা ক'রেছেন দান

পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, আত্মীয় স্বজন।
যাহাদের পাশে শিখি ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্নেহ, ভালবাসা
মহা প্রেম পারাবারে মিশিবারে পারে নর।
কিন্তু বৎস! কর্ম্মবশে
সুতীব্র বৈরাগ্য যার হয় সমুদিত
সেই জন নাহি মানে মানা;
শাস্ত্রবিধি নিষেধের গণ্ডি অতিক্রমি
ধায় বেগে প্রেমের সন্ধানে;
চৈতন্য, শঙ্করাচার্য্য, বুদ্ধদেব আদি
দেখ তার দৃষ্টান্ত সুন্দর।
তুলসী'র হৃদি কুণ্ড মাঝে
বৈরাগ্য অনল ছিল ভস্ম চাপা এত দিন।
প্রেমময়ী রত্নাবলী দিল উড়াইয়া
ভর্ৎসনা ফুৎকারে তার ভস্মস্ত প যত;
জ্বলিল প্রবল বহ্নি; থাকিতে নারিল আর;
ধাইল ভাবুকবর ভাব সাধনায়।

নারায়ণ। তাই ভাবি গুরুদেব!
সাংখ্য, পাতাঞ্জল, তর্ক, মীমাংসা, পুরাণ,
বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র করি অধ্যয়ন
এ হেন বয়সে যেই জ্ঞানরত্নরাজি আহরিল
কেন তার এতদুর মায়ার বন্ধন?
পত্নীসহ দিবারাতি প্রেমালাপে মাতি
না জ্বালিত বাতি তমঃ পূর্ণ হৃদয়মন্দিরে,

সহসা এমন বাতি জ্বালিল তুলসী !
একদিন সেই উজ্জ্বল আলোকে
সমগ্র "বেহার" ভূমি হবে আলোকিত।

নৃসিংহ। কিন্তু বৎস !
চিত্ত বড় হয়েছে চঞ্চল
প্রাণাধিক তুলসী বিহনে !
সন্ধানে তাহার প্রেরিয়াছি বহুজনে,
একে একে গত বহু দিন
না মিলিল কুশল বারতা তার।
বিলম্ব না সহে আর।
শুন বৎস ! যাত্রার কর আয়োজন ;
কল্য প্রাতে মোরা দোঁহে বাহিরিব তুলসি সন্ধানে॥
একবার পেলে তার দেখা
আর না ফিরিব গৃহে ;
রব সেই সাধু সহবাসে
সাধকের কর্ম্মে আত্ম নিয়োজিয়া।
নেহারিয়া পরাণ জুড়াব
পবিত্র সে প্রেম পারাবারে,
উঠে অনিবার—কত রঙ্গে উদ্বেলিত তরঙ্গের মালা
বিপ্লবিতে এ বিশ্ব ভুবন।

(নৃসিংহ দাসের জনৈক শিষ্যের দ্রুত প্রবেশ)

শিষ্য। বাবাজী ! বাবাজী ! সর্ব্বনাশ হল ! সর্ব্বনাশ হ'ল ! ঐ দেখুন আপনার ঘরদোর সব পুড়ে গেল ! কি ভীষণ অনল ! কি ভীষণ অনল !

সহসা পটপরিবর্ত্তন।

জলন্ত গৃহ।

নৃসিংহ। (উন্মত্তভাবে) হায়, হায়! সব ভস্ম হ'য়ে গেল! সব ভস্ম হ'য়ে গেল! ওরে ঐ ঘরে যে আমার উপাস্য দেবতা নারায়ণ রয়েছেন, আমি কি উপায়ে তাঁকে রক্ষা করি। (প্রস্থান উদ্যত)

(জনার্দ্দন বাবুর কতিপয় সহচর সহ
সনাতনের প্রবেশ)

সনাতন। (নৃসিংহ দাসের প্রতি) যেমন জনারদন বাবুর অন্তরে আগুণ লাগাইয়া দিইচ, সেইরূপ প্রচণ্ড অনলে এখন নিজে জ্বইলে পুইড়া ম'র। আমরা আমাদের কাজ হাঁসিল কইরা যাতেছি।

[দ্রুত প্রস্থান।

(নৃসিংহ দাসের জনৈক ভৃত্যের
বেগে প্রবেশ)

ভৃত্য। বাবা ঠাকুর! বাবা ঠাকুর! মা ঠাক্‌রুণকে কোন গতিকে প্রাণে বাঁচিয়েচি, কিন্তু ঐ আগুণের ভেতর থেকে আপনার একমাত্র শিশু সন্তানকে বাঁচাতে পাল্লুম না। (ক্রন্দন)

নৃসিংহ। গেছে পুত্র যাক্! আমার অস্তিত্ব লোপ হ'ক্, কিন্তু ঐ আগুনের ভিতর থেকে আমার নারায়ণকে বাঁচান চাই। নারায়ণ! নারায়ণ! বাবা আমার—(অনলে ঝম্প প্রদান)

নারায়ণ। কি ভীষণ প্রজ্জ্বলিত অনল! যেন অগ্নিদেব রুদ্র মূর্ত্তিতে শত শত লেলিহান্ জিহ্বা বিস্তার ক'রে জগৎকে গ্রাস ক'র্‌তে উদ্যত। কি হবে! কি হবে! কি উপায়ে গুরুদেবকে রক্ষা করি?

(বেগে দেবদাসের প্রবেশ)

দেবদাস। কোন চিন্তা নাই ভাই! আমি গুরুদেবকে উদ্ধার করব। জয় গুরু! শ্রীগুরু! (অনলে ঝম্প প্রদান ও ক্ষণকাল পরে নৃসিংহ দাস বাবাজীকে স্কন্ধে করিয়া অক্ষত শরীরে অনল হইতে বহির্গত হইয়া) গুরুদেব! গুরুদেব! আপনার কৃপায় আমি অক্ষত শরীরে ফিরে এসেছি, অনল আমার কেশাগ্রও স্পর্শ ক'রতে পারেনি। জয় গুরু নারায়ণ! ধন্য আপনার নামের অনন্ত মহিমা। (প্রণাম করিলেন)

নৃসিংহ। (মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া) বাবা, আজ তোমার জন্য আমি আমার নারায়ণকে রক্ষা ক'রতে পেরেচি। আশীর্ব্বাদ করি তোমার গুরুভক্তি জগতের মধ্যে মহান্ আদর্শ লাভ করুক্। (বিচলিত ভাবে) ঐ—ঐ—পুত্র শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর করুণ আর্ত্তনাদ শুন্‌তে পাওয়া যাচ্চে, চল, চল, তাকে সান্ত্বনা করিগে।

[সকলের বেগে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কাল—প্রভাত।

(নিরঞ্জন দাসের পর্ণকুটীরের সম্মুখ—
মতিমালা গীত গাহিতেছেন)

গীত।

মম মুগ্ধ কুঞ্জ হৃদয় মাঝারে
কে তুমি মধুর হাসিছ গো॥
মম তৃষিত অন্তর শীতল করিয়া
কে তুমি মধুর রাজিছ গো॥
কে তুমি বাজাও মধুর বাঁশরী
আবেগে পুলকে উদাস করি
কে তুমি গো মম মন প্রাণ হরি
অমরার সুধা ঢালিছ গো॥

এতদিনে তোমার সন্ধান পেয়েছি প্রভু! শুনেছি তুমি বারাণসী ধামে বাহ্যজ্ঞান শূন্য অবস্থায়, রাম নামে বিভোর হ'য়ে বেড়াচ্চ। যাও নাথ! যাও স্বামিন্! জগতের হিতে কর্ম্মস্রোতে ভেসে যাও। তোমার মনোমোহন মূর্ত্তি আমার অন্তরাসনে চিরদিন বিরাজ করুক—আমি ঐ প্রেমের অনন্তবারিধি লক্ষ্য ক'রে—অন্তঃশীলা ফল্গুর মত মন্থর গতিতে প্রবাহিত হয়ে যাই।

(নেপথ্যে নিরঞ্জন) মতিমালা ! মতিমালা !

মতিমালা। কেন বাবা ?

(নিরঞ্জন দাসের প্রবেশ)

নিরঞ্জন। মতিমালা মা আমার! আমার অনুরোধ রাখ্। বিবাহে সম্মতি দে' !

মতিমালা। না, বাবা ! আমি বিবাহ ক'র্‌বনা।

নিরঞ্জন। পাগ্‌লী মেয়ে, এমন কথা কি বল্‌তে আছে। তুই যে আমার পায়ের বেড়ী, তোর একটা কিনারা না হ'লে আমি যে, সংসার ছেড়ে কোথাও যেতে পার্‌চি না।

মতিমালা। বাবা ! সেই বিশ্বপতিই ত' সকলের পতি; কেন বৃথা তুচ্ছ পতি পত্নী সম্বন্ধে আমায় ক্ষুদ্র গণ্ডীমাঝে আবদ্ধ ক'র্‌তে চাইচ। ভেবে দেখ দেখি বাবা ! কে কার পতি, কেবা কার পিতা মাতা ?

নিরঞ্জন। মা ! গৃহাশ্রমে থেকে সামাজিক নিয়ম পালন করাই একান্ত কর্ত্তব্য।

মতিমালা। বাবা ! গৃহাশ্রমে থেকে সন্ন্যাসধর্ম্ম কি পালন করা যায় না ? আমায় দেশের ও দশের সেবায় দান কর বাবা ! তোমার পায়ে ধরি, এ স্বাধিনতা থেকে আমায় বঞ্চিত ক'রনা।

নির। মা আমার! কি দুঃখে এই বালিকা বয়সে সন্ন্যাসিনী সাজবি ?

মতিমালা। দুঃখ কি বাবা ! যে ব্রত ধারণে, সুখ দুঃখ ভোগ বিলাসিতা থাকে না, যে ব্রত ধারণে—মানব বিশ্ব—বিজয়িনী শক্তি লাভ করে; এমন কি মৃত্যুকেও পরাস্ত করে, আজ আমি গুরুর কৃপায় সেই মহাব্রত সাধনার পথে এসে দাঁড়িয়েছি; গুরুই আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন।

নিরঞ্জন। আর আমি তোর স্বাধিনতায় বাধা দেব'না। গুরুর যা ইচ্ছা তাই হ'ক্ ; আমি তোকে জগৎগুরুর শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করলুম।

(দেবদাসের প্রবেশ)

দেবদাস। আমায় ডেকেচেন কাকা!

নিরঞ্জন। এস বাবা এস! মতিমালা আমার কি বল্‌চে শুনেচ ?

মতিমালা। (দেবদাসের প্রতি) দাদা, আপনার কৃপায় আজ আমি অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী হ'য়েচি। কিন্তু এর বিনিময়ে সুবাদার সাহেবের নিকট হ'তে, জনার্দ্দন বাবু এক কঠোর দণ্ডের আদেশ লাভ ক'রেছেন। আমি রাজরাণী হব'—আর তিনি প্রহরী বেষ্টীত অন্ধকারময় কারাগৃহে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ কর্‌বেন, চোখের সাম্‌নে এ বিষদৃশ্য আমি দেখ্‌তে পার্‌ব' না।

দেবদাস। কেন ভগ্নি! প্রতারকের উপযুক্ত দণ্ড হবে—তার জন্য আর দুঃখ কি ? শিষ্টের পালন আর দুষ্টের দমন এই ত' রাজধর্ম্ম।

মতিমালা। ক্ষমা, দয়া, এও যে প্রধান রাজধর্ম্ম ভাই! তুমি যাও সুবাদার সাহেবের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন জানাও গে, তিনি যেন জনার্দ্দন বাবুকে ক্ষমা করেন।

দেবদাস। তিনি যদি ক্ষমা না করেন ?

মতিমালা। তা হ'লে তাঁকে জানিও, ওরূপ বিষয়ের প্রত্যাশীনী আমি নয়।

দেবদাস। যদি তিনি ক্ষমাই করেন—তবে জনার্দ্দনের প্রতি কিরূপ ব্যবস্থা করা হবে ?

মতিমালা। জনার্দ্দন বাবু যতদিন বাঁচ্‌বেন ততদিন তিনি ঐ সম্পত্তির মালিক হ'য়ে থাকবেন, তাঁর অবর্ত্তমানে আমি দরিদ্র নারায়ণের

সেবায় ঐ সম্পত্তি গুরুদেবের নামে উৎসর্গ কর্‌বো। আর যাঁর বিষয় তিনিই রক্ষা কর্‌বেন, ও বিষয়ে আমাদের ভাব্‌বার দরকার নেই।

দেবদাস। (স্বগতঃ) ধন্য রমণী! ঈশ্বরের অপূর্ব্ব সৃজন। যে কালসর্প তার শতফণা বিস্তার ক'রে—অহরাত্র তোমায় দংশন ক'র্‌চে, তুমি সাদরে তাকে স্বর্গের সুধা দান করে পরিপুষ্ট ক'র্‌চ—যে তোমার হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত ক'র্‌তে তার, কঠোর কুলিশ হস্ত বিস্তার ক'রেচে—তুমি মৃত্যু-পণেও তাকে বুকে ক'রে রাখচ'। যদি ক্ষমা, দয়া, দাক্ষিণ্য শিখ্‌তে চাও, তবে সারল্যের প্রতি মূর্ত্তি, স্নেহ স্বরূপিণী এই রমণী চরিত্র নিবিষ্ট চিত্তে দর্শন কর। (প্রকাশ্যে) দিদি, আমি চল্‌লেম জীবনপণ কোরেও জনার্দ্দন বাবুকে রক্ষা করব'। [প্রস্থান।

নিরঞ্জন। কি বল্‌লি মা! বিষয় দান কর্‌বি।

মতিমালা। বাবা! তুমিই ত' ব'লেচ, বিষয় বৈভব এসব পরমার্থ পথের একমাত্র কণ্টক।

নিরঞ্জন। (স্বগতঃ) মতি, আমার শাপভ্রষ্টা দেবী! মাকে দেখ্‌লে আমার মনে হয়, মা যেন জগদ্ধাত্রীরূপিণী—দেশ—মাতৃকা মূর্ত্তিতে তাঁর অনাথ সন্তানদের জন্য অবতীর্ণা হ'য়েচেন। (প্রকাশ্যে) মা! গত কল্য প্রত্যুষে আমি গুরুদেবের দরশন মানসে বারাণসীধামে যাত্রা ক'র্‌বো।

মতিমালা। আমিও যাব বাবা।

নিরঞ্জন। যাবে বৈ কি মা! সব'ই সময় সাপেক্ষ। গুরুর একান্ত ইচ্ছা হ'লে, তখন আর কেউ ধরে রাখ্‌তে পার্‌বে না। এখন যাই, অনেক বেলা হ'লো, স্নান, আহ্নিক সমাপণ করিগে।

মতিমালা। চল বাবা! আমিও যাই। [উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

উজ্জ্বল—প্রভাত।

কাশীর শেষ প্রান্তস্থিত বদরি বৃক্ষতল।

ভৃঙ্গার হস্তে তুলসী।

তুলসী। মুক্ত আমি কারাগৃহ হ'তে!
গেছে মাতা, গেছে পত্নী, আত্মীয় স্বজন,
ঘুচিয়াছে মমতা বন্ধন; শ্রবণে পশেনা এবে
সংসারের জ্বালাময় তীব্র কোলাহল;
ত্যজিয়া গরল—
পবিত্র পীযুষপানে বাসনা প্রবল।
সেই হেতু এই কাশী ধামে
আসিতেছিলাম গুরুর সন্ধান আশে;
কিন্তু পথিমাঝে, নিবিড় কাননে
দস্যুকরে বন্দি হ'য়ে রহি' কিছু কাল,
হইলাম উপনীত করালী মন্দিরে—
বলিরূপে অমাবস্যা গভীর নিশায়।
অকস্মাৎ কোথা আসি এক ক্ষত্রিয়কুমার,
হৈমবতী সুত যথা কার্ত্তিকের বলী
দলিয়া দানব দলে নাশিয়া দুর্গতি
নিমিষে চলিয়া গেল জানিনা কোথায়।

একবার যেন ব'লেছিল মোরে
এই কাশীধামে হইবে সাক্ষাৎ ;
এই ধামে দিবে তার সত্য পরিচয় ।
নাহি জানি কেবা সেই দস্যুরনন্দিনী
প্রেমের নিখুঁত ছবি ; মনে হয় যেন,
প্রেম পারাবার মথি, পবিত্র পীযূষে
গড়িলা এ হেন মূর্ত্তি নির্জ্জনে বিধাতা ;
দয়াময় ; প্রেমময় তুমি—
প্রেমশিক্ষা দিতে প্রভো ; পাঠালে প্রথমে নারী ;
কিংবা নাথ ; তুমিই সকলি !
ঐ যে উঠিছে ধীরে দেব অংশুমালী
নবীন তপস্বী সম পূর্ণ তেজোময়,
করি' বিশ্ব সুরঞ্জিত কনকচ্ছটায় ।
এ তোমারি তেজমূর্ত্তি ; তব প্রেমগীতি
করিছ প্রচার তুমিই আপনি দেব !
তুমিই আপনি—
তুঙ্গ-গিরিশৃঙ্গ হ'তে বেগে বাহিরিয়া
প্রেমের তরল মূর্ত্তি করিয়া ধারণ
তোমারি প্রেমের লীলা কর প্রকটন ।
এই যে বিটপি হেথা আছে দাঁড়াইয়া—
করিতেছে প্রেমের সাধনা ;
তা' না হ'লে আশ্রিত পথিকে
আশ্রয় দিতেছ কেন ? কেনই বা

ফলগুলি ছড়াইছে অতিথি সেবায় ?
ত্যাগের সাধনা বিনা প্রেমের ঠাকুরে
করে নাই লাভ কেহ এ মহীমণ্ডলে।
ভগবান! কতদিনে হব ভাগ্যবান্!
পেয়ে তোমাধ'নে কতদিনে সর্ব্বত্যাগী হব ?

(সাহসা বদরিবৃক্ষ ভেদ করিয়া প্রেতের আবির্ভাব)

প্রেত। মল-মূত্র ভোজী ঘৃণ্য প্রেত আমি।
এত দিন এই বৃক্ষে করিনু বসতি;
ভুঞ্জিলাম দারুণ যাতনা;
পূর্ব্ব জন্ম কর্ম্মফলে প্রেতমূর্ত্তি মম।
তব দন্ত শৌচজল নিত্য পান করি
মিটায়েছি প্রবল পিপাসা।

তুলসী। একি প্রেত ? কুৎসিৎ মুরতি ?
কে করিল এ হেন দুর্দ্দশা তব ?
কোন্ পাপে প্রেতত্ব লভিলে ?

প্রেত। ভক্তবর! ছিল ঘর সুরপুর গ্রামে;
শোণিত-শোষিণী নানা যাতনা সহিয়া
করিনু সঞ্চয় ধন। কিন্তু কোন জন
আকিঞ্চন করিলে কখন
ভৎ‍র্সনা করিয়া তারে দিয়েছি বেদনা,
দান কিম্বা পুণ্যে মোর ছিলনা কামনা।
ছিলাম অমাত্য হ'য়ে যেই ধনি গৃহে
তাহারেও কুমন্ত্রণা দানে ক'রেছি বিরত

দান ধর্ম্ম হ'তে ; কিছু কাল পরে
আইনু ঘটনাচক্রে তারি সনে বারাণসীপুরে ;
এই বৃক্ষ মূলে,
অকস্মাৎ সর্পাঘাতে হারানু জীবন ।
সেই হ'তে প্রেতমূর্ত্তি করিয়া ধারণ
পাপফল ভুঞ্জি দিবানিশি ।

(তুলসী শৌচজল প্রেতের অঙ্গে নিক্ষেপ করিল)

প্রেত । প্রেতত্ব ঘুচিল আজি,
হইলাম পাপমুক্ত তব কৃপাগুণে
ভকত—গৌরব—রবি, ওহে প্রেমাধার ;
ঘুচালে কালিমা মম আলোক-ছটায় ;
লভিলাম দিব্য গতি এবে ।
আমা হ'তে হয় যদি কোন উপকার
করহ প্রার্থনা ? তব ঋণ যথাশক্তি
যদি কিছু শুধিবারে পারি ।

(দিব্য মূর্ত্তি ধারণ)

তুলসী । শ্রীরামের সিদ্ধমন্ত্র করিতে গ্রহণ
করিতেছি—গুরুর সন্ধান ;
বায়বীয় দেহ ধরি' কর যাতায়াত
দেখেছ কি হেন মহাজন কোথা ?

প্রেত । কেশীঘাটে করহ গমন
হয় তথা রামায়ণ গান ;
সেই গীত সুধাপানে

ছদ্ম বেশে হনুমান আসে প্রতিদিন ;
তার পাশে তব আশা হবে ফলবতী।

(অন্তর্দ্ধ্যান)

তুলস।। জয় রাম, রঘুনাথ ! অগতির গতি !
এস নাথ, গুরুরূপে শিখাও আমায়
পাইব তোমারে দেব, কোন সাধনায় ?

[প্রস্থান।

(নবীন সন্ন্যাসী বেশে রত্নাবলীর প্রবেশ)

রত্না। ঐযে ঐযে ! আমার হৃদয় দেবতা !
মরি, মরি, কিবা নয়ন রঞ্জন
বিশ্ব—বিমোহন ; প্রেমের মূরতি।
জ্যোতির্ম্ময় বর বপু
কষিত কাঞ্চন গঞ্জন বরণ শুধাংশু বদন,
যেন স্বর্গভ্রষ্ট দেব কোন করে বিচরণ—
কর্ম্মবশে এ মহী মণ্ডলে।
যত হেরি ও রূপ মাধুরী
বাড়ে তত প্রবল পিয়াসা,
নাহি পড়ে নয়ন পল্লব।
যত শুনি ঐ সুমধুর স্বর
হই তত আত্ম হারা
আপন পাসরা।
নাহি জানি এই করুণার ছবি

কুটীল জগৎ কোলে
সুশোভিত কোন্ পুণ্যফলে ;
বুঝি জীবে প্রেম শিক্ষা দিতে
প্রেমময় উদয় ধরায়।
যাও নাথ !
দাসী সঙ্গ ছাড়া নাহি হবে,
এই ছদ্মবেশে রহিবে পশ্চাতে তব ;
একান্ত যেদিন, পত্নী বলি স্মরিবে দুঃখিনীরে
সেই দিন স্বীয়মূর্ত্তি করিব প্রকাশ।

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

কাল—রাত্রি।

জনার্দ্দন বাবুর অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

(জনার্দ্দনের প্রবেশ)

জনার্দ্দন। উড়ে এসে, জুড়ে ব'সে আমার সর্ব্বস্ব গ্রাস করবে ? কথ'ন না ! কথ'ন না ! তা হ'তে পারে না। চিরদিন ভোগসুখে লালিত পালিত হ'য়ে এ অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ ক'রে, জনার্দ্দন দাস পথে দাঁড়াবে, তা কিছুতেই হবে না। কমলা ! কমলা !

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। ডাকচ ?

জনার্দ্দন। হাঁ, তুমি কি মনে ক'রেচ বল দেখি ? আমার প্রধান শত্রু আমার শারদীয় গগণের ধূমকেতু রূপিণী মতিমালাকে—অতি সমাদরে এ বাটীতে আনিয়েচ, কার হুকুমে ? আবার তার সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ট সম্বন্ধও পাতা'ন হ'য়েচে দেখ্‌চি। কিন্তু তার মায়া বিসর্জ্জন দিতে হবে। সাহসে বুক বাঁধ ! বাঘিনীর মত নিষ্ঠুর হও ! যদি আমার প্রতি তোমার বিন্দুমাত্র ভালবাসা থাকে, তবে আমার আজ্ঞা—মতিমালাকে গুপ্তভাবে হত্যা কর্‌বার জন্য প্রস্তুত হও। আমার এ হুকুম তামিল না ক'র্‌লে, আমি আর তোমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধই রাখ্‌ব না।

কমলা। কেন নাথ ! তুচ্ছ সম্পত্তির জন্য, এমন একটা বিরাট অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে চাচ্চো ? অনেক পাপ ক'রেচ, এখন আবার নারী হত্যা কর্‌বে ? মতিমালা যে আমার শাপভ্রষ্টা দেবীমূর্ত্তি, অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ক্ষীরধারা, নন্দনচ্যুত পারিজাত মুঞ্জরি। যাকে তুমি সর্ব্বসান্ত ক'রেচ, যাকে বিনাশ কর্‌বার জন্য আজ তুমি প্রস্তুত হ'য়েচ, যার করুণায় সুবাদার সাহেব—তোমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করেচেন, তার প্রতি তোমার এ নিষ্ঠুর আচরণ করা শোভা পায় না। পাপের কি সব দিক্‌টাই দেখ্‌বে ? কত শত সতি সিমন্তিনীর সর্ব্বনাশ সাধন, নৃসিংহ দাস বাবাজীর গৃহদাহ, কতশত ব্রাহ্মণ নিগ্রহ, কতশত দীনদরিদ্র প্রজার সর্ব্বনাশ, কর্লে, তবুও কি তোমার পাপ আকাঙ্ক্ষা কিছুমাত্র মিট্‌ল না ?

জনার্দ্দন। বড্ড যে, ধর্ম্মজ্ঞান টন্‌টন্ ক'র্‌চে ! তোমার কাছে ত' পরামর্শ চাইনি ? আমার যা খুসী তাই ক'র্‌বো। দুনিয়ায় অন্যায় বোলে কিছু নেই, পাপ বোলে কিছু শুনিনি, মনের দুর্ব্বলতাই পাপ ; শক্তিমান

পুরুষ যা করে তাই ন্যায়। বলবানের কাছে দুর্ব্বল চিরদিনই পদানত। আমি বেশ বুঝেছি কামিনী কাঞ্চনের সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। টাকার জন্য, সম্পত্তির জন্য, নিজের ভোগের জন্য, যদি প্রয়োজন হয়, তা হ'লে জনার্দ্দন দাস ক'র্‌তে পারে না এমন কর্ম্মই নেই। কোন কথা শুনতে চাই না তোমার। এই নাও কালকুট বিষভরা কৌটাটি; মতিমালার আহার্য্য সামগ্রীর সঙ্গে এই বিষ মিশায়ে দিতে হবে! বল পার্‌বে কি না?

কমলা। এ কি শুনি ভীষণ আদেশ;
স্বভাব সরলা বালা মতিমালা মোর
তনয়ার প্রায়; সেও ভাবে জননী সমান মোরে
কেমনে তাহারে, কহ নাথ!
স্বীয় করে দিব হলাহল।
যার ধনে হ'য়ে ধনী মোগলের দ্বারে
লভিলে সুযশ কত; এতকাল যার অন্নে
হইনু পালিত মোরা,
তাহার শোণিত পানে
রাক্ষসের সম একান্ত বাসনা তব?
নাহি জানি—
এ হেন দুর্ব্বুদ্ধি তব জাগে কোন্ হেতু?

জনা। এ নহে দুর্ব্বুদ্ধি মম, শুন নারী?
অগ্নি রিপু আর ব্যাধি হইলে প্রবল
তখনি করিবে নাশ।
অনলের শিখারূপে মতিমালা তব
প্রতিক্ষণে পোড়ায় আমারে;

ব্যাধিরূপে অহরাত্র দিতেছে যাতনা,
করিওনা মোর বাক্যে হেলা ?
হ'য়ে রাজরাজেশ্বরী, শেষে হবে পথের ভিখারী ;
দীন হীনা কাঙ্গালিনী সম
দ্বারে দ্বারে করিবে ভ্রমণ,
মুষ্টিমেয় অন্ন লাগি সহিবে যাতনা কত।

কমলা। রত্ন সিংহাসনে—হীরক ভূষণে
মোর নাহি প্রয়োজন।
তোমার কার'ণ
তিতিয়াছি—অশ্রুনীরে সদা,
নিমিষের তরে
কাঁদে নাই তব হিয়া আমার কারণে।
এবে নিয়ত প্রার্থনা মোর
মৃত্যুর বিমল অঙ্কে করিতে শয়ন।

জনা। কে বলেরে তোরে স্বামিসোহাগিনী
সর্ব্ব কর্ম্মে সাহায্য কারিণী ;
পাপিণী ! চির শত্রু তুই মোর,
কি বলিব অবধ্য রমণী—
ভুঞ্জ এবে নিজ কর্ম্মফল।

(কমলাকে সজোরে পদাঘাত ও
দেওয়ালে লাগিয়া কমলার মস্তক
হইতে প্রবল বেগে রক্তধারা
পতিত হইতে লাগিল)

কমলা। উঃ! মা গো! (মূর্চ্ছিত)

[জনার্দ্দনের প্রস্থান।

(মতিমালার প্রবেশ)

মতিমালা। কাকী মা! কাকী মা! একি হ'ল! ওমা! এমন সর্ব্বনাশ কে ক'রলে? কাকা! কাকা! এমন নিষ্ঠুর তুমি!

(কমলার মুখে জল দিয়া, নিজ বস্ত্রাঞ্চল ছিন্ন করিয়া, কমলার ক্ষতস্থানে পটি বাঁধিয়া, কমলার মস্তক ক্রোড়ে লইলেন)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কাল—অপরাহ্ন।

বারাণসী—কেশীঘাট।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী হনুমান ও তুলসী।

তুলসী। শ্রীরামের সিদ্ধ মন্ত্র করিতে গ্রহণ
বহুদূর হ'তে মম আগমন।
হে অজ্ঞান বারণ! লইনু শরণ
তব পদযুগে।
অতি দীন প্রেমহীন, তাপিত পথিক—
আমি খুঁজিতেছি পথ;
মনোরথ পুরাও সত্বর।
ভাগ্যক্রমে যদি লভেছি দর্শন
শ্রীচরণ ছাড়িব না আর,
কর কৃপা কিঙ্করে তোমার!

ব্রাহ্মণ-হনু। হে নবীন তাপস!
নূতন হ'য়েছ ব্রতী নব সাধনায়।

তাই কহি হে তোমায়,
নাহি ফল পায়,
দুর্ব্বল কলির জীব মন্ত্র জপ করি।
মন্ত্র জপে নাহি অধিকার
হয় নাই যার মতির স্থিরতা;
মতি স্থির বিনা,
কোটী কল্প মন্ত্র জপে নাহি পায় ফল।
আগে কর চিত্ত স্থির;
পরে অধিকারী হ'লে,
সিদ্ধ মন্ত্র শুনাব তোমায়।

তুলসী। কেন গুরু হইলে নিদয়?
মন্ত্র জপ বিনা
চিত্ত স্থির হইবে কেমনে?
চিত্ত স্থৈর্য্য হ'লে সম্পাদন
মন্ত্র জপে কিবা প্রয়োজন?
জপ, তপ, পূজা আদি অনুষ্ঠানগুলি
একাগ্রতা সাধনার প্রথম সোপান।
কো'রনা ছলনা গুরো!
সিদ্ধ মন্ত্র শুনাহ ত্বরায়।

ব্রাহ্মণ-হনু। যোগি ঋষিগণ
করি পদ্মাসন;
অনুক্ষণ করে ধ্যান যাঁরে;
অনাহারে, অনিদ্রায় করি প্রাণ'পাত

যারে নাহি পায় ; কেমনে তাঁহায়
অনায়াসে লভিবে যুবক ?
মহা মহা পরীক্ষায় সফলতা লাভে,
সাধনায় চাই কঠোরতা—
অগ্রে হও সেই কর্ম্মে ব্রতি
পশ্চাতে পাইবে পুনঃ সাক্ষাৎ আমার। [প্রস্থান।

তুলসী। তবে কি হবেনা কৃপা গুরুর আমার ?
কবে হব অধিকারী পূর্ণ সাধনার ?
কঠোর সাধন বিনা ওহে দয়াময় !
দীন জনে দেবে নাকি চরণে আশ্রয় ?

(বালকবেশী শ্রীরামের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গীত।

এখানে আসিয়া বিরলে বসিয়া
কেন মনে মনে জল্পনা কল্পনা।
সময় হইলে আপনি আসিবে
সাধিয়া শুনাবে না করি ছলনা॥
কেন ছুটাছুটী কেন কান্নাকাটী
করনা প্রেমের মধুর সাধনা।
প্রেমিক বিহনে সেই প্রেম ধনে
কে কবে কোথায় পেয়েছে বলনা॥

[প্রস্থান।

তুলসী। কে এ বালক? সান্ত্বনার মধুর সঙ্গীতে একটা ছাঁকা কথা ব'লে গেল! বালক! বালক! কে তুমি? আর একটীবার এসে ব'ল কি উপায়ে চিত্ত স্থির হবে!

(ছদ্মবেশী শ্রীরামের বালকবেশে পুনঃ প্রবেশ)

বাঃ শ্রীরাম। প্রাণ ভ'রে যেবা ডাকে আকুল অন্তরে তারে,
তিনি হন তার চির আপনার।
প্রেমের ঠাকুর সে যে প্রেমের কাঙাল
দেয় ধরা প্রেম বিনিময়ে।
ডাক হরি বোলে নামে যাও গ'লে
নাম রসে হও রে পাগল;
নামে হবে চিত্ত স্থির তব।
বসি পদ্মাসনে
রহ নিমগন নামের সাধনে;
যে'ন মনে—
নাম কভু না হয় নিষ্ফল।

[প্রস্থান।

তুলসী। বালক! বালক! বিদ্যুতের মত ক্ষণে দেখা দিয়ে, আমার প্রতি শিরায় শিরায়, বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটিয়ে, কোন্ নিভৃত স্থানে লুকালে? (পরিক্রমণ ও চিন্তা) এই যে, এই যে, আমার ইষ্ট দেবতা, রাম রঘুমণি! না না গুরুর মূর্ত্তি ধরে, প্রতিপদে উপদেশ দিচ্ছেন। ঐযে অনন্ত নীল উদার আকাশ; ঐযে, উত্তরবাহিনী গঙ্গা সলিলকণা সিক্ত, স্নিগ্ধ সুমিষ্ট বাতাস, ঐযে, শস্য সমৃদ্ধি শালিনী সহিষ্ণুতার উজ্জ্বল মূর্ত্তি বসুন্ধরা, এরা সবই

সেই পরম গুরুর ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি। প্রাণটা যাতে উদার হয়, তার শিক্ষা দিচ্চে আকাশ; সহিষ্ণুতার জন্ম শিক্ষা দিচ্চেন পৃথিবী; হৃদয়কে কি করে সান্ত্বনা কর্‌তে হয়, তার শিক্ষা দিচ্চে সমীরণ। এখন যাই, একটা ভাল জায়গা দেখে বসে পড়িগে। দেখি ভক্তের রোদনে, ভগবানের আসন টলে কি না?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাল প্রভাত।

জনার্দ্দনবাবুর বাটীস্থ—পূজাগৃহ।

মতিমালা স্তব পাঠ করিতেছে।

মতি। নব নীরদ নিন্দিত কান্তি ধরম্
রস সাগর নাগর ভূপ বরম্।
বৃষভানুসুতা বর কেলিপরম্
ভজ চিত্ত ধরাধর রাজ ধরম্॥
সুর দানব মানব পূজ্যবরম্
বিষয়ানল তাপিত তাপ হরম্।
ধৃত শঙ্খ সুদর্শন চক্র গদম্
ভজ চিত্ত বিচূর্ণিত দৈত্যমদম্॥

অলকাবলী মণ্ডিত ভাল তলম্
বননাল্য বিলম্বিত কম্বু গলম্।
শ্রুতি দোলিত মকর কুণ্ডলকম্
ভজ কৃষ্ণ নিধিম্ ব্রজরাজ সুতম্॥
কল নূপুর রাজিত চারু পদম্
মণি রঞ্জিত গঞ্জিত ভৃঙ্গমদম্।
ধ্বজবজ্রকুশাঙ্কিত পাদযুগম্
ভজ চিত্ত নিরন্তরমীশ্বরকম্॥

নারায়ণ! নারায়ণ! আমি যে তোমার মধ্যে আমার হৃদয় বল্লভের মধুর মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাচ্চি! সেই প্রসন্নতা হাসি, গরীমা দীপ্ত সেই বিস্তৃত ললাট সেই করুণ—নয়নের স্নিগ্ধ চাউনি, সমস্তই যেন ঐ অকলঙ্ক বদনে প্রতিভাত হ'চ্চে।

(সতর্কিত ভাবে উন্মুক্ত ছুরিকা হস্তে জনার্দ্দন দাসের প্রবেশ)

জনার্দ্দন। (স্বগতঃ) এই মোর উত্তম সুযোগ।
এই নিভৃত নির্জ্জন গৃহে,
হত্যা কার্য্য সাধিবার,
এই উপযুক্ত অবসর।
(প্রকাশ্যে) আরে রে পাপিনী
কাল ভুজাঙ্গিনী, যাও এবে শমন সদন।

(বেগে ছুরিকাঘাত করিতে উদ্যত, সহসা কমলার প্রবেশ ও জনার্দ্দনের হস্তস্থিত ছুরিকায় ভীষণরূপে ক্ষত বিক্ষত হইয়া ভূপতিত হইল)

মতিমালা। (সচকিত ভাবে) একি সর্ব্বনাশ! মা, মা! কে তোমায় এ দশা ক'র্‌লে? ওগো কে আছ শীঘ্র এস আজ আমাদের কি সর্ব্বনাশ হ'লো!

(পরিচারিকাগণ ও বৃদ্ধ দেওয়ান সনাতন ইত্যাদির প্রবেশ মতিমালা কমলার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন)

কমলা। উঃ—তৃষ্ণা—একটু জল। (মতিমালা মুখে জল দিল) বড় যন্ত্রণা! মতিমালা, মা আমার! আমি জন্মের শোধ চল্লুম্।

জনার্দ্দন। (স্তম্ভিত ভাবে) এঁ্যা কল্লুম কি! কেন কমলা! মতির প্রাণ বাঁচাতে নিজের প্রাণ দিলে? মতিমালা, মতিমালা! আজ আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো? আজ জান্‌লুম, ভগবানের ইচ্ছা না হ'লে, একটা পিপ্‌ড়েকেও কেউ মার্‌তে পারে না। কমলা! কমলা! জীবনে তোমায় একটী দিনের জন্যেও সুখী কর্‌তে পারিনি। এমন স্বর্গের মন্দার-মালা বানরের কণ্ঠে পড়েছিলে। ওঃ হো হো! মতিমালা! আমি কি কল্লুম? (ক্রন্দন)

কমলা। স্থির হও, স্বামিন্! স্থির হও মতিমালা! আমি আজ বড় সুখে, বড় আনন্দে মর্‌চি। আমার স্বামীর মত বদ্‌লেছে। ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা; যেন, আমার মৃত্যুতে তোমার সর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। স্বামিন্! প্রিয়তম! দুঃখ করো না। ম'র্ত্তেত' একদিন হবেই, আজ একটী নিরপরাধা, প্রেমময়ী অবলার প্রাণ রক্ষা ক'র্‌তে গিয়ে, তোমার হাতে মল্লুম, এতে আমার বৈকুণ্ঠ লাভ হবে। আজ থেকে ভগবানকে আশ্রয় কর। তিনি পতিতপাবন, পতিতকে উদ্ধার ক'রবেনই। স্বর্গে আবার তোমার সঙ্গে—মিল্‌বো। স্বামিন্! তোমার পদধূলি আমার মাথায় দাও। (মৃত্যু)

জনার্দ্দন। আজ দেবমন্দিরের একটা ঘিয়ের প্রদীপ নিবে গেল। নারায়ণের মাথায় দেওয়া একটা তুলসীপাতা ঝ'রে পড়্‌লো; মন্দাকিনীর পবিত্র ধারা শুকিয়ে গেল।

মতিমালা। সব গেল, সব গেল! কেন কাকা! তোমার এমন কুবুদ্ধি হ'লো?

জনার্দ্দন। টাকা! টাকা! টাকার জন্যে মতি। এই ধনসম্পত্তি এই সুরম্য প্রাসাদ, এই দাসদাসী পরিজনবর্গ, যেদিন শুন্‌লুম তোর; যেদিন শুন্‌লুম মতি! তোর অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে এই সংসারে একমুঠো ভাত খেতে হবে, দেবদাস তোকে এ সংসারে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী করবার জন্য, সুবাদার দরবারে আবেদন ক'রচে, তখনই তোকে হত্যা করবার একটা বিরাট সংকল্প জেগে উঠ'ল। চিরদিনের স্বেচ্ছাচারিতায়, চিরদিন অসৎ সঙ্গে মিশে, আমার ধর্ম্ম বুদ্ধি একেবারে নষ্ট হ'য়েছিল। তার'ই ফলে আজ এই দুর্ঘটনা। যাক্, সব গেল; আমিও যাই? মতিমালা তোর সম্পদ তুই নে, আমি চল্লুম। দেখি পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কি না? [প্রস্থান।

সনাতন। (স্বগতঃ) এঁ্যা এ অইল কি, এ যে একেবারে বিনা মেঘে বজ্র পতন অইল। না আমিও এ স্থান হইতে সইরা পরি। আমরা ত' এই কথা হইছে চিটা গুরের মাছি, দেখি আবার কোথাও গুরের হারির সন্ধান মিলে কি না। (প্রকাশ্যে) করতা ও করতা, যাইয়েন না—যাইয়েন না, মস্তিষ্ক শীতল করেন, মস্তিষ্ক শীতল করেন।

[বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কাল—সন্ধ্যা।

চিত্রকুট পর্ব্বত।

ধ্যানমগ্ন তুলসী।

গিরির পাদদেশে নিয়তি।

নিয়তি। উচ্চ শির অবনত আজ;
লাগে লাজ—
মানব সমাজ দিবে টিট্‌কারী।
পুরুষকারের শক্তি নারিনু নাশিতে!
না পারি ফিরাতে তুলসীরে কোন মতে আজি।

(পুরুষকারের প্রবেশ)

পুরুষ। কি ভাবিছ দাঁড়াইয়া, নিয়তি সুন্দরি!
এবে বুঝিয়াছ, কত শক্তি ধরি আমি?
সংসারে অলস যারা, তব পানে
চাহিয়া রহিবে, নিরন্তর তারা
তব পদে দিবে নিত্য প্রীতি পুষ্পাঞ্জলী।
তোমা পানে তাকাইয়া আর্য্য সুতগণ
হ'য়েছে দুর্ব্বল;
মোরে ভ'জি' দেখ এবে মোগল প্রবল।

যে ভারতে একদিন হ'ত উচ্চারিত
সিদ্ধিমেতি দৃঢ় ব্রত—
সে ভারতে ধ্বনি এবে কপাল কপাল।

নিয়তি। এইবার মোর নব মায়ার কৌশল
বুঝিতে চিন্তহ;
এইবার তুলসীর হইবে পতন;
ত্রিভুবন চমকিবে আজি। [প্রস্থান।

পুরুষ। নিয়তির চিত্রপটে মুগ্ধ নেত্রে তারা
রহিবে চাহিয়া যারা ভীরু কাপুরুষ।
কিন্তু আজি সাবধানে মায়া ব্যূহ
সৃষ্ট নিয়তির ভেদিবে তুলসী কিসে!
উপায় তার করি উদ্ভাবন।
হে অনাদি কারণ!
শ্রীচরণ তব মাত্র ভরসা কেবল;
নিয়তি সংগ্রামে, পিতঃ—দেহ হৃদে বল। [প্রস্থান।

(মায়াবালাগণের প্রবেশ)

গীত।

এই ভরা সাঁজে বনের মাঝে একলা কেন হে প্রেমময়।
এস নাথ! প্রাণে, অতি সঙ্গোপনে, চাঁদিমা কিরণে ভরি হৃদয়॥
ঐ ফাগুনের আগুন হাওয়া বহিছে প্রবল,
কোকিল'গানে, পঞ্চবাণে, করে গো পাগল,
তুমি কর সঞ্জিবিত প্রেমের চুম্বনে, আশ্রিত দগ্ধিত লতিকায়।

মদন তাড়িত পিপাসিত চিত্ত, বারেক কর গো শান্ত,
মোরা জ্ঞানহারা বিরহ বিধুরা প্রেম বিকার ভ্রান্ত,
নাশ সকল দৈন্য পুলক স্পর্শনে, কর প্রমত্ত প্রেম মদিরায়॥

তুলসী। (স্বগতঃ) একি হ'ল অকস্মাৎ!
চিত্ত কেন হইল চঞ্চল!
মনোমাঝে নাহি রাজে আর
ইষ্টদেব মোহন মূরতি।
নিদাঘের শুষ্ক নদী মাঝে
আকস্মিক প্লাবনের মত
ভেঙে দিতে চায় সংযমের বাঁধ।
জপ তপ সব ভেসে যায়।
কি হবে উপায়!
হায়, হায়! সব বুঝি হইল বিফল!
(প্রকাশ্যে) কে তোমরা নারী? স্বর্গ বিদ্যাধরী?
দ্যুলোক ছাড়িয়া ভূলোকে আসিয়া,
ঢালিছ সুধার ধারা?
কিংবা হবে কোন মায়াবিনী?
কুহরে কোকিল বধুনিকুঞ্জ কাননে;
বাসন্তি সুষমা জলে স্থলে, বনে বন ফুলে,
লতায় পাতায় বিটপী শাখায় বিরাজিছে।
নূতন সৌন্দর্য্য ছটা হেরিতেছি আজি!
কে তোমরা? সত্য দেহ পরিচয়?

(মায়াবালাগণের গীত)

নীল গগনে, চন্দ্র কিরণে, স্নিগ্ধ পবনে মিশিয়া।
কুঞ্জ কাননে, ফুল্ল কুসুমে, ভৃঙ্গ গুঞ্জনে বসিয়া॥
প্রেম সাগরে উর্ম্মি তুলিয়া,
ফুল্ল হৃদয়ে নাচিয়া নাচিয়া,
তপ্ত হৃদয় স্নিগ্ধ করিয়া লই গো পরা'ণ কাড়িয়া।
স্বর্গ কুসুমে মর্ত্ত্য ভবনে,
ফোটাই আমরা বিবিধ যতনে,
নিত্য নূতন দেখিবে নয়নে, এস হে নাগর চলিয়া॥

(সাধনার প্রবেশ)

সাধনা—

বল উচ্চৈঃস্বরে,   সে নাম ওঁঙ্কারে,
যাবে চলে দূরে মায়ার ছলনা।
নবীন সন্ন্যাসী,   ব্রহ্মচর্য্য অসি,
আরক্ত নয়নে তুলিয়ে ধরনা॥
ভক্তি ধনু নিয়ে,   রাম বাণ দিয়ে,
রাক্ষসী সবারে নাশনা নাশনা।
হরে রাম হরে,   মুকুন্দ-মুরারে,
ধর রে নামের বিজয় নিশানা॥

[মায়াবালাগণের প্রস্থান।

তুলসী। পরিহিত-গৈরিক-বসনা বিদ্যুৎ বরণা, কে মা তুমি? বিদ্যুতের মত এসে মৃতসঞ্জিবনী মন্ত্রে—মৃতমনবৃত্তি গুলিকে, আবার বাঁচিয়ে দিলে? কে মা তুমি, বিপথগামি মদমত্ত মাতঙ্গকে দৃঢ় অঙ্কুশাঘাতে ফিরিয়ে নিয়ে এলে? বলনা কে তুমি দেবী! স্বর্গবাহিনী মন্দাকিনীর পবিত্র ধারার মত প্রবাহিত হ'য়ে, মনের যাবতীয় আবর্জ্জনা দূর করবার জন্য, সন্তানের নিকট এসেছ?

গীত।

সাধনা—

যাহার লাগিয়া সকলি ভুলেছ
ছেড়েছ সকল বাসনা।
যাহার কারণে ঘুরি পথে পথে
কত না সয়েছ যাতনা ॥
আমি সেই তোর অভাগী জননী
মধুর প্রেমের সাধনা।
লক্ষ মাঝারে দুটি কি একটি
করে গো আমারে কামনা ॥

[প্রস্থান।

(তুলসী ধ্যানস্থ হইল)

(ব্রাহ্মণ বেশে হনুমানের প্রবেশ)

ব্রা-হনু। উত্তীর্ণ হ'য়েছ বৎস অগ্নি পরীক্ষায়,
লভিয়াছ মহা সিদ্ধি কঠোর সাধনে।

শুনাব তোমারে শ্রীরামের সিদ্ধ মন্ত্র এবে।
এসো নেমে হেথা—
পবিত্র নিঝ রে স্নান করি সমাপন
দুষ্প্রাপ্য সুসিদ্ধ মন্ত্র কররে গ্রহণ।

(তুলসী নীচে নামিয়া গুরুপদে প্রণাম করিলেন)

তুলসী। এতদিনে কৃপা হ'ল গুরো!
চল তবে দেব!
জীবন করিব ধন্য পুণ্য মন্ত্র শুনি।
লভিব নবীন প্রাণ নব সাধনায়।

[ব্রাহ্মণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কাল—মধ্যাহ্ন।

চিত্রকুট পর্ব্বতস্থ গুহা।

(ফল হস্তে তরুণ তাপসবেশধারি রত্নার প্রবেশ)

রত্নাবলী। আজ অনেক কষ্টে এই ফলগুলি যোগাড় করেছি। তা কর্‌লে কি হবে! দেবতার ভোগে আর কটা লাগ্‌বে! আজ দু দিন ধ'রে ত দেখ্‌চি, ঠাকুর ফলগুলি ইষ্টদেবকে উৎসর্গ ক'রতে না ক'র্‌তেই রামা এসে হাজির। রামা যেন কতকেলে পুষ্যিপুত্তুর, অম্‌নি তাকে ধরে

দেওয়া। সে ছোঁড়াও এমন হাড়হাবাতে খাবে ত' সবই খাবে গা! খোসা পর্য্যন্ত খাবে! যাক্, আজকে কতকগুলো ফল লুকিয়ে রেখে দি, রেমো ছোঁড়া খেয়ে গেলে তবে ঠাকুরকে খাওয়াব। এই হাতের রান্না না হ'লে, কত ভাল ভাল জিনিষের পরিবর্ত্তে যার তৃপ্তি হতো না, এখন তাকে বনের দু একটা ফলে ক্ষুন্নিবৃত্তি কর্‌তে হ'চ্চে। ঐযে শ্রীমূর্ত্তি এসে হাজির। দেখ্ রামা ·(রামার প্রবেশ) তোর অনেক পরমায়ু, এইমাত্র তোরই কথা ভাব্‌ছিলাম।

রামা। মাইরি? তা হ'লে ত খুব দরদ আছে দেখ্‌চি! দরদ আছে বলেই ত' ফলগুলি লুকিয়ে রাখা হ'চ্ছিল?

রত্নাবলী। (স্বগতঃ) ছোঁড়া জ্যোতিষ জানে না কি? কি ক'রে জান্‌লে! আশ্চর্য্য বালক, আমি কিছুতেই বালকের অন্তর বুঝ্‌তে পারলেম না। (প্রকাশ্যে) দূর! লুকোবো কার ভয়ে? ইচ্ছে ক'রে না দিলে তুই কি ক'র্‌তে পারিস্?

রামা। লুকোস্‌নি? আমি যে পা টিপে টিপে আড়াল থেকে সব দেখ্‌তে পাই। আমাকে লুকিয়ে কোন বেটা বেটী কোন কাজ ক'র্‌তে পারে না, জানিস্?

রত্নাবলী। তা, বেশ! দেখেছিস্, বেশ কোরেছিস্। এত ভয় বা কিসের? না খেয়ে একজনের জন্যে ফল গুলো ছাড়াব, আর উনি উড়ে এসে জুড়ে ব'সে ভাগ বসাবেন।

রামা। (মৃদুহাস্য করিয়া) ভারি ঝগ্‌ড়া জুড়েছিস্ দেখ্‌চি। তোর ফল কে খেতে চায়। তুই ফলগুলি ছাড়িয়ে নিজে না খেয়ে যাকে খাইয়ে তৃপ্তি পাস্; সে আবার আমায় সেগুলি দিয়ে সেই রকম তৃপ্তি পায়। তার খাওয়া না হ'লে তোর মন যেমন খুঁৎখুঁৎ করে, আমার খাওয়া না

হ'লে তার প্রণটাও তেমনি খারাপ হয়। তুই যেমন বাবাজী ছাড়া আর কাকেও ভাল বাসিস্‌নে, বাবাজীও তেমনি আমায় ছাড়া আর কারুকে তেমন ভাল বাসে না।

রত্নাবলী। হাঁ, হাঁ, তুই যে তার পুষ্যিপুত্তুর। তা না হ'লে কোথাকার একটা বুনো ছোঁড়া তার জন্যে এতটা দরদ।

রামা। পুষ্যিপুত্তুর না হই পুষ্যি বাপই হ'লুম, তাতেও কি তুই এড়াতে পার্‌বি?

রত্নাবলী। বা! আবার রসিকতাও জানিস্ যে দেখ্‌ছি! যা এখন পালা, ঠাকুরের ধ্যান ভঙ্গ হ'লে রাগ ক'র্‌বে।

রামা। যাবো? কেন যাবো? একি তোর বাবার জায়গা?

রত্না। না, আমার বাবার কেন? তোর বাবার। এখন পালা।

রামা। আচ্ছা, এখন চল্লুম, বাবাজীর পূজা সাঙ্গ হ'লে মজা বার ক'র্‌বো।

[প্রস্থানোদ্যত।

রত্না। তাই ত' চলে যায় যে! না, না, ওকে কাছে রেখে, কথায়-বার্ত্তায় আমোদ প্রমোদে সময়টা কেটে যায়। আহা, ঐ বুনো ছোঁড়াটাকে দেখ্‌লে আমার মন আত্মহারা হয়। ধন্য ভগবান! এ নিভৃত প্রদেশেও অভাগিনীর প্রিয়সঙ্গী জুটিয়ে দিয়েচ। রামা, রামা! যাস্‌নি আয় ভাই ফল খেয়ে যা!

গীত।

রামা।　　কত ফল আছে আমার কাছে
তুই আমায় কি ফল খাওয়াবি

সে ফল খেলে যে ফল ফলে
শেষ ফলে তা বুঝেনিবি ॥

রম্ভা। তুই রে আমার রসের মাণিক
তাই তামাসা কল্লুম খানিক ।
ছি, ছি, তুই এমনি বোকা
রাগের মাথায় সব হারাবি ॥

রামা। ফলে আমার নাইক' আশা
চাই শুধু প্রেম ভালবাসা ।
তাইত তোদের পাশে আসা
নৈলে আমায় কোথায় পাবি ॥

[উভয়ের প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

উজ্জ্বল—প্রভাত ।

স্বর্গপথ ।

(সীতারামের প্রবেশ)

সীতা। রম্ভার সঙ্গে লুকোচুরি আর কতদিন খেলবে প্রভু! রম্ভা আমার সন্ন্যাসিনী সেজে, নির্জ্জন পাহাড়ে পাহাড়ে, স্বামীর মহাসাধনায় সাহায্য কর্‌বার জন্য, অনাহারে অনিদ্রায় ঘুরে বেড়াচ্চে। আমি যে আর সতীর দুঃখ দেখতে পারিনে নাথ!

রাম। শুধু রত্না কেন? ছনিয়া নিয়েই ত' খেলচি প্রিয়ে!

সীতা। ঠাকুর! তা খেলবে বৈকি! তোমার খেলা তোমারেই ভাল লাগে। অপরের পক্ষে কিন্তু অনেক সময় অসহ্য বোধ হয়।

রাম। কমলিনি! আমি কি একলাই খেলচি? তুমিই ত' আমার খেলার প্রধান সঙ্গিনী। তোমারই মায়ায়, তোমারি রকমারি চালে লোকে মনে করে আমারি সব কারিগরি। বেশ যা হোক, ধর মাছ, না ছোঁও পানি। তোমার খেলার চাল বুঝ্'তে শঙ্করকেও বেচাল হ'তে হয়। আমি ত' কোন্ ছার।

সীতা। আমারি ঘাড়ে দোষ চাপাবে কমললোচন! নিজেই ত' সর্ব্ব বিষয় নির্লিপ্ত রয়েছ?

রাম। দোষ গুণ সকলি তোমার;
নিগুর্ণ, নির্লিপ্ত আমি, হই নির্ব্বিকার।
মায়াময়ি! মায়াচক্রে সদা ঘূর্ণিমান
মর্ত্ত্যবাসী জীব,
হবে শিব, যদি কভু মায়া মুক্ত হয়।

সীতা। আমি কেন দোষ ভাগী হই?
তোমা বই
কোন দিন কোন কার্য্য করি নাই প্রভু!
রমণীর স্বাধিনতা নাহিক কোথাও।
তোমারি আদেশে থাকি তব পাশে
করিতেছি কাজ; তুমিও আমায় যদি
নিন্দ অকারণ—দেহ তবে চির বিসর্জ্জন
পশি গিয়া সমুদ্র সলিলে।

রাম। মানময়ী! একি কথা কহিলে আবার!
তব মান হেরি রাখিয়াছি নিত্য বুকে করি
প্রবল দাহিকা শক্তি যথা অনলের বুকে।
তোমায় রাখিয়া হৃদে হই আমি মহাশক্তিমান্,
তুমি ছাড়া আমি কোথা, প্রিয়ে!
তোমারি সাহায্যে তোমারি কৌশলে
সৃজন, পালন, লয় করি নিরবধি।
চল এবে চিত্রকূট নিভৃত গুহায়
তুলসীর মনোভিষ্ট করি গে পূরণ।
দেখিবে জগৎ আজ
সাধনায় লভে নর কত উচ্চাসন,
সাধকের করায়ত্ব এ বিশ্ব সংসার।
আজ বিশ্বনাথ নিজে,
দাসত্বে তাহার বিকাবে জীবন
আজ্ঞা তার চিরদিন নিজ শিরে করিবে বহন।

সীতা। চল নাথ মুছাবারে ভক্ত আঁখি ধারা,
পতি সোহাগিণী—ত্যাগের জ্বলন্ত প্রতিমা
রত্নার আদর্শ বিশ্বে করিতে স্থাপন।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কাল—ব্রহ্মমুহূর্ত্ত।

চিত্রকূট পর্ব্বত নিম্নস্থ মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত।

ধ্যানমগ্ন তুলসীর নিকট সাধনা ও সঙ্গিনীগণ।

(শূন্যে সীতারাম মূর্ত্তি)

সাধনা। সাধনায় সিদ্ধ তুমি আজ।
আঁখি পদ্ম করি উন্মিলন
দেখ রে চাহিয়া বৎস!
শূন্য পথে শোভে ঐ যুগল মূরতি,
মদনমোহন রূপে ভক্ত বিনোদন,
ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু।

তুলসী। (ধ্যানভঙ্গে) আজ আমার জীবন ধন্য হ'লো। আ মরি মরি! নবজলধর শ্যামকলেবর ধনুর্দ্ধর শ্রীরামের কি মদনমোহন মূর্ত্তি। হে জটামুকুটমণ্ডিত জানকী লক্ষ্মণ পরিবেষ্টীত ইষ্টদেব! দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন। (কৃতাঞ্জলীপুটে)

হর সায়ক কার্ম্মুক ভঙ্গ করং
মদ গর্ব্বিত রাক্ষস গর্ব্ব হরং।
সিত-চন্দন-চর্চ্চিত-চারু মুখং
প্রণমামি নিরন্তর মিষ্ট সুখং॥

মৃদু মন্দ সুহাস্য সুভাষ্য যুতং
　　ভজ রাম নিধিং নৃপরাজ সুতং ।
রঘুবংশ সমুজ্জ্বল চন্দ্রমসং
　　মিথিলেশ সুতাধর পানরসং ॥
ধৃতবাণ ধনুর্গুণমঞ্জ করম্
　　সুর শঙ্কর ভাস্কর পূজ্যবরং
ভজ মানস তামস নাশকরং
　　নবমেঘ বিনিন্দিত কান্তিধরং ॥ [প্রণাম করিলেন ।

(কীর্ত্তন)

সাধনা সঙ্গিনীগণ—

নব জলধর　　শ্যাম কলেবর
　　রামরঘুবর মূরতি রে ।
মরি কি অঙ্গ　　অনঙ্গ মোহন
　　নীলকান্ত জিনি' জ্যোতিঃ রে ॥
কিবা নীল নলিন　　জিনি' দুনয়ন
　　সুচারু চাঁচর চিকুর রে ।
তাহে রতন খচিত　　মুকুট মণ্ডিত
　　বিভায় বিজলী চমকে রে ॥
বিদ্যুৎ বরণী　　জনক নন্দিনী
　　শান্তি সরসী—নলিনী রে ।
শত সুধাকর　　স্নিগ্ধ শীতল
　　ঢল ঢল আভা বিভাতি রে ॥

(শূন্যে সীতারামের অন্তর্দ্ধ্যান ও দৈববাণী)

যাও বৎস! অযোধ্যায়;
সে পবিত্র মৃত্তিকায় বসি
মহাকাব্য রামায়ণ কর প্রণয়ণ।
মম বরে হবে তাহা
ধরা বক্ষে শ্রেষ্ঠ দান—দুর্ল'ভ রতন।
শুন শুন হে মহান্ অভেদাত্মা ঋষি,
বৈকুণ্ঠ সমান হবে সেই স্থান
যথা হবে তব কৃত রামায়ণ গান।
প্রত্যক্ষ মূরতি তথা রব স্থিতি,
পাবে শান্তি যত পাপীগণ।
হবে বিমোচন,
জ্ঞান কি অজ্ঞান কৃত
তাহাদের সর্ব্ব পাপ তাপ,
বারেক পশিলে কাণে
পরম পবিত্র ঐ পুণ্য শ্লোক।

(তুলসীর যোড় হস্তে তন্ময় অবস্থায় অবস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কাল—প্রভাত।

গঙ্গাতীর—স্নানের ঘাট।

স্নানার্থীরা স্নান করিতেছেন।

সোপানপরি উপবিষ্ট কুষ্ঠরোগগ্রস্থ জনার্দ্দন।

জনার্দ্দন। না, আর রোগের যন্ত্রণা সহ্য হয় না। কুষ্টব্যাধির মতন এমন ভীষণ ব্যাধি আর দ্বিতীয় নাই। সর্ব্বাঙ্গে ঘা ফুটেছে; তা দিয়ে আবার অনবরত পুঁজ রক্ত বেরিয়ে আমার জীবনান্ত ক'রচে। আর নড়বার চড়বার ক্ষমতা নাই। ওহো! পাপের কি ভীষণ পরিণাম। এর চেয়ে মৃত্যু আমার শতগুণে ভাল ছিল। পাথরের মত শক্ত আমার অটুট দেহ, কন্দর্পের মত রূপ, সিংহের মত বিক্রম এখন সে সব কোথায়? একটা তুচ্ছ সাময়িক উত্তেজনায়, একটা দুর্দ্দমণীয় লালসার জ্বালাময়ী শিখায়, সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এখন জনার্দ্দন দাস পথের কাঙ্গাল, জগতের হেয় একটা অপদার্থ জীব।

জনৈক নাগরিক। (স্নানান্তে উঠিয়া স্পর্শ হওয়ায়) এই ছুঁয়ে দিলি, ও বাবা! কি পচা গন্ধ রে, ওরে বেটা পালা পালা (এই বলিয়া পুনরায় স্নান)

জনৈক ব্রাহ্মণ। (স্নান করিয়া) ওঁ নমঃ গঙ্গায়। দেবি সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে·········উঃ উঃ আরে বেটা সরে যানা--আরে মোলো কালা নাকি! ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাসম্ এখন বাপু এখানে আসা কেন? পাঁচজন ভদ্দরলোক, গেরস্থর বৌ ঝিরা চান ক'র্ব্বে; নারায়ণায় নমঃ ব্রাহ্মণরা এসে সন্ধ্যে আহ্নিক ক'র্ব্বে, তা কেনই বা এমন সময় ঘাটে আসা ব'ল ত'? নমঃ গঙ্গায়। [প্রস্থান।

জনৈক হিন্দুস্থানি। এই ভাগো, হিঁয়াসে আগাড়ী ঘাট মে যাও, হিঁয়া কাহে বৈঠা হ্যায়? [প্রস্থান।

জনার্দ্দন। আজ সংসার আমায় দেখে শেখো। বিষ খেলেই বিষের একটা ক্রিয়া আছে; আগুণে হাত দিলেই হাত পুড়ে যায়; জোচ্চুরি বাটপারি ক'রে এক সময়ে লাখো লাখো টাকার যে মালিক হ'য়েছিলো সেই জনার্দ্দন আজ, একটী পয়সার জন্যে ঘাটে এসে কত লোকের গালাগাল সহ্য করচে। এ কর্ম্মের দায়ী আমি ছাড়া আর কে? যাই একটু সরে রাস্তার পাশে পড়ে থাকি।

[রাস্তায় গেল]

(তুলসী ও সন্ন্যাসী বেশে রত্নার প্রবেশ)

তুলসী। এঁকি হেরি চারিদিকে বিষাদের ছবি
ত্রিতাপ সন্তপ্ত ধরা করে হাহাকার।
হবে প্রতিকার
কি উপায়ে বুঝিতে না পারি।
কেহ রুগ্ন শয্যাপরে রোগের তাড়নে
দুর্ব্বিসহ জ্বালা সহে অনিবার।

ভীষক্ ভৈষজ্য দানে, ভীষণ ব্যাধির
প্রকোপ দমনে হয় যদি শক্তিহীন,
অবসাদে হৃদয় তখন,
কাতরে কমলাকান্ত পতিতপাবনে
কহে, এ পতিত জনে কর হে উদ্ধার।
আবার কাহারো হায় সরে না জিহ্বায়
নবঘন কায়, রঘুনাথ নাম;
বড়ই অভাগা তারা।
রোগ শোক দারিদ্রের প্রবল পীড়নে
নয়নের নীর শুধু করিয়া সম্বল—
ফিরে দ্বারে দ্বারে; মুষ্টীমেয় ভিক্ষা তরে
লাঞ্ছনা গঞ্জনা কত সহে গৃহী পাশে।
এ জ্বালা, এ তাপ, প্রভো, কি হেতু ধরায়?
তব তেজঃকনা লভি' দীপ্ত দিবাকর;
সুধাময় সুধাকর তব সুধা বিন্দু পেয়ে;
আকাশ, সাগর তব কনা গাম্ভীর্য্য লভিয়া
হ'য়েছে গম্ভীর, নীল অসীম, উদার।
সুধা দৃষ্টি লভি তব এ বিশ্ব সংসার
কেন বহে দিবানিশি বিষাদের ভার?
বিষাদের লাগি নহে মনুষ্য সৃজন।
নাম তব দিব জনে জনে,
তব নাম শান্তি জলে
প্রক্ষালিব পাপ মলারাশী;

আবার শিশির সিক্ত শতদল সম
শোভিবে নিখিল ধরা
ছড়াইবে, নিরন্তর মন্দার সুরভি।

(জনার্দ্দনের প্রতি) কে তুমি দীনহীন কাঙাল, ভীষণ রোগের তাড়নায় ছট্‌ফট্‌ কচ্ছ ?

জনার্দ্দন। তুমি কে, বাবা! এমন মোলায়েম ভাষায় কই কেউত' একটা কথা জিজ্ঞাসা করে নি! বাবা দুনিয়ার একটা আবর্জ্জনা আমি— পাপের একটা বিভীষিকা, রৌরব নরকের একটা হতভাগ্য কীট ; আমার পরিচয়ে আর কি হবে ; ঠাকুর ? পরিচয় আর না দিতে হয়, আজ তাই ক'র্ব্বো। আজ থেকে জনার্দ্দন দাসের অস্তিত্ব যাতে লুপ্ত হয় তার জন্যে আশীর্ব্বাদ কর, জাহ্নবী জীবনে যেন জীবন বিসর্জ্জন করতে পারি। উঃ, কি ভীষণ যাতনা।

তুলসী। (জনার্দ্দনের গায়ে হাত বুলাইয়া) কি এমন পাপ কোরেছ জনার্দ্দন! যার জন্য অনুতপ্ত হ'য়ে আত্মহত্যা ক'র্‌তে গঙ্গায় এসেছ ? কি এমন পাপ মানুষ কর্ত্তে পারে, রাম নামের পবিত্র পিযুষ ধারে যা প্রক্ষালিত হ'তে পারে না ?

জনা। আমার পাপের কথা শুনে পণ্ডিত সমাজ তুষানল প্রায়শ্চিত্তের বিধান ক'রেছেন। সে পাপ কি শুধু নাম কল্লেই খণ্ডন হবে ? ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, অভক্ষ্য ভক্ষণ, অগম্য গমন, দরিদ্র নির্য্যাতন পাপের প্রায়শ্চিত্ত-বিধি কি হিন্দুশাস্ত্রে লিখেছেন ?

ছঃ রত্না। আছে বৈ কি জনার্দ্দন! অঙ্গার যতই কৃষ্ণবর্ণ হোক্ না কেন, অগ্নি সংস্পর্শে উজ্জ্বলতা ধারণ কর্ব্বেই। তুমি যে অগ্নি সংস্পর্শ পেয়েছ, তাতে ঝাঁপিয়ে পড় তুমিও উজ্জ্বল হবে।

তুলসী। বল জনার্দ্দন হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।

জনা। (তুলসীকে প্রণাম পূর্ব্বক, হরেনাম আবৃত্তি করিয়া) আঃ, কি শান্তি ঠাকুর! তোমার চরণ রেণু স্পর্শে আমার সর্ব্ব রোগের যন্ত্রণা কমে গেল।

তুলসী। (রত্নার প্রতি) ভাই! আজ হ'তে এক সপ্তাহকাল তোমায় এই রোগীর শুশ্রূষা করা, এবং মৎপ্রণীত রামায়ণ শোনান, এই দুটী কার্য্যের ভার নিতে হবে। আমি এখন যোগাশ্রমে চল্লেম্।

[প্রস্থান।

(নৃসিংহদাস বাবাজী ও বিজয়লালের প্রবেশ)

বিজয়। চলুন গুরু। এই গঙ্গাতীরে আপনি তার দেখা পাবেন।

নৃসিংহ। যদি তার পেয়েছি সন্ধান
আর না করিব তারে নয়ন অন্তর।
আমার সে অন্তরের নিধি
যে অবধি গিয়াছে চলিয়া,
সে অবধি আছি মৃত প্রায়;
আহা কতক্ষণে নেহারিয়া সে চাঁদ বয়ান
উত্তপ্ত পরাণ মোর করিব শীতল।

(সহসা জনার্দ্দনকে দেখিয়া) এ যে দেখ্‌চি জনার্দ্দন নয়? জনার্দ্দন, জনার্দ্দন! আজ তোমার একি দশা ঘটেচে?

জনা। (প্রণাম পূর্ব্বক) প্রভু মহাপাপের ফল এতদিনে ফোলেছে। ঈশ্বর আছেন—সেই দর্পহারী আমার বিরাট দর্প এক ফুৎকারে চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে দিয়েচেন্। এখন আমি একটা শিয়াল কুকুরেও অধম।

নৃসিংহ। জনার্দ্দন!

জনা। দেব! ও পবিত্র মুখে এ মহাপাপীর নাম গ্রহণ কোর্ব্বেন না। আমি চণ্ডাল, নরকের কীট, রাক্ষসেরও অধম। আমি আপনার কি না সর্ব্বনাশ কোরেছি। এ নরাধম হ'তেই আজ আপনি গৃহহীন, পুত্রহীন অবস্থায়, মর্ম্মান্তিক যাতনায় পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্চেন।

নৃসিংহ। আমায় গৃহহীন ক'রে, আমার একমাত্র শিশুসন্তানের মৃত্যুর কারণ হোয়েও তুমি আমার এক মহা উপকার সাধন কোরেচ। তোমা হ'তেই আমি মায়া মমতার হাত এড়াতে পেরেচি। তুমি আমার সংসার বন্ধন মোচন কোরেচ।

জনা। হে ভূদেব ব্রাহ্মণ! ক্ষমার আধার! আমি এতদিন ব্রাহ্মণ গরিমা বুঝ্‌তে পারিনি, আজ জান্‌লুম মহামহিমান্বিত ব্রাহ্মণ, ভগবানের চেয়েও কত উচ্চে। দেব! এ দীনের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

নৃসিংহ। জনার্দ্দন, তোমার অপরাধ আমি বহু পূর্ব্বেইত' ক্ষমা করেচি।

জনা। ঠাকুর! আপনি ক্ষমা ক'র্‌লেও হয় ত' ঈশ্বরের নিকট আমি মার্জ্জনা পাব না। আমি যে আপনার পুত্রহন্তার একমাত্র কারণ।

নৃসিংহ। তুমি যার প্রাণে ব্যথা দিয়েচ, সে তোমায় ক্ষমা ক'র্‌লে সেই ব্যথাহারী ভগবানও নিশ্চয় তোমায় ক্ষমা ক'র্‌বেন; এতেও যদি তোমার সন্দেহ না যায় তবে শোন জনার্দ্দন! আমার আজীবন সঞ্চিত পুণ্যফলে তুমি শিশুহত্যা মহাপাতক হতে মুক্তি লাভ কর।

জনা। জয়, ব্রাহ্মণের জয়! দেখ বিশ্বসংসার! ক্ষমা ধর্ম্ম এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বুঝাবার জন্যে, ভগবান জগতের ব্রাহ্মণ রূপে অবতীর্ণ হোয়েচেন। তিনি জগৎকে দেখাচ্চেন ক্ষমাই একমাত্র ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সার অবলম্বন।

[পদধূলি লইল]

ছ রত্না। (নৃসিংহ দাস বাবাজীকে প্রণাম পূর্ব্বক) দেব! আপনি আমার গুরুর গুরু মহাগুরু! আপনার শ্রীচরণ দর্শনে আজ আমি ধন্য হ'লাম। গুরুদেব সর্ব্বদাই আপনার কথা বলেন; তিনি উপস্থিত যোগাশ্রমে গিয়াছেন শীঘ্রই ফিরে আস্‌বেন। এখন চলুন ঐ সন্নিকটস্থ মঠে বিশ্রাম ক'র্‌বেন। (জনার্দ্দনের প্রতি) চলুন ঐ মঠে বসে আপনার শুশ্রূষা করিগে ও রামায়ণ শুনাই গে।

[নৃসিংহদাস ও রত্নাবলী উভয়ের জনার্দ্দনকে লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাল—অপরাহ্ণ।

কাশী গঙ্গাতীরস্থ পথ।

জনৈক পতিতা রমণী ও মতিমালা।

মতি। কেন মা! আমায় অমন কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছ?

প-রমণী। সত্য বল মা, কেন এই যৌবনে যোগিনী সেজেছ?

মতি। মা! মলমূত্র পরিপূর্ণ এই রক্তমাংসের কদর্য্য দেহ, তুচ্ছ এই রূপ যৌবন এ ক দিনের? এর পরিণাম ত' ভস্মরাশি মাত্র মা!

প-রমণী। তোমার স্বামী কি সন্ন্যাস নিয়েছেন্?

মতি। সত্যই মা! আমার স্বামী কামিনীকাঞ্চনত্যাগী আত্মজয়ী মহাযোগী। যাঁর রামনাম গাঁথা মহাকাব্য রামায়ণ, ভারতের মধ্যে এক নব উত্তেজনার বন্যা ছুটিয়ে দিয়েছে।

প-রমণী। তিনি এখন কোথায় আছেন?

মতি। তিনি সর্ব্বদা ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হ'য়ে ঐ যোগাশ্রমে রামনাম গানে তন্ময় হ'য়ে আছেন।

প-রমণী। ওমা, তিনি ত' তুলসী ঠাকুর! তবে বুঝি তুমি তাঁর পত্নী রত্নাবলী?

মতি। না মা! আমি তাঁর চরণরেণুর যোগ্যও নই। তবে আমি সেই মহাদেবীর সামান্য একজন পরিচারিকা মাত্র।

প-রমণী। তবে তুমি তুলসী ঠাকুরকে স্বামী বল্‌ছো কেন বাছা? যারা সন্ন্যাসী তারা কেমন কোরেই বা পত্নীর মুখ দেখ্‌বে?

মতি। সত্য! কিন্তু যিনি মুক্ত আত্মা মহাপুরুষ! তাঁর আবার পাত্রাপাত্র ভেদাভেদ জ্ঞান কি? আজ তিনি আমার একলার স্বামী নন; তিনি পতিত পাবন—জগতের স্বামী। তাঁর নিকট এখন সর্ব্ব বৃক্ষ কল্পতরু সর্ব্ব পানীয় গঙ্গাজল; সকল স্থানই বারাণসীর সমতুল্য।

প-রমণী। তা বটে মা! কিন্তু তুমি ত' স্বামী সোহাগিনী হ'তে পাল্লে না! জলের সাম্‌নে থেকে কেন দারুণ পিপাসায় ফেটে মর্‌ছ'?

মতি। তিনি আমার কোন সাধ অপূর্ণ রাখেন নি। তাঁর নামের গুণেই আজ আমি ব্রহ্মচারিণী। তিনি একাধারে আমার স্বামী-গুরু-স্নেহময়ী মাতা—দণ্ডদাতা পিতা আত্মীয় স্বজন—আমার সর্ব্বস্ব! মা কামবৃত্তি চরিতার্থ করাই কি পত্নীর একমাত্র ধর্ম্ম? ভোগবাসনায় কে কোথায় তৃপ্তিলাভ ক'রেচে মা?

প-রমণী। মা আমায় ক্ষমা কর! আমি জগতের ঘৃণ্য পতিতা রমণী! স্বামীর মর্য্যাদা যে কেমন তা কোনদিন বুঝ্‌তে চেষ্টা করি নি। সতী শিরোমণি তুমি, আজ তোমার কৃপায় আমার চোখের পরদা সরে গেল—আজ

যেন আমি একটা ফুল্ল জোছনা রজনীর পবিত্র আলো দেখ্‌তে পাচ্চি। আমায় দয়া কর মা! জন্মান্ধকে মুক্তির পথ দেখানো, দুর্গন্ধ পূরিত পথের আবর্জ্জনাকে চন্দনে পরিণত করা সতীলক্ষ্মী তুমি, এ কার্য্য তোমাকেই শোভা পায়।

মতি। গুরু, তোমায় পার কোর্ব্বেন। যদি তাঁর পাদপদ্মে আমার কণামাত্র মতি থাকে, তবে তাঁর নাম গ্রহণ করে বোল্‌চি—আজ আমার স্পর্শনে তোমার যাবতীয় পাপ মলিনতা মহাপুণ্যে পরিণত হোক্। (পতিতা রমণীকে আলিঙ্গন করিলেন) এখন চল মা শুদ্ধচারিণী! গুরুর পাদপদ্মে স্মরণ নেবে চল।

(উভয়ের প্রস্থান।

(প্রেমানন্দের প্রবেশ)

প্রেমা। ব্রহ্মচারিণী মতিমালা তার প্রভূত ধন সম্পত্তি অনাথ আশ্রমে দান করে গুরু নামে পাগলিনী সেজেছে, সাধ্বী রত্নাবলীও ঐ প্রেমের নেশায় হাবু ডুবু খাচ্চে। আর তুলসী ঠাকুরের ত' কথাই নেই; সে পাগলা "রা" উচ্চারণ ক'র্‌তে না ক'র্‌তেই কেঁদে সারা। ভগবান! কখন কার প্রাণে কি ভাবে যে বাঁশী বাজাও তা তুমিই জান বংশীবদন!

কীর্ত্তন।

(হরি) পাগল করা বাঁশী তোমার আর থাক্‌তে না দেয় ঘরে।
করে আপন হারা উদাস পারা ডুবায়ে দেয় সে সুরে॥
বারেক যে শুনেছে ঐ মোহন ঝঙ্কার,
ওহে জাতি কুলমান কোথা আছে তার,

তোমার কুলনাশা বাঁশী, বাজি অহর্নিশি,
সতত ভাসায় আঁখিনীরে।
কেন যখন তখন বাজাও বাঁশী এমন ক'রে
(ওহে বংশীধারী উদাস স্বরে)
যে পড়েছে তোমার বাঁশরী ফাঁদে,
সে মরে হে দ্বিগুণ তৃষায় কেঁদে,
দাও দেখা দাও পিয়াসা মিটাও,
(ওহে) কাল সোণা এস হৃদি পরে॥

তৃতীয় দৃশ্য।

কাল—বসন্ত সন্ধ্যা।

যমুনা তীরস্থ পথ।

(নিয়তি ও পুরুষকার)

গীত।

পুরুষ। এবার ভাঙ্গব'লো তোর জারিজুরি
বিষে কর'ব বিষক্ষয়।

নিয়তি। তোমায় চোখের জলে কর'ব সারা
ঘুরিয়ে মারব বিশ্বময়॥

রেষারেষি দ্বেষাদ্বেষি উঠবে জ্বলে প্রবলতর,
তোমার বিদ্যেবুদ্ধি হার মানাব চূর্ণ করব অহঙ্কার ;

পুরুষ। বার বার আর জ্বালাসনে সই
তুই কথায় সুধু কাজে নয়।

নিয়তি। হওনা তুমি যত চতুর,
এক চালেতেই করব' ফতুর,

পুরুষ। সত্যি নাকি ও চাঁদমুখী,
ভাবিস না'ক দিবি ফাঁকি,

ওলো সুন্দরী তোর বুজরুকিটা দেখি এবার কোথায় রয়॥

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কাল—পূর্ব্বাহ্ন।

বারাণসী পুরী।

প্রস্তরময়ী ধেনুমাতার মূর্ত্তির সম্মুখস্থ চত্বর।

(ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ, তুলসীদাস, নৃসিংহদাস, জনার্দ্দনদাস, দেবদাস,
নিরঞ্জন, নবীন তাপসরূপী রত্নাবলী, মতিমালা
ও শিষ্যগণ ইত্যাদি)

তুলসী। পণ্ডিত সমাজ! আপনারা কি স্বীকার কচ্চেন না, যে পাপ মাত্রেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে?

১ম পণ্ডিত। বলনা হে, তর্কালঙ্কার ভায়া! আমার যে প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বের বচনটা মনে আস্‌ছে না?

২য় পণ্ডিত। 'মনুসংহিতায়' কি যেন একটা কথা আছে, সেইটে বল্‌তে পাল্লে আর "রঘুনন্দনের মত না বল্লেও হবে। তুমি ত' "সংহিতা ভাল করে পড়েছ, বচনটা আওড়াওনা!

৩য় পণ্ডিত। (জনান্তিকে) আমার বায়ু প্রধান ধাত, ভায়া! কিছুই যে মনে কর্ত্তে পাচ্চি না। ভারি মুস্কিলেই পড়া গেল যে। গোঁসাই ঠাকুর আমাদের মুখ্যু মনে কর্ব্বে। এ সময়ে ন্যায় বাগীশ দাদা এলে যে হোত গা! (প্রকাশ্যে) (ন্যায়বাগীশের প্রবেশ) এই যে ন্যায়বাগীশ দাদা আস্‌চেন। আসুন, আসুন, ন্যায় বাগীশ দা! গোঁসাইজী বল্‌ছেন, পাপ মাত্রেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে।

ন্যায়। পাপমাত্রেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে বই কি! তবে—জ্ঞানকৃত কতকগুলি উৎকট পাপ আছে যার তুষানল প্রায়শ্চিত্ত হয়ে থাকে।

তুলসী। তবে, এই জনার্দ্দন এখনো পাপী ?

পণ্ডিতগণ। নিশ্চয়, নিশ্চয়, অত্র সন্দেহ নাস্তি।

তুলসী। পাপমুক্ত না হ'লে রোগমুক্ত হ'ল কি করে ?

পণ্ডিতগণ। ঔষধে, দ্রব্যগুণে কি না হয় ? এ'কে পাপমুক্ত বল্‌তে পারি না।

১ম পণ্ডিত। অগত্যা সার্দ্ধদ্বাবিংশতি কার্যাপনী বরাটক দানাদি চান্দ্রায়ণ দু' একটা কল্লেও বোঝা যেত।

তুলসী। আচ্ছা, আপনাদের সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রে চান্দ্রায়নাদি প্রায়শ্চিত্ত করে, পাপী পাপ মুক্ত হয় এর কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে ?

পণ্ডিতগণ। নিশ্চয়, নিশ্চয়।

তুলসী। (কৃতাঞ্জলীপুটে) অনুগ্রহ করে' এক এক জনে বলুন।

ন্যায়। শুনুন, গোঁসাইজী! পাপী গোগ্রাস্ নিয়ে যখন ধেনুকে খাবার জন্যে অনুরোধ ক'রে, তখন পাপ থাক্‌লে ক্ষুধার্ত্ত হ'লেও ধেনু সেই নবশ্যামল শস্যরাশি স্পর্শ করে না। পাপমুক্ত হ'লে সেই ঘাসগুলি অবাধে ভক্ষণ করে।

নৃসিংহ। পাপীরে করিয়া ঘৃণা
বাড়াওনা এ বিশ্বের পাপ।
অনুতাপে তাপিত যে জন
কৃপার ভাজন সে ত' সবাকার ;
আছে ব্যাধি মহৌষধি তার ;

গরলে অমৃত ক্ষমা অপরাধ,
শান্তির প্রলেপ অশনি-সম্পাতে।

দেবদাস। কিবা আছে নামের সমান।
জ্ঞান কি অজ্ঞান কৃত
গোহত্যা কি ব্রহ্মহত্যা আদি
যে পাপের নাই পরিত্রাণ,
সেই পাপ হরে বারেকের তরে
অকুল অন্তরে স্মরি রাম নাম।
কহি নিঃসন্দেহে—
নাম, নামী, তুল্য মূল্য দোঁহে।

তুলসী। আচ্ছা, জনার্দ্দন! এই শুষ্ক শস্যরাশি মাথায় ক'রে এই প্রস্তরময়ী ধেনুর সম্মুখে ধর দেখি!

১ম পণ্ডিত। ও তর্কালঙ্কার ভায়া! ব্যাপার কিহে?

২য় পণ্ডিত। আরে রেখে দাও। উন্মাদ, উন্মাদ! গোঁসাইজীর মাথা খারাপ হ'য়েছে।

পণ্ডিতগণ। গোল কোরো না, দেখনা, দেখনা!

(জনার্দ্দন শস্যপূর্ণ পাত্র ধরিলেন,
গাভী শস্য ভক্ষণে বিরত রহিল)

তুলসী। কোথা আছ, পতিতপাবন! পরীক্ষায়
করহ উদ্ধার; পণ্ডিত সমাজ দেয় লাজ
কি ভীষণ মোরে! নাহি ভয় লাজ মানে;
অকলঙ্ক নামে তব কলঙ্ক রটিবে।

(আকাশবাণী)

তুলসী. ভকত শ্রেষ্ঠ! হ'য়োনা কাতর।
জনার্দ্দনে রত্না তব করে যদি ক্ষমা
নিষ্পাপ হবে সে তবে। তা' না হ'লে,
একপাদ পাপ তারে ঘেরিয়া রহিবে।

তুলসী। কোথা রত্না? কেমনে পাইব তারে?
অয়ি অশরীরী বাণী! অসম্ভব নেহারী সকলি।

(পুনরায় আকাশ বাণী)

অসম্ভব কেন ভাব! অসম্ভব হেন
কিছু আছে কি ধরায়—রামনামে
যাহা নাহি হয় সম্পাদন? ওই হের—
রত্না তব নবীন তাপস।

তুলসী। (রত্নার প্রতি) এঁ্যা রত্না! তুমি!
(বিস্মিত হইলেন)
সেই প্রেমময়ী মোর?
তরুণ তাপস মূর্ত্তি করিয়া ধারণ
আমারি কারণ,
সহিলে বিবিধ ক্লেশ ভ্রমি নানা স্থানে।
করিলে সাহায্য মোরে সাধন সংগ্রামে।
কেন এ ছলনা দেবি!

রত্নাবলী। হৃদয় বল্লভ!
দেবতা দুর্ল্লভ ধনে করিতে সন্ধান
অভাগীর বাক্যবাণে হইয়া ব্যথিত

বাহিরিলে যবে হায় ত্যজিয়া রত্নায়;
অনুতাপ প্রচণ্ড অনলে
পুড়িল মরম মোর;
সেই দিন সেই মাহেন্দ্রক্ষণে
গুরুর আদেশে বাহিরিনু।
কিন্তু পথ ভুলি ভীষণ কাননে
হ'নু উপনীত; দুষ্ট জনার্দ্দন তথা
মোহ বশে মোরে আক্রমিল।
নারিনু সহিতে;
ক্রোধভরে দিনু অভিশাপ;
তেঁই পায় এতেক সন্তাপ জনার্দ্দন তব।
গুরুর কৃপায়,
পাইনু বিপদে ত্রাণ;
পরে, তাঁহারি আদেশে
ক্ষত্রবীর বেশে
গিয়াছিনু করালী মন্দিরে।
এই সেই গুরু মম বিপদকাণ্ডারী।

প্রেমানন্দ। কেবা কার গুরু!
হের ঐ বিশ্বগুরু সম্মুখে তোমার—
প্রসারি কমল কর
ডাকিছেন বিশ্ববাসীগণে।
যাও মাগো! পুণ্য তোয়া সাগরগামিনী
মিশে যাও ঐ সাগর-সঙ্গমে।

তুলসী। মহাভাগ!
বহু ভাগ্যবলে আজ লভিনু দর্শন;
এতদিনে চিনিয়াছি কে তুমি দেবতা—
নিষ্কাম সাধক নির্ব্বিকার
কর্ম্মরূপে ধর্ম্ম অবতার।
নমি পায় হে মুক্ত পুরুষ!

রত্নাবলী। (জনার্দ্দন সমীপে উপস্থিত হইয়া)
জনার্দ্দন! ক্ষমিলাম তব অপরাধ,
মম সাধ হইল পূরণ;
প্রেমের ঠাকুর আজ করে আকিঞ্চন
দেখিবারে অভাগী রত্নায়।

জনার্দ্দন। মা, মা! করুণার জীবন্ত প্রতিমা,
প্রণমে সন্তান তব শ্রীপাদ কমলে। (প্রণাম)

রত্নাবলী। দাও শষ্প ধেনু-জননীরে।

জনার্দ্দন। এস মা পাষাণময়ী লক্ষ্মী-স্বরূপিণী
ধেনু-মাতঃ! মম শষ্প করহ গ্রহণ।
(ধেনু শষ্প খাইতে লাগিল)

পণ্ডিতগণ। আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য; মহাপুরুষ গোঁসাইজী
আজ হ'তে শিষ্য মোরা তব;
গুরুদেব! ক্ষম অপরাধ মো সবার আজি।
বুঝি নাই নামের মহীমা;
শুষ্ক তর্কে কাটায়েছি দীর্ঘ কালগুলি।
গুরুদেব! গুরুপত্নী! প্রণমি চরণে মোরা।

রত্নাবলী । হৃদয় দেবতা !
ক্ষমা কর দাসীরে তোমার,
ভুলে যাও মম পূর্ব্ব অপরাধ ।

তুলসী । রত্না ! নারীরত্ন তুমি ।
তব সম অমূল্য রত্নের যেবা অধিকারী
কি অভাব আছে তার ।
করি আশীর্ব্বাদ—
অহিতুকি ভক্তি করি লাভ
দেখাও জগতে প্রেমের মহীমা ।

নৃসিংহ । হের ভক্তগণ !
রত্নাবলী সনে তুলসী আমার,
মনে হয়, "লক্ষ্মী নারায়ণ"
ছাড়ি গোলক ভবন,
ভক্ত বাঞ্ছা পুরাইতে আজি
হ'য়েছেন অবতীর্ণ বারাণসী ধামে ।

নিরঞ্জন । (তুলসীর প্রতি) গুরু গুরু শান্তিময় !
তুমি মম যাগ যজ্ঞ সাধন ভজন
প্রাণ রূপে এ শরীরে কর অবস্থান ।
ঋণ তব কেমনে শুধিব,
গুণ তব কেমণে গাহিব,
তুমি নিজে প্রভু নিজের তুলনা—
পর কর আপনার জনা
পর লাগি দিয়ে আত্মবলী ।

তুলসী। রাম নাম কর সদা গান,
রাম নাম কর সদা পান
রাম নামে হও আত্মহারা।

দেবদাস। বহিছে প্রেমের স্রোত
ভেসে গেল ধরা।
কে কোথা আছ দীন হীন অন্ধ আতুর,
খঞ্জ, পাপভরা-হৃদয় লইয়া—
এস সবে এ তীর্থ মন্দিরে।
ধুয়ে যাবে রাম নাম মহা প্রেম স্রোতে
রোগ শোক পাপ পঙ্কিলতা যত।
দ্বৈতাদ্বৈত বাদী যারা
বিশিষ্ট অদ্বৈত কিম্বা যারা মায়াবাদী,
সংশয় যাহার প্রাণে উঠিছে জাগিয়া,
এস সবে গুরুর চরণে।
ঘুচে যাবে ধাঁধাঁ—
কেটে যাবে বাধা,
গুরুদত্ত "দ্বি অক্ষরী" মহামন্ত্র গুণে।

তুলসী। (মতিমালার প্রতি) দেবী!
চলিলাম তীর্থ পর্য্যটনে।
আজ হ'তে তব করে
সমর্পিনু আশ্রমের ভার।
ওগো তপস্বিনী!
তব প্রতিষ্ঠিত এই যোগাশ্রম

সাধকের মহাতীর্থে হবে পরিণত ;
দীন দুঃখী যত, কিবা বিশ্ববাসী জন
হবে তুষ্ট সবে তব সেবাব্রত করিয়া গ্রহণ।

মতিমালা। গুরু, গুরু, সর্ব্বান্তর্য্যামীন !
এতদিনে মনোভীষ্ট করিলে পূরণ ;
আজি কৃতার্থ হইল দাসী
অযাচিত কর্ম্মভার লভি।
করুন আশীষ দেব !
যেন দিতে পারি আত্মবলি অতিথী পূজায়।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কাল—প্রভাত।

বারাণসী রাজপথ।

নাগরিকগণ।

১ম নাগ। বাপ রে, বাপ্‌রে! তুলসী ঠাকুরের আশ্রমে, আজকাল কি ভয়ানক ভীড় হ'চ্চে। রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধনী, কত বড় বড় পণ্ডিত, কত বিখ্যাত বিখ্যাত সাধু, কত শতশত ব্যাধিগ্রস্থ নর-নারী, সর্ব্বদাই তুলসী ঠাকুরের—পায়ের তলায় গড়াগড়ি দিচ্চে।

২য় নাগ। ভাই পঞ্চানন! তাঁর অলৌকিক দৈববলের কথা ত' সকলি শুনেচ। তিনি যাকে যা দেবেন—যাকে যা ব'ল্‌বেন তা ফল্‌বেই ফল্‌বে। অমনতর ক্ষমতাবান্ সাধু কেউ কখনো দেখেচে ব'লে বোধ হয় না।

৩য় নাগ। বলি ও চক্কোত্তি ভায়া! আমার এ দাঁত কন্‌কনানি আর বুক ধড়ফড়ানিটা, যদি তার কোন দাওয়ায়ে ভাল করাতে পার, তা হ'লে বুঝ্‌বো যে সন্ন্যাসী কিছু জানে বটে?

৪র্থ নাগ। আমার বাঘিনীসম পত্নীটাকে, কিছুতেই ত' বাগাতে পাচ্চিনে। মাগী, তার নথের ফাঁদে, আমায় এক গোলোক ধাঁধাঁয় ফেলেছে। তুমি ভাই আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চল, যদি এর কোন একটা প্রতিকার হয়।

১ম নাগ। চল চল, শিগ্‌গীর চল, শিগ্‌গীর চল! এখনও বেশী বেলা হয়নি, এর পর লোকের ভীড়ে সাধুর দর্শন পাওয়া কঠিন হবে।

সকলে সমস্বরে। তবে চল, চল, খুব তাড়াতাড়ি যাওয়া যাক্।

[বেগে সকলের প্রস্থান।

(নাগরিকাগণের প্রবেশ)

গীত।

নাগরিকাগণ—

আয়লো দিদি, দেখে আসি নূতন সন্ন্যাসী।
টাকা কড়ি চায়নাকো সে, রামজী বল্লেই হয় খুসী॥
হাত দেখে সে বল্‌তে পারে
কার ভাতার যায় পরের ঘরে;
(আবার) মাতুলি দিয়ে ভাল করে হয় যদি সে পরদেশি॥
সন্নিসীর ঔষধ খেলে,
বাঁজা নারী পায় গো ছেলে,
যায় গো চলে শূল হাঁপানি, যক্ষ্মা রোগীর যায় কাসি॥

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

উজ্জ্বল—প্রভাত।

কাশী—তুলসী-আশ্রম।

তুলসীদাসের জনৈক শিষ্য ও মুরারী খাঁ।

তু-শিষ্য। গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্ত বিরচিত পবিত্র মহিম্নস্তোত্র পাঠ ক'রে, আপনি এক রকম ব্যাখ্যা কল্লেন, আমি আবার তারই অনুরূপ ব্যাখ্যা কর্‌তে পারি। আপনি ব'ল্‌চেন্, শঙ্করের গুণ বর্ণনাই ভক্ত কবিরা অভিপ্রেত; আমি ব'ল্‌চি, শ্রীহরির গুণ বর্ণনাই ভক্তের অভিপ্রেত ছিল।

মুরারী। তা সংস্কৃত ভাষায় দু'একটা কবিতার অর্থ হয় ত' গৌণ কনায় ক'রে, টেনেমেনে সন্ধিফন্ধি গুলো অন্য রকম ঘটিয়ে, অন্য—মানে কর্ত্তে পারেন কিন্তু মহিম্নস্তব যে শঙ্করের, তাতে সন্দেহ নাই।

তু-শিষ্য। তা কেন পণ্ডিতজী! ইচ্ছানুসারে আপনি ঐ স্তোত্রের যে কোন শ্লোক আমায় জিজ্ঞাসা করুন, আমি হরি পক্ষে ব্যাখ্যা কর্ব্বই।

মুরারী। আচ্ছা, এই শ্লোকটীর অর্থ করুন—

রথঃ ক্ষৌণী যন্তা শত ধৃতিরগেন্দ্রো ধনুরথো
রথাঙ্গে চন্দ্রার্কৌ রথচরণ পানিঃ শর ইতি।
দিধক্ষোস্তে কোহয়ং ত্রিপুর তৃণমাড়ম্বর বিধি
র্বিধেয়ে ক্রীড়ন্ত্যো ন খলু পর তন্ত্রাঃ প্রভুধিয়ঃ॥

তোমার কাছে যে তৃণের তুল্য সেই ত্রিপুরাসুরকে ধ্বংস কর্ত্তে অভিলাষী হ'লে পৃথিবী তোমার রথ হয়েছিলেন, ব্রহ্মা তোমার সারথী হ'য়েছিলেন, সুমেরু তোমার ধেনু হ'য়েছিলেন, চন্দ্র ও সূর্য্য তোমার রথের চক্র হ'য়েছিলেন, চক্রপাণি বিষ্ণু তোমার বাণ হয়েছিলেন। এত আড়ম্বর কেন? তাই বলি, অধীনদিগকে নিয়ে খেলা করলে প্রভুদিগের বুদ্ধি পরাধীন হয় না।

তু-শিষ্য। কেন? ত্রিপুর তৃণম্ অর্থাৎ ত্রীণি ত্রিকূটগিরি শৃঙ্গানি পুরং আশ্রয়ো যস্য তৎ ত্রিপুরং, অর্থাৎ ত্রিকূটগিরির শিখরাশ্রিত লঙ্কাপুরকে, দগ্ধ কর্ত্তে ইচ্ছুক হ'লে পৃথিবীর মত বৃহৎ রথ ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রেরিত হ'য়েছিল, সারথি ইন্দ্র তুল্য, ধনু সুমেরু সদৃশ, চক্রদ্বয় চন্দ্র ও সূর্য্যের তুল্য, বাণ বিষ্ণুর তুল্য অর্থাৎ নিজেরই সমান। এত আড়ম্বর কেন?

কেন মহাভাগ! এত অনুরাগ তব
শঙ্করের প্রতি শ্রীকৃষ্ণে বিরাগ?
হরি হরে ভেদবুদ্ধি পতনের সেতু;
কহ, কোন্ হেতু করিছ সংশয়?
একই প্রকৃতি হ'তে হরি হর জাত;
প্রত্যয়ের ভেদে ভিন্নরূপে হয় হে প্রতীত।
সাধকের হিতের লাগিয়া
ভিন্ন ভিন্ন মুরতি কল্পনা।
তুরীয় চৈতন্য যিনি দেবের অতীত,
পরব্রহ্ম, পরাৎপর, নিত্য, নিরঞ্জন—
যাহার যেরূপ রুচি, শুচি ভাবে ভাবিলে তাঁহারে
সেই রূপে তার বাঞ্ছা করেন পূরণ,

গীতা তার প্রতিচ্ছত্রে করিছে ঘোষণা।

মুরারী। তা হ'লে অদ্বৈত বাদ গ্রাহ্য সকলের;
ভিন্ন ভিন্ন দেবতায় কিবা প্রয়োজন?
কেন হেরি এত আয়োজন? বহুকাল হ'তে,
ভারতে বিবিধ দেব-মন্দিরের চূড়া
উচ্চ শিরে এখনো রহিয়া, সাক্ষ্য দেয়
বহু দেব বাদ। আজিও সন্ধ্যায়
শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসরের রোলে
তোলে এক পবিত্র লহর; গন্ধ, পুষ্প
ধূপামোদে হয় আমোদিত মন্দির ভিতর।
কেন তবে এত আড়ম্বর? একমাত্র
ব্রহ্মবস্তু করিয়া নির্ভর সাধক অন্তর,
কেন নাহি চাহে মুক্তি ধনে?
কেন হেথা তব ভক্ত মত্ত সঙ্কীর্ত্তনে?

তু-শিষ্য। বেদান্তে অদ্বৈত বাদ নহে সাধারণ;
শম, দম, উপরতি তিতিক্ষা সাধন হ'য়েছে যাঁহার,
সর্ব্ব ভূতে সমজ্ঞান করে যেই জন,
নিষ্কাম করম কান্ত করি' সমাপণ শুদ্ধ মন যাঁর,
অধিকার একমাত্র বেদান্তে তাঁহার।
দুর্ব্বল কলির জীব হ'য়ে ভ্রষ্টাচার
ব্যভিচার করে অহরহঃ! কহ, হে পণ্ডিতবর!
মলিন অন্তর ল'য়ে হইবে কেমনে
বেদান্তের শুদ্ধ অধিকারী?

(রামায়ণ হস্তে তুলসীদাসের প্রবেশ)

তুলসী। কোথায় বিচার প্রার্থী পণ্ডিত প্রবর?
পেয়েছ কি শিষ্য পাশে প্রশ্নের উত্তর?
এখনো সন্দেহ তব থাকে যদি মনে,
মীমাংসা লিখিত এই হের রামায়ণে।
যে যে প্রশ্ন জাগে তব পণ্ডিত সুধীর!
কর পাঠ ক্ষণকাল, হইবে সুস্থির।

মুরারী। (পুস্তক লইয়া) শিষ্য তব পরম পণ্ডিত
মিটে নাই কিন্তু তৃষ্ণা মোর।
(পুস্তক খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন)
একি! যে যে প্রশ্ন জেগেছিল হৃদয়ে আমার
সুন্দর মীমাংসা তার প্রথম অধ্যায়ে
জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা। শৈব শাক্ত,
গাণপত্য, সৌর সম্প্রদায় সকলেরি
হবে ইথে মহা উপকার।
বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ, রামানুজ যাহা
প্রকাশিল দাক্ষিণাত্য ভূমে,
আছে তাহা সুস্পষ্ট ইহায়।
অদ্বৈত বাদের গবেষণাগুলি
গীষ্পতি গভীর জ্ঞান গর্ব্ব খর্ব্ব করি'
সর্ব্ব স্থানে দেখিতেছি দ্বিতীয় অধ্যায়ে।
জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তিধারা সদা প্রবাহিত
ত্রিপথ গামিনী সম! ধন্য, কবিবর!

ফুটিয়াছে কবিত্ব প্রতিভা !
ভাবের গাম্ভীর্য্য ইথে রহে বিদ্যমান,
রচনা তাৎপর্য্যে মোর কেড়ে লয় প্রাণ।
কবি তুমি, জ্ঞানী তুমি, ভক্ত অবতার।
তব পদে পুনঃ পুনঃ করি নমস্কার।

তুলসী। ছিঃ ছিঃ, একি—ভাই মুরারী তোমার !
দীন হীন আমি।
জগতের স্বামী শ্রীরামের পুণ্য কথা মালা
গেঁথেছি মলিন মনে ; কিন্তু অভাজনে
অপার করুণা তাঁর, এই লেখনী চালনে
সঞ্চারিলা তিনি শক্তি, ভক্তিহীন আমি
কি করিতে পারি ? করুণা তাঁহারি,
তাই, পাইয়াছ প্রশ্নের উত্তর।
চল এবে মন্দির ভিতরে
শ্রীরাম পবিত্র গাঁথা গাহিব দু'জনে।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

কাল অপরাহ্ন।

দরবার গৃহ।

সুবাদার, ওয়াজেদআলী, ওমরআলী ও পারিষদবর্গ।

ওমরআলী। (কুর্ণিশ করিয়া) খোদাবন্দ! এতে ন্যায়ের মর্য্যাদা কিছুমাত্র লাঘব হয়নি। কাফের তুলসীদাসকে বন্দি করা ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্যই হয়েছে!

সুবাদার। ওমরআলী! সেই হিন্দুর গর্ব্ব দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। মেহেরবান খোদাতাল্লা যাকে আজ বাংলা বিহারের রাজদণ্ড হাতে দিয়েছেন, যাঁর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ অর্দ্ধ ভারতবর্ষ আনন্দিতচিত্তে অবনত মস্তকে বহন কচ্চে, যার যশ মান কীর্ত্তি গন্ধবাহি বাতাসের মত সারা পৃথিবী ছড়িয়ে পড়েছে, তাকে সে কাফের একটা কূর্ণিশও কল্লেনা। ধিক, হিন্দু! ধিক্ তোর বিজাতিয় বিদ্বেষে, শত ধিক্—তোর কুসংস্কার ভাবাপন্ন—জাতিয় গরবের নীচ প্রবৃত্তিগুলিকে!

ওমরআলী। এ গোলামের গোস্তাফি মাপ হোক জাহাঁপনা সেই ভণ্ড ফকিরটার প্রাণদণ্ড আজ্ঞা দেওয়াই কর্ত্তব্য ছিল!

সুবাদার। না না, খোদার রাজত্বে কারুর মরা হবেনা সে অতিবড় শত্রু হলেও তাকে বাঁচতে হবে, এই শস্য শ্যামলা পর্ব্বত মেখলা সরিৎ সাগর পরিপূর্ণা কাকলিকুল গুঞ্জিতা, ফল পুষ্প সুসজ্জিতা, বসুন্ধরার স্নিগ্ধতম বক্ষ হতে, একটা ভীষণ অভিসম্পাতের বিষে জর্জ্জরিত পশুর মত, কারেও

চীর-নির্ব্বাসিত করা এযে ইস্‌লাম ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। বেঁচে থাক্‌লে একদিন না একদিন তার মন খোদার পদতলে ফিরে আসতে পারে; মস্‌নদে বসা আর সূক্ষ্ম সূত্রাধারে দোদুল্যমান্ শানিত কৃপাণতলে মস্তক রক্ষা করা এযে উভই সমান। তবে ন্যায় বিচারে কাফেরের ধৃষ্টতার উপযুক্ত প্রতিফল আমি প্রদান করব।

ওয়াজেদ। আমাদের গর্ব্ব কর্‌বার একমাত্র আপনি। আপনার মত সুদূর-দর্শি উদারচেতা সম্রাট্ লাভ করে, আমরা নিজেদের বিশেষ সৌভাগ্যবান্ মনে করি। রত্নপ্রসবিনী ভারত, আপনার ন্যায় অমূল্য রত্ন দান করে রত্নপ্রসবিনী নাম সার্থক করেচেন। খোদা করুন, যেন শীঘ্র দিল্লীর সিংহাসন আপনার দ্বারায় অলঙ্কৃত হয়।

সুবাদার। মানুষ আশার দাস, খোদার ইচ্ছা হ'লে হয় ত এই মুকুলিত আশা অবিলম্বে ফলবতী হতে পারে।

সকলে। নিশ্চয়, নিশ্চয়, খোদার কৃপায় শীঘ্রই আপনি দিল্লীর সিংহাসনে বস্‌বেন।

ওয়াজেদ। জাহাঁপনা! আমি স্বচক্ষে দেখে এলেম্ সে ফকির নির্ভিকচিত্তে কারাযন্ত্রণা ভোগ কচ্চে। মুখে বিষণ্ণতার লেশমাত্র নেই, আর আমাদের প্রদত্ত দানাপানিও একেবারে স্পর্শ করেনি।

সুবাদার। দুদিন—দুদিন বাদেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে; অমন আত্ম-নির্ভর-শীলতা আমি অনেকের দেখেছি, কিন্তু কেহই শেষ রক্ষা কত্তে পারেনি। তোমরা সকলেই শুনেছ, তুলসীদাস অনেক অনেক আশ্চর্য্য কাজ করেছে, মহৎ মহৎ রোগ সারিয়েছে, ধর্ম্মমূলক কেতাবও লিখেছে অনেক, এবং বিচারে বড় বড় পণ্ডিতদের হারিয়েছে। কিন্তু সে মূর্খ—আমার মহৎ উদ্দেশ্যের নিকট আজ পরাজিত।

ওমরআলী। যদি বলতে বাধা না থাকে তবে হুজুরের মন্তব্যটাকি বান্দারা শুন্‌তে পায়না।

সুবাদার। আমার উদ্দেশ্য সকল ধর্ম্ম সমন্বয় করা। আর খোদা, এক কি দ্বিতীয় এর বিচার করা, সেই জন্যই আমি তাকে সাদরে আহ্বান করেছিলেম। যদি সেই হিন্দু, বিজাতিয় গরবে অন্ধ না হ'ত, তবে পবিত্র কোরাণ সরিফের সজিবতা মুলক প্রমাণে বিজাতিয় বিদ্বেষ দূর কত্তুম। এতে জগৎ দেখ্‌তো ঈশ্বর এক, দুই নয়।

সকলে। নিশ্চয়! নিশ্চয়!

ওমরআলী। হুজুর যে সময় তাকে কোন অলৌকিক কার্য্য দেখাতে বল্লেন, তখন সে বেইমান্ আপনার মুখের উপর বল্লে কি না "আমি বাজীকর নয়" ঈশ্বর সকল কর্ম্মের নিয়ন্তা, এতে আমার কলিজার ভিতর বড় আঘাত লেগেছে।

ওয়াজেদ। হায় কাফের! খোদা আর তার প্রতিনিধি সম্রাট, উভয়ই যে এক—এ তুই বুঝলি না।

সকলে। নিশ্চয়! নিশ্চয়! খোদাবন্দ আমাদের সাক্ষাৎ আল্লারস্বরূপ।

সুবাদার। হাঁ! যখন শাসনকর্ত্তা আমি, তখন আসল নকল প্রমাণে ধূর্ত্তের ধূর্ত্তমী, শয়তানের শঠতা নাশ করা আমার রাজধর্ম্ম। আমি আর একবার তাকে পরীক্ষা করব। ওয়াজেদ! এখন যাও সে বামুণকে গো-মাংস ভক্ষণ করাও গে, যদি সে ফকির যথার্থ খোদার জানিত হয়, তবে কিছুতেই দ্বিধা বোধ করবে না। আর যদি ফকির হয়ে বাচবিচার করে, তবে এই শানিতকৃপাণতলে সে ভণ্ড মস্তক প্রদান করবে। এখন তবে সভা ভঙ্গ হোক, নামাজের সময় আগত প্রায়।

[সকলের প্রস্থান ও নেপথ্যে দামামা ধ্বনি হইল।

অষ্টম দৃশ্য।

কাল—চাঁদিমা রজনী।

সুবাদার নন্দিনী দলিয়ার কক্ষ।

দলিয়া ও বাঁদী।

দলিয়া। যার রূপের গৌরবে, আজ বাঙ্গলা বিহার এমন কি সমস্ত ভারতবর্ষ মুখরিত; যাকে একবার দেখ্‌বার জন্য আমীর ওমরাহগণ লালায়িত; যার পাণিপ্রার্থনা ক'রে—কতশত সম্ভ্রান্ত প্রেমিক তৃষিত অন্তরে দীন নয়নে, ভিক্ষুকের মত গৃহ দ্বারে অবস্থান করচে, তাকে প্রত্যাখ্যান কোরেচে কিনা একটা ফকির। বাঁদী, বাঁদী! আমি যে আশ্চর্য্য হ'চ্চি!

বাঁদী। খোদার কসম, সাহাজাদী! আমার কথা বিন্দুমাত্র মিথ্যা নয়।

দলিয়া। (স্বগতঃ) তবে কি সত্যই তুলসীদাস খোদাতাল্লার জানিত মহাপুরুষ! না সে যাদুকর, আমার মনের কথা জান্‌তে পেরে এই পরীক্ষা জাল ছিন্ন কোরেচে?

বাঁদী। সাহাজাদী! একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

দলিয়া। তুই নির্ভয়ে বল! আমার কাছে তোর সঙ্কোচ করবার কোন কারণ নেই?

বাঁদী। একটা ভিক্ষুক ফকিরের সঙ্গে নবাবজাদীর এরূপ ছলনার তাৎপর্য্য কি?

দলিয়া। বাঁদী! আমি সকলের মুখে শুনেচি, অলৌকিক গুণ সম্পন্ন সেই ফকির, কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী মহাপুরুষ। কিন্তু আমি কারো কথা বিশ্বাস কর্‌তে চাইনা, সেই হেতু তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য এই ছলনা জাল বিস্তার ক'রেচি।

বাঁদী। তা ব'লে, একটা অপরিচিত পুরুষকে এরূপ ভাবে প্রেম-পত্র লেখা ভাল হ'য়েচে কি? যদি সে কাফের আপনার প্রস্তাবে সম্মত হ'তো?

দলিয়া। তা'হ'লে তাকে সেই মুহূর্ত্তে জাহান্নমে দিতাম, মাটীতে পু'তে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াতাম। যদি কোন শয়তান তার বাহ্য আড়ম্বরে দেশকে ভুলিয়ে সকলের সর্ব্বনাশ ক'রে বেড়ায়, তবে দলিয়া—চোখের সাম্‌নে সেই বিষ দৃশ্য দেখ্‌তে পার্‌বে না।

বাঁদী। আপনার পিতাও ত' তাঁর দৈবশক্তি দেখ্‌তে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কোন কিছুই দেখাতে পাল্লেন না। আর এ ছাড়া সে দাম্ভিক সুবাদারের দরবারে এসে, সুবাদার সাহেবকে একটা কুর্ণিশও করেনি। একটা সামান্য ফকিরের এত অহঙ্কার, প্রকাশ্য দরবারে দাঁড়িয়ে বল্লে কি না "একমাত্র দুনিয়ার মালিক ভিন্ন কারুর নিকট শির নোয়াবে না।

দলিয়া। বাঁদী! সেই জন্যই ত' পিতা তাঁকে কারাগারে দিয়েচেন। শত চেষ্টায় পিতা যার অন্তর পরীক্ষা ক'র্‌তে পারেন নি, আজ আমি সহজেই সামান্য একখানা প্রেমলিপি পাঠিয়ে তার উন্নত চরিত্রের বিশেষ পরিচয় গ্রহণ কল্লুম। এখন যে কোন প্রকারে পারি সেই মহাপুরুষকে মুক্তিদান ক'রে—এর উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান ক'র্‌বো। (স্বগতঃ) তবে বাঁদীর কথায় আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'র্‌তে পার্‌চিনা, কাল নিজেই একবার সেই ফকিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আবার এ পরীক্ষার অবতারণা ক'র্ব্বো।

(প্রকাশ্যে) বাঁদী, বাঁদী! অনেক রাত হ'য়ে গেছে এখন তুই একখানা গান গা, আমি তোর গান শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়ি।

[পালঙ্কোপরি শয়ন।

গীত।

বাঁদী—

অজানা দেশের ছবি কে জানে কেমন।
সজল নয়ন দুটি, মন প্রাণ লয় লুটি,
সাধ হয় যাই ছুটি, দেখি সে কেমন॥
মধুর সেতার তার, বাজে যেন অনিবার,
কি যেন জাগিয়া সই, দেখিলো স্বপন।
গভীর ভাবের রাশি, কখ'ন ফুলের হাসি,
কোমলে কঠিনে মিশি, বিচিত্র গঠন॥

(বাঁদীর গান শুনিতে শুনিতে দলিয়া নিদ্রিতা হইলেন)

নবম দৃশ্য।

কাল—রাত্রি।

কারাগৃহ।

তুলসীদাস ও ওয়াজেদআলী।

তুলসী। কারাধ্যক্ষ! রুক্ষ বাক্য কর পরিহার;
বারংবার করিতেছি মানা, দিওনা দিওনা
অস্পৃশ্য যবন স্পৃশ্য কুখাদ্যের রাশি;
নাহি ভালবাসি, ইষ্টদেবে নাহি করি নিবেদন

ওয়াজেদআলী। খোদার ইচ্ছায় তুমি যদি জ্ঞানবান্
তবে, যবনে ব্রাহ্মণে কেন ভাব ভেদ জ্ঞান?
এক'ই আকাশ তলে করিছে বসতি,
একই ভাস্কর করে হয় উজ্জীবিত
হিন্দু ও যবন। একই বিধাতা
রচিলা বিচিত্র সৃষ্টি।
কি প্রভেদ যবনে, ব্রাহ্মণে?
রুচি ভেদে খাদ্যের বিধান।
বিশেষতঃ বন্দী তুমি—
কোথা পাবে হবিষ্যান্ন যবনের গৃহে?

তুলসী। যবন জনমে নয়, যবন করমে।
প্রেম ভক্তি বিহীন ব্রাহ্মণ

শ্রীনন্দনন্দনে নাহি লভে কোন কালে।
ঈশ্বর প্রেমিক ভক্ত হইলে যবন
ব্রাহ্মণ কহিব তারে,
দরাফ্ দৃষ্টান্ত তার দেখহ সুন্দর।
কিন্তু, যাহার প্রদত্ত খাদ্য আসিয়াছে হেথা—
করমে যবন সেই,
তেঁই তার পাপ অন্ন করিলে গ্রহণ
মরম মলিন হবে;
বিশেষতঃ কহিবে অপরে,
গোঁসাই গোমাংসে করে উদর পোষণ—
যবনের কারাগৃহে! এ দৃষ্টান্তে
সমাজ হইবে বিশৃঙ্খল; নতুবা,
যে খাদ্য অখাদ্য বলি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে
বর্জ্জিলা ধরায়, ইষ্টদেবে নিবেদিলে তায়
স্বর্গীয় পীযুষ অন্নে হ'বে পরিণত।
স্থান, কাল রুচিভেদে খাদ্য নিরূপণ
জানি তাহা; কিন্তু কহ! পশু বিনে করিছে কেমনে
একে অপরের মাংসে উদর পূরণ?
জীব হ'য়ে জীব রক্তে মিটায় পিপাসা
পশু ধর্ম্ম নহে মানবের!

ওয়াজেদ। উত্তম! বায়ু ভক্ষি রহ কারাগারে।

(কারাগৃহের দ্বার ব করণ ও দলিয়ার প্রবেশ)

দলিয়া। ওয়াজেদ!

ওয়াজেদ। সুবাদার কুমারী! (কুর্ণিশ)

দলিয়া। হাঁ, ওয়াজেদ! আশ্চর্য্য হ'চ্চ? বিশেষ কার্য্যে তোমার কাছে এসেচি।

ওয়াজেদ। বলুন, সাহাজাদী! এ বান্দা সাহাজাদীর হুকুম তামিল কর'বে।

দলিয়া। কারাগৃহের চাবি দাও।

ওয়াজেদ। একি অসম্ভব প্রার্থনা!

দলিয়া। বিশেষ প্রয়োজন, চাবি দাও।

ওয়াজেদ। তা, কি ক'রে পারি, সাহাজাদী!

দলিয়া। আমি কি ক'রে তোমার প্রাণ রক্ষা করেছিলুম, ওয়াজেদ!

ওয়াজেদ। সত্য, সাহাজাদীর করুণায় সুবাদারের দরবারে র'জদ্রোহী প্রমাণিত হ'য়েও অব্যাহতি পেয়েছি। প্রাণ দিয়েও সে উপ-কারের শোধ কর'বে গোলাম। কিন্তু চাবি দেওয়া যে আর একটা নূতন অপরাধ হবে—সাহাজাদী!

দলিয়া। অপরাধ যতই গুরুতর হোক্ না কেন, চাবি তোমায় দিতেই হবে।

ওয়াজেদ। (স্বগতঃ) চাবি দেবো? কেন! সুবাদার বিশ্বাস ক'রে কারাধ্যক্ষের পদে আমায় নিযুক্ত ক'রেছেন, একটী বন্দীও যদি পালায়, তা হ'লে আমাকে জবাবদিহি ক'রতে হবে। যদিও সুবাদারের কাছে সত্যি মিথ্যে যা' হোক্ একটা বুঝিয়ে দিতে পারি, কিন্তু খোদার কাছে কি জবাব দেব?

দলিয়া। কি ভাবছো ওয়াজেদ! সুবাদার নন্দিনীর প্রার্থনা কি তবে বিফল হবে?

ওয়াজেদ। সাহাজাদী! সত্যই আপনার ঋণ এ জন্মে শোধ কর্ত্তে পার্‌ব না।

দলিয়া। খুব পার'বে; আজ আমি এক মহান্ কর্ম্মে এখানে এসেছি, তা থেকে উদ্ধার কল্লেই তোমার ঋণ শোধ হবে ওয়াজেদ!

ওয়াজেদ। সে কর্ম্ম যে কি তা কি শুনতে পাইনা সাহাজাদী!

দলিয়া। বল্‌তে বাধা না থাক্‌লেও, আপাততঃ বলছিনা, ক'ল প্রভাতে জান্‌তে পার'বে। এখন চাবিটা দাও।

ওয়াজেদ। যদি না দিই, তবে কি হবে, সাহাজাদী!

দলিয়া। আমি যদিও কিছু না কর্ত্তে পারি; কিন্তু খোদার বিচারে একদিন না একদিন কিছু হবেই।

ওয়াজেদ। চাবি দিলেই কি খোদা আমায় এ নূতন অপরাধ থেকে অব্যাহতি দেবেন, সাহাজাদী!

দলিয়া। তবে চল্লুম, ওয়াজেদ! আজ উপকারের প্রত্যুপকার ভাল রকমই কল্লে? (প্রস্থানোদ্যত)

ওয়াজেদ। যাবেন না সাহাজাদী! এই নিন্ চাবি।

দলিয়া। এই নাও মুক্তার মালা, এ কর্ম্মের পুরস্কার। আর পাঁচ হাজার আসরফি কাল তুমি পাবে, তোমায় আর চাক্‌রি ক'রে খেতে হবে না।

ওয়াজেদ। মাপ্ ক'রবেন সাহাজাদী! ওয়াজেদ বিশ্বাস ঘাতকতার বিনিময়ে সাম্রাজ্যও চায় না। কেবল ঋণ শোধ সাহাজাদী! ঋণ শোধ। আদাব। (চাবি প্রদান করিয়া প্রস্থান)

[দলিয়ার আদেশে অন্যান্য কারারক্ষীগণ প্রবেশ করিয়া দ্বার উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক প্রস্থান।

দলিয়া। (তুলসীর প্রতি) গোঁসাইজী! আপনি মুক্ত! আমার এই বাঁদী আপনাকে পথ দেখিয়ে দেবে, বরাবর চলে যান্।

তুলসী। (স্বগতঃ) কে এই নারী। রঘুনাথজী! বার বার নারীর নিকট ঋণ গ্রহণ কর্ত্তে হবে?

দলিয়া। কি ভাব্‌ছেন গোঁসাইজী?

তুলসী। ভাবচি নারী, তোমার অপার্থিব স্নেহ মমতা কোন্ মহা-সাগরের বারি বিন্দু! ভাব্‌চি নারী! স্বর্গের সুষমারঞ্জিত পবিত্রতাময়ী তোমার এমন সৌন্দর্য্যচ্ছটা কোন্ মহালোকের মাতৃমূর্ত্তি। তোমার প্রাণ কোন্ মহাপ্রাণের একটু কোমলতা নিয়ে গঠিত হ'য়েচে, যার প্রেরণায় নিজকে বিপন্ন ক'রেও বন্দীকে মুক্ত ক'র্ত্তে এসেচ।

দলিয়া। অতশত ভাবনার এখন সময় নেই। শীঘ্র পালান্। জানেন, আপনি সুবাদার সাহেবের অপমান্ কোরেচেন।

তুলসী। তোমার হুকুমে আমি তস্করের মত যেতে পারি না। যাঁর ইচ্ছায় এখানে এসেছি তাঁর ইচ্ছা না হ'লে কি করে যাই? যদি মর্‌তে হয় মর্‌বো, তবু প্রাণ ভয়ে পালাবো না।

দলিয়া। আপনি কি এখনও বুঝ্‌তে পারেন নি! আপনাকে আমার শয়ন কক্ষে নিয়ে গিয়ে আমার প্রেমাভিলাষ পূর্ণ করবার জন্য, এ গভীর নিশিতে আমি নিজেই এসেছি! তা না হ'লে আমার দেখা পায় কে?

তুলসী। তা' হ'লে আমারে নারী বাঁধিবারে চাও প্রেম পাশে?
সে আশায় দাও জলাঞ্জলী।
পড়িয়াছি প্রেম-পত্র তব;
বুঝিয়াছি মহাভ্রমে নিপতিতা তুমি
অপাত্রে প্রেমের ফুল ক'রেছ অর্পণ।

শুন কহি সুবাদার নন্দিনী!
যে পুষ্পের সুধা রস করি আহরণ
মম মন ভৃঙ্গ করয়ে গুঞ্জন সদা,
তারে বর্জ্জি অন্য ফুল না করি গ্রহণ।
নাহি জানি কেন সাধ তব
সুধা ত্যজি হলাহল পানে।
দেবী স্বরূপিণী তুমি,
অকলঙ্ক ও পবিত্র হৃদে
কেন আন হেন মলিনতা!

দলিয়া। ক্ষম মোরে দয়াময়!
তোমারে না চিনে সামান্য মানব জ্ঞানে
দিয়েছি হে তব প্রাণে দারুণ বেদনা কত।
এবে যাও প্রভু, যথা ইচ্ছা করহ গমন।
পরীক্ষায় তুমি জয়ী
হে সাধক পবিত্র হৃদয়!
নহে দলিয়ার হস্তে না পেতে নিস্তার আজ
এই শানিত ছুরিকা (ছুরিকা প্রদর্শন)
প্রেম লিপ্সা সমূলে নাশিতে
আমূলে বসিত তব বক্ষঃস্থলে।

তুলসী। আশ্চর্য্য রমণী তুমি করুণার খনি,
বাড়াইলে শত গুণে দীনের মর্য্যাদা।
করি আশীর্ব্বাদ
ধর্ম্মে তব মতি হোক্ স্থির।

(ওয়াজেদের প্রবেশ।)

ওয়াজেদ। গোঁসাইজী মুক্ত তুমি! সুবাদার সাহেবের অবিরাম রক্তস্রাব হ'চ্চে, হাকিমী ঔষধে কিছুতেই কিছু হ'চ্চে না। খোদা তাঁকে স্বপ্ন দিয়েছেন আপনার প্রদত্ত ঔষধে তিনি আরোগ্য লাভ কর্‌বেন। দয়া করে একবার চলুন, আপনার কৃপায় যদি সুবাদার সাহেব বেঁচে ওঠেন।

দলিয়া। গোঁসাইজী! গোঁসাইজী! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন! হায় হায়! আমার বাবার কি হবে?

তুলসী। নাহি ভয় নবাব নন্দিনী,
ঈশ্বরের নাম করিলে কীর্ত্তন
সুস্থ হবে জনক তোমার।
চল যাই সবে। কিন্তু,
মোর পাশে করহ শপথ
অন্য বন্দীগণে আজি দিবে মুক্তিদান?

ওয়াজেদ। হে মহান্!
বুঝিয়াছি অদ্বিতীয় তুমি
হজরৎ মহম্মদ সম।
সবে মোরা নতশিরে পালিব যতনে
পবিত্র কোরাণ সম তোমার আদেশ।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কাল—উজ্জ্বল প্রভাত।

বৃন্দাবন ধাম—গোপীনাথজীর মন্দির।

পরশুরাম পাণ্ডা, তুলসী, ব্রজঙ্গনাগণ ও পাণ্ডাগণ

গীত।

ব্রজঙ্গনাগণ—

গোপীকা রঞ্জন, বিপদ ভঞ্জন,
জিনি ঘন সুন্দর দেহ।
হে শ্যাম সুন্দর, তুঁহু নব নাগর,
দেহ প্রেম ভকতি লেহ॥
কালিন্দী পুলিন, নিকুঞ্জ শোভন,
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি।
নাসা তিল ফুল গরুড় চঞ্চু জিনি
গৃধিনী শ্রবণ বিশেখি॥
অলিকুল কোকিল চিত উনমাতই
তব গুণ আননে গায়।
নব ভকত গণ নিতি নিতি ঐছন
নব রসে কাননে ধায়॥

পরশু। নহে শুধু এই বৃন্দাবনে ; দ্বারকায়
মথুরায় কিংবা বঙ্গভূমে হরিদ্বারে,
বদরিকাশ্রমে, যেখানে যাইবে—
দেখিবে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি বিনা অযোধ্যায়।
না দেখি কোথায় শ্রীরাম বিগ্রহ।
তাই মনে লয়,
শ্রীরাম সেবক কভু ছিল না ভারতে।

তুলসী। একি কহ, হে পরশুরাম!
প্রধান পাণ্ডার পদ পেয়ে পুণ্যবলে
অজ্ঞ সম কহিছ বচন!
কি হেতু পার্থক্য বোধ রাঘবে মাধবে ?
ভারতের প্রতি তীর্থে, প্রত্যেক মন্দিরে
দেখিয়াছি, সীতাপতী মোহন-মূরতী।

পরশু। হেন অসম্ভব বাক্যে না করি প্রত্যয়।
এই যে মন্দির মাঝে মূরতী বিরাজে
কত সাজে রহে সুসজ্জিত, হেথাও কি
রাম মূর্ত্তি রহে বিরাজিত ?

তুলসী। নিশ্চয়, পরশুরাম! কর দ্বার উদ্‌ঘাটন
দেখিবে কেমন
নব-দুর্ব্বাদলশ্যাম শ্রীরাম-মূরতী।
(পরশুরাম দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন)

পরশু। (সম্মুখে গোপীনাথ মূর্ত্তি দেখাইয়া)
ওই হের—মন্দির ভিতরে

শ্রীনাথ শ্রীকৃষ্ণ রূপ ধরিয়া বিহরে।
পীতাম্বর পরিধান, অধরে মুরলী,
সুচারু চিকুর পরে শিখি পুচ্ছচূড়া
শোভিছে কেমন!
গলে দোলে বনমালা ললিত ত্রিভঙ্গ কালা
বিহরে রাধিকা সঙ্গে অনঙ্গ মোহন,
কোথা তব রামচন্দ্র ক্ষত্রিয়-নন্দন?

তুলসী। (প্রণাম করিয়া)
নীলকমল তুল্যামল রোচিরতুল মঞ্জুলম্
চন্দ্রবদন পীতবসন বেণুনদন মঙ্গলম্।
রুচিরমুচ্চ-শিখি সুপুচ্ছ কুসুম গুচ্ছ চূড়কম্
বিবিধ ভূষমতি সুবেশ মিহ ভজা ঘনাশকম্॥
আ মরি, মরি!
একি হেরি, বংশীধারী মূরতী তোমার!
কৃপা পারাবার, সর্ব্বগুণাধার, প্রাণারাম—
শ্রীরাম আমার, অবিরাম নানারূপে
বিমহিছ ভক্ত প্রাণ।
কিন্তু হে মাধব! রাঘব মূরতী এবে
কর হে ধারণ। রাবনারী! ত্যজিয়া বাঁশরী
রামরূপে ধর ধনুর্ব্বাণ।
সহসা গোপীনাথ রামমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন)
(পরশুরামের প্রতি)
দেখদেখি ভাল ক'রে—

ধনুঃশর ল'য়ে করে কোন্ মূর্ত্তি
বিরাজে হেথায় ?

পরশু। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) এঁ্যা! একি!
জটা মুকুট মণ্ডিত জানকী লক্ষ্মণ যুত
বিরাজে তারকব্রহ্ম রাম সনাতন!
আমি কি জাগিয়া ? ইহা নহে ত' স্বপন!
দর্পহারী! দর্প মোর করিলে ভঞ্জন।
গোস্বামী নন্দন! ভক্ত চূড়ামণি তুমি!
তা' না' হ'লে জগতের স্বামী তব বাক্য
নত শিরে করিল পালন।
ক্ষম অপরাধ, কর আশীর্ব্বাদ,
বিষাদ ঘুচাও মোর। (পদ ধারণ)

তুলসী। পরশুরাম!
নাহি কর খেদ ; ঘুচিয়াছে ভেদ বুদ্ধি তব।
এবে রাম নামে হও আত্মহারা
কর দান রাম নাম প্রতি জনে জনে ;
সদা বল উচ্চৈঃস্বরে,
জয়রাম জানকী জীবন!

সকলে। জয় সীতাপতী রামচন্দ্রের জয়।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাল—মধ্যাহ্ন।

কাশী মণিকর্ণিকার শ্মশান ঘাট।

(চতুর্দ্দিকে প্রজ্জ্বলিত চিতা ও ভগ্নকল্‌সি, দগ্ধকাষ্ঠ, বংশদণ্ড, অস্থিখণ্ড বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সম্মুখে জনৈক ব্রাহ্মণের মৃতদেহ পতিত, আত্মিয়গণ চিতা রচনায় নিযুক্ত এবং অদূরে সেই ব্রাহ্মণের পত্নী ক্রন্দন করিতেছেন)

১ম আত্মীয়। (খোঁনা) লোকটা কিন্তু দোষেগুণে ছিল ভাল, কি বল ভায়া ?

২য় আত্মীয়। (তোত্‌লা) হাঁ, মন্দ ছিলনা ! তবে বড় রাগমুখো ছিল আর ভারি টিক্‌থ'র ছিল।

৩য় আত্মীয়। এইত সব ফুরিয়ে গেল ভায়া ! ধন, জন, পরিজন, কোথায় পড়ে রইল তার ঠিকানা নেই।

৪র্থ আত্মীয়। এতেও লোকে বলে আমার আমার। এত দেখে শুনেও আক্কেল্ হয় না।

২য় আত্মীয়। (তোত্‌লা) আরে তাই যদি হবে, তা হ'লে এই কলিকাল চল্‌বে কি করে তাই বলনা।

১ম আত্মীয়। (খোঁনা) তা বটে ! তা বটে ! কিন্তু দেখ যাই বল

যাই কও, অমন সতীসাধ্বী বউ হবেনা বাবা! মা যেন আমাদের সাবিত্রী—সাবিত্রী।

৩য় আত্মীয়। তা না হলে এক কথায় আগুণ খেতে আসে।

৪র্থ আত্মীয়। আর আমাদের এক "দঁ" পড়া কপাল ভায়া! আমার চার পেয়ে লক্ষ্মিটী এই দিনের মধ্যে দশবার শ্মশান ঘাটে পাঠাচ্ছে আর মুখে নুড়ো জ্বালাচ্চে।

২য় আত্মীয়। (তোত্‌লা) আরে অমন না হলে মাগ্‌!

১ম আত্মীয়। (খোঁনা) দে'খ মুখোজ্যে! আজকাল এই সতী—দাহটা একরকম উঠে গেছে নয়! কদাচ দুটো একটা দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

৪র্থ আত্মীয়। ভায়া! একি সহজ কথা না যার তার কর্ম্ম, তবে ইনি হচ্চেন কেমন লোকের মেয়ে, কেমন লোকের নাত্‌নি কেমন লোকের স্ত্রী আর এই কেমন দেশের বুঝেছ কি না—"

৩য় আত্মীয়। তাইত হে! আজ শ্মশানে মেলাই লোকের ভিড় দেখ্‌তে পাচ্ছি, বোধ হয় সব সতীদাহ দেখ্‌তে এসেছে নয়? ঐযে তুলসী ঠাকুরও দেখচি, কি বিড়্‌বিড়্‌ কত্তে কত্তে স্বদলবলে এই দিকপানে আস্‌চে।

১ম আত্মীয়। (খোঁনা) নাও। নাও! আর দেরী করোনা দেরী কোরোনা, চিতা সাজিয়ে ফেল। ও হারুখুড়ো! আর এক কোল্‌কে তামাক খাওয়াতে হবে যে!

(তুলসীদাস ও শিষ্যগণের প্রবেশ)

তুলসী। হে শ্মশান! মানবদেহের পরিণাম ভূমি ;
　　　শত শত নমি তব পায়।

বৈরাগ্য বিবেকদাতা মায়া মোহ নাশি
শিক্ষাক্ষেত্র পূণ্যক্ষেত্র তুমি পবিত্রতাময়।
জীবের আদর্শ রূপে
যুগে যুগে কর অবস্থিতি ;
চিরশান্তি লভে নর জীবন চরমে
আসি তব শান্তি পূর্ণ ও বিশাল বক্ষে।
তব পাশে নাহি আছে ভেদাভেদ জ্ঞান,
পাণ্ডিত্যের অভিমান—
জাতীয় গরব পদের মর্য্যদা,
তব ঠাঁই সকলি হে হয় অবসান।
হে মহান্! দেবতা বাঞ্ছিত ভূমি,
তোমার দর্শনে আসি তব সংস্পর্শে
সাধকের দূরে যায় চিত্তের বিকার
দেবত্ব লভয়ে নর তোমার স্মরণে।
হের শিষ্যগণ!
স্পর্শিবারে এ পবিত্র ভূমি
কলুষনাশিনী গঙ্গা অসংখ্য তরঙ্গ তুলি
যেন শত বাহু প্রসারণে আসিতেছে ছুটি—
উচ্ছলিত স্রোতে এ স্থানের আবর্জ্জনা যত
পবিত্রতা জ্ঞানে নিজ বক্ষে করিছে ধারণ।
রাম নাম করিতে সাধন
কাশীপতি স্বয়ং ধূর্জ্জটি—
অহর্নিশি হেথা করে অবস্থান।

ঐ শুন, ঐ শুন, ভেদি নভস্থল—
এ ভূমির চতুর্ভিতে,
জলে স্থলে অনলে অনিলে
উঠিতেছে মুর্হু মুর্হু জয় রাম ধ্বনি।

(ভাবস্থ হইলেন)

৩য় আত্মীয়। (ব্রাহ্মণকুমারীকে সম্বোধন করিয়া) বউ ঠাকরুণ ! আর বসে কাঁদলে কি হবে, উঠ মা ! আত্মীয় স্বজন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদের পায় ধূলি নিয়ে, চিতাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে ইষ্টমন্ত্র জপ কত্তে কত্তে স্বামীর অনুগমন কর।

(মৃতের পত্নী উঠিয়া তুলসী দাসকে প্রণাম করিল)

তুলসী। আয়ুষ্মতী হও সতী সাবিত্রী সমান ;
বালর্ক কিরণ সম
সিমন্তে সিন্দুর তব হউক উজ্জ্বল।
কহ মাতঃ ! কোন কর্ম্মে তব হেথা আগমন ?

রমণী। হেন অলীক বচন
কেন দেব ভ্রমবশে কহ অকারণ।
হের ঐ মৃত পতি মোর রয়েছে শায়িত,
আমি অভাগিনী যাইতেছি
সহ-মরণে তাঁহার।
প্রণম্য আমার এবে দেবতা ব্রাহ্মণ।
কর এই আশীর্ব্বাদ প্রভু !
যেন পুনঃ পতি সাথে মিলিবারে পারি।

তুলসী। একি কহ নারী ! পতি মৃত তব ?

ওহে রাবণারি! বুঝিতে না পারি
আজ দিনে লয়ে একি হে চাতুরি তব?
(রমণীর প্রতি)
জননী গো! বাক্য মম হবে না অন্যথা,
পাবে ফিরে মৃত পতির জীবন;
সিমন্তে সিন্দুর তব হইবে অক্ষয়।
অতি ভাগ্যবতী তুমি সতী!
আজ তোমা হতে হবে প্রচারিত
অনন্ত শ্রীরামের মহীমা।
নেহারিবে এ বিশ্ব সংসার পুলক বিস্ময় নেত্রে,
কত শক্তি "দ্বি-অক্ষরি" নামে।
এস মাতঃ! হেরি মৃত পতিরে তোমার।

রমণী। (তুলসীর পদধারণ পূর্ব্বক)
হে সন্ন্যাসী! তব বাক্যে মানিহে প্রত্যয়।
অসম্ভব হইবে সম্ভব তোমার কৃপায়।
কিন্তু ভয় হয়,
দগ্ধ এ অদৃষ্টে মোর
হারানিধি পাব কিগো ফিরে!

তুলসী। কেন মাতঃ! হওগো চিন্তিত,
নিশ্চিন্ত জানিও মনে
নামে হবে অসাধ্য সাধন।

১ম আত্মীয়। (খোনা) ও নরহরি খুড়ো! এ বলে কি? মরা বাঁচাবে বলে যে!

৩য় আত্মীয়। তা এ সন্ন্যাসী, পাল্লেও পাত্তে পারে, এই সেদিন দেখলে ত পাথরের গরুকে ঘাস খাওয়ালে, এ ছাড়া দাওয়াই মন্ত্রতন্ত্র জানে অনেক।

৪র্থ আত্মীয়। আরে তুমিও যেমন, তাহলে আর কেউ মত্ত'না দুএকটা ভেল্‌কি দেখাতে পারে বলে কি মরা বাঁচাতে পারে।

২য় আত্মীয়। (তোত্‌লা) আচ্ছা, একি কুরে-দেখা জাক্‌না। তবে আমার বাবা গাটা ছম্ ছম্ কচ্চে। শবটা "দানা" পেয়ে না ঝেড়ে মেড়ে উঠে; তার উপর গিন্নি আমার ন মাসে পোয়াতি।

১ম আত্মীয়। (খোঁনা) আমি তো আসতেই চাইনি তুমিই ত আমায় নিয়ে এলে হে!

২য় আত্মীয়। (তোত্‌লা) আজ আবার শনিবার অমাবস্যা বারবেলা পড়ে পড়ে, আরে তুমিইত আমায় নিয়ে এলে হে!

(পরস্পর বচসা হইতে লাগিল।

(তুলসীদাসের শিষ্যগণ)

আপনারা বিচলিত হবেন না, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখুন।

তুলসী। দয়াময় রঘুনাথ।
সকলি হে ইচ্ছা তব কৃপা পারাবার।
বিশ্ব মূলাধার তুমি
কোন কর্ম্ম তোমা ছাড়া হয় সম্পাদন।
দীনের বাসনা প্রভু কর হে পুরণ
রক্ষ আসি নামের মর্য্যাদা।

[মৃতের কর্ণকুহরে তিনবার রামনাম উচ্চারণ করিলেন।

তুলসী। (শিষ্যগণের প্রতি)

বল শিষ্যগণ !

জয় রাম সীতাপতি যমত্ব ভঞ্জন।

জয় রাম বিশ্বগতি বিপদ নাশন॥

(মৃত জীবিত হইল, শিষ্যগণ আত্মীয়গণ এবং অন্যান্য দর্শকবৃন্দ রামনাম ধ্বনি উচ্চারণ করিল)

(মৃত জীবিত হইয়া) এ আমি কোথায় এযে শ্মশান ঘাট দেখ্‌ছি !

রমণী। কে তুমি, কে তুমি দেবতা !

দিলে দান স্বামীর জীবন।

[তুলসীর পদধূলি লইল।

(আত্মীয়গণ স্তম্ভিত ভাবে)

এতদিন আপনাকে চিনতে পরিনি আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

রমণী। এই মহা পুরুষের করুণায় আপনি জীবন দান পেয়েছেন।

ব্রাহ্মণ। ধন্য ধন্য শক্তিধর সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি !

করিলে অদ্ভুত কার্য্য আজি কৃপাগুণে।

শত শত নমি শ্রীচরণে,

দাও দীনে পদরজ ধূলি !

(পদে লুণ্ঠীত হইল)

তুলসী। (ব্রাহ্মণকে তুলিয়া)

ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা সব জানিও নিশ্চয়,

কে আমি শ্রীরাম বিহনে—

আমার অস্তিত্ব কোথা।

আমি যে ভিখারী দ্বারে দ্বারে ঘুরি

নাম ভিক্ষা করি,
নাম ছাড়া নাহি কিছু মোর।
দেরে দেরে তোরা নাম,
শুনারে শুনারে শ্রবণে আমার
রাজিবলোচন রাম পাতক হারণ।

(শিষ্যগণ ও অন্যান্য সকলে)

জয় রঘুপতি রামচন্দ্রের জয়,
জয় ভক্তবীর মহাত্মা তুলসীদাসের জয়॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কাল—প্রভাত।

স্থান—কটক জিলা, ভদ্রকস্থ—সড়ক।

(উড়িয়া চতুষ্টয়)

১ম উড়িয়া। এ সবু অসত্য ! সবু অসত্য। তোম্ভে আঁখরে দেখুছি ?

২য় উড়িয়া। মু' দেখিবু কাঁই, মহাপ্রভূঙ্করঅ বড় পণ্ডা কহিথিলা।

উড়িয়া। সে কেমতি জানি পারিলা ?

২য় উড়িয়া। সে পারা বৃন্দাবনরে তীর্থকু যাইথিলা, কালি উপরবেলে আসি পহঁছিলা।

৪র্থ উড়িয়া। হ-অ হ-অ! তোম্ভে যা কহুছ এ সবু সত্য হই পারে, কাঁহিকি'না, যেন্তে বেলে জগন্নাথঙ্কর বড় পণ্ডা কহুছন্তি, তাঙ্করঅ কথা অবিশ্বাস করি কে পারি'ব?

৩য় উড়িয়া। হ-অ হ-অ হই পারে, হই পারে, এ পণ্ডা কথা কড়, কটকপিলারে সমস্তে কহুছি।

১ম উড়িয়া। হ'ব হ'ব, হ'উ হ'উ। এ কথা ছাড়ি দি'অ। এ সঙ্গাত! সে বৃন্দাবনরে কৃষ্ট মন্দিররে আউ কড় হেলা মো'ত্তে বুঝাই-কিরি কু'অ।

২য় উড়িয়া। এ দেখ রতনঅ! তোম্ভে বুঝি পারিবনি।

১ম উড়িয়া। কাঁহি কি?

২য় উড়িয়া। তোম্ভে নিতা'ন্ত অবু'ঝ অছ'।

৩য় উড়িয়া। আরে তোম্ভে বুঝাইকিরি ক-ই দেলে বুঝি পারিব, না—সেমতি বুঝিব!

১ম উড়িয়া। হঅ হঅ, মো সঙ্গাত মত'ন এমতি ম নীমা আউকে অছন্তি।

২য় উড়িয়া। হউ হউ! শু'ন শু'ন, হেলাকড় বৃন্দাবনরে যে রধা-কৃষ্ট থিলানা?

সকলে। হঅ হঅ। থিলা থিলা! আম্ভমানে সবু দেখুচি।

২য় উড়িয়া। সেঁ রধা-কৃষ্ট সাধুঙ্কর কথা'রে সিড়ি-রাম চনদরঅ, আউ সিত্তা হই গেলা।

সকলে। মলা মলা, ভগবান'অ ভক্ত-ঙ্কর কথারে সিড়ি রামঅ মুরতি ধরিলা, এ হই পারে, হই পারে।

১ম উড়িয়া। সে সাধুঙ্কর না কড় ?

২য় উড়িয়া। তাঙ্কর না হেলা—হেলা—হেলা মলা; মু'ত পাসরি যাউচি (ক্ষণ পরে) হউচি, হউচি, সেপ্রা তুল তুল "এ তুলসী দাসঅ" "তুলসী দাসঅ"।

৪র্থ উড়িয়া। আউ কেত্তে কেত্তে কাণ্ড তুলসীদাস মহাপ্রভু করিলা, তোম্ভে মানে শুনিলে গোড়হাতঅ সবু পে'ট মধ্যরে পশি যিব।

৩য় উড়িয়া। এ ভাই চাল্'অ, চাল্'অ আম্ভেমানে সে সাধুকু দেখি বাকু জিবা!

৪র্থ উড়িয়া। সে হই পারিবনি, হই পারিবনি, এত্তে বা'ট কেমতি থিবা জিলা কটক' আউ "কাশী জিলা" এত্তে চলি পরিবুকে ? আউ বাটরে "চোরঅ ডকাতঅ" সবু বেলে বুলুছন্তি।

১ম উড়িয়া। কাঁইকি, "বড় পণ্ডা" কেমতি যাইথিলা ?

৪র্থ উড়িয়া। সে পারা রজা মনুষ্যঅ। তাঙ্কর সাঙ্গরে কেত্তে মনুষঅ যাইথিলা; তাঙ্কর ভবনা কড় ?

১ম উড়িয়া। হউ! চালঅ মহাপ্রভুঙ্কর না—নেইকিরি চালি জিবা।

২য় উড়িয়া। আউ সবু'ত বরাত কথা। বরাত-রে যা থিব নিশ্চিত ঘটিব।

৩য় উড়িয়া। আম্ভ মানঙ্কর প্রভূভরসা আছন্তি।

সকলে। ভ'ল, ভ'ল;

সকলে। হউ, হউ, (জনৈক উড়িনী দেখিয়া)

সকলে। আরে রসবতী আউচি, রসবতী আউচি।

২য় উড়িয়া। মলা মলাঅ, এই মেঘ আগরে পানি।
আউ পানি আগরে বরষা মানি॥

(উড়িনীর প্রবেশ)

সকলে। এ রসবতী দণ্ডবৎ! দণ্ডবৎ! (সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল)

উ-মাগি। এ মাকড় দড়! কাঁইকি গড়গড় হউচি ? এত্তে গোড়মাড় করুচি কাঁই ?

১ম উড়ে। কড়! গোড়মাড় ? তোম্ভে করিদিলা। তোম্ভে যে'ত্তে বেলে আসি পহুছিলা সেতে বেলে মনপ্রাড় সবু বিগড়ি গ'লা।

২য় উড়িয়া। আম্ভর জীবন জাউচি, তোম্ভে দেখিকিরি মো প্রা'ণ দেহ ছাড়িকিরি উড়িগলা। (পতন)

উ-মাগি। হঅ, হঅ, এতে কথা এতে কথা মুহপোড়া, সবু মোতে গালি দেউচি। মু আউ এঠি রহিবুনি এই মু যাউচি। (প্রস্থানোদ্যত)

সকলে। মোঃ মোঃ! একড়গালি ? এ রসর কথারে গালি ?

৪র্থ উড়িয়া। এ চন্দ্রমড়ি! যিওনা যিওনা পরাণ বধকিড়ি যিওনা; এই তোম্ভর পোড়রে পরুচি। (পদধারণ)

১ম উড়িয়া। এই মাইপ! দেখ দে'খ তোম্ভে আম্ভর জীবন, তোম্ভে আম্ভর, নয়ন তোম্ভে আম্ভার পান গুরার "বটুয়া"। মু যোৱাড়ে জিব, তু অটারে অটারে ঝুলিবি।

২য় উড়িয়া। আউ, তুম্ভে আম্ভর ভাত রান্ধি বাবু "হাণ্ডি"। হাণ্ডি না হেলে ভাতথিয়া দিলে চালিবুনি। আউ থনথনঅ বাজিব, ফটঅ ফটঅ ফাটিব।

৩য় উড়িয়া। তু আম্ভর এই "তিলকঅ" মুণ্ডরে উঠিকিরি নাশারে নাশারে বিহার করিব।

৪র্থ উড়িয়া। তুম্ভে আমার গলার "মালি" এ ভকত গলরে সর্ব্বদা অবসথানঅ করিব।

উ-মাগি। এ নাগর! এ রাগ ক'ড়। এমতি পাগড় মতন কথা আউ কহিবুনি। মু তুম্ভমান প্রেমরে এমতি ডুবি গলা, আউ কেমতি কহিবা।

(সকলের নৃত্যসহকারে)

গীত।

রসবতী তোম্ভর এ কেমতি ঢ'ঙ্গ।
মন প্রাণ হরি নেলা করি কেত্তে রঙ্গ॥
মুহরে হাস্থচি হাসি হাণুচি নয়ন বান,
গোড়রে বাজুচি ম'ল বিন্ধুছি পরাণ,
আহা নাশারে বেশর কিবা মোহন অনঙ্গ;
(আউ) ছেনার মতন কিবা তু'লু তু'লু অঙ্গ॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কাল—অপরাহ্ন।

স্বর্গপথ।

নিয়তি ও পুরুষকার।

পুরু। বৃথা চেষ্টা নিয়তি তোমার ;
তুলসী লভিল সিদ্ধি মহা সাধনায়।
কত অন্তরায় ঘটালে তাহার,
তিলমাত্র না পারিলে অনিষ্ট সাধনে!
আকাশ আবরি কত'কাল কাদম্বিনী—
এসেছিল ভীমামূর্ত্তি ধরি
ভাসাতে তুলসী ক্ষেত্র ;
দৃষ্টিমাত্র মম ; প্রমত্ত ঝটিকা তায়
দিল উড়াইয়া।
এখনো কি রণ-তৃষা মিটে নাই তব ?

নিয়তি। কিসে তুমি হইলে বিজয়ী ?
হে পুরুষকার!
শেষ রক্ষা কর এইবার।
মিটাব সমর সাধ ; ঘুচাব ভীষণ বাদ,
দেখাব জগজ্জনে নিয়তি বিক্রম।

সুরাসুর যক্ষ রক্ষঃ গন্ধর্ব্ব কিন্নর
হয় যদি আজি সম্মিলিত—
তথাপি নিয়তি শক্তি
রোধিবারে কেহ না পারিবে।
এই হের চিত্রপট ; রক্তচিত্রে করিনু চিত্রিত।
হে পুরুষকার! বিক্রম তোমার
রবেনা ভারত মাঝে ;
ভারতের প্রতি নর নারী
মুগ্ধ নেত্রে এই চিত্রে রবে তাকাইয়া।
আয় লো সঙ্গিনীগণ!
সাজি রণ সাজে—
গাও সবে এক বাক্যে নিয়তি বিজয়॥

পুরুষ। এস মম সহচরগণ!
করি প্রাণপণ—
করহ দাহন নিয়তির চিত্রপট ;
জ্ব'লে উঠ কপিলের ব্রহ্মশাপ সম।
গাও সবে মেঘমন্দ্র রবে,
সিদ্ধিমেতি দৃঢ় ব্রত এই কর্ম্মভূমে।

(শ্রীরামের প্রবেশ)

শ্রীরাম। দোঁহাকার আচরণে হইনু বিস্মিত।
মহাভ্রমে নিপতিত তোমরা দুজনে।
অনাদি সময় হ'তে কর্ম্ম চক্র ঘোরে নিরবধি ;

সে চক্রের গতিবিধি—
নিবারিতে চক্রধর আপনি অক্ষম।
বীজ হ'তে বাহিরায় প্রথমে অঙ্কুর,
অঙ্কুর হইতে পুনঃ বীজের সৃজন,
সেই রূপ হও হে কারণ
পরস্পর তোমরা দু জনে ;
কেন কর দ্বন্দ্ব অকারণ ?

পুরুষ। (চিন্তান্বিত হইয়া) তাইত নিয়তি !
অন্ধ মোরা অতি অল্পমতি !
নহে এক বৃন্তে কুসুমের সম হ'য়ে প্রস্ফুটিত
দোঁহে দোঁহা থাকি বিজড়িত—
করিয়াছি বৃথা বাদ বিসম্বাদ।
(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) দয়াময় ! জ্ঞানময় তুমি,
তব দরশনে আজি ঘুচিল অজ্ঞান।

শ্রীরাম। যাও হে পুরুষকার !
যাও এবে নিয়তি সুন্দরী !
কর্ম্মবশে আত্ম নিয়োজিয়া—
পুরুষকারের পিছু ধীরে ধীরে ধীরে ;
যারা কর্ম্মবীর সাধনায় দেয় আত্মবলী,
তোমাদের সম্মিলিত শক্তি তাহাদের করুক আশ্রয়।

নিয়তি। (পুরুষকারের প্রতি) দেব ! বৃথা দম্ভ বশে
ভুলি আত্ম গরিমায়,
বুঝি নাই মর্য্যাদা তোমার ;

এবে ক্ষম প্রভু অজ্ঞানা নারীরে!

শ্রীরাম। যার কর্ম্ম ক'রেছেন তিনি,
কেন হও নিজে নিজে নিমিত্তের ভাগী।
যারা মহা যোগী,
বিনা পরীক্ষায় কে কোথায়—
লভিয়াছে ব্রহ্ম সনাতনে?
(উভয়ের যোড়করে অবস্থান)

[শ্রীরামের প্রস্থান।

গীত।

নিয়তি। অনাদি সুন্দর বিশ্ব মনোহর জয় পুরুষাকার।
পুরুষ। জয় নিয়তি বিশ্ব সত্তা অনন্ত শকতি আধার॥
নিয়তি। ওহে গুণাতীত ধ্যানের অতীত
তুমি হে নিত্য নবীন,
পরম প্রেমিক পরম পুরুষ
সাকার অকার সীমা হীন,
পুরুষ। আমি কি বুঝিব তব অপার মহিমা
সদাশিব সে'ও তোমার অধীন;
নিয়তি। অন্ধ আঁখি পায় তোমার কৃপায়
হয় মৃত প্রাণে প্রাণ সঞ্চার॥

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কাল—পূর্ব্বাহ্ন।

কাশী—মতিমালার প্রতিষ্ঠিত যোগাশ্রম।

(সর্পদংষ্ট জনৈক বালক মৃত অবস্থায় নিপতিত, তাহার সম্মুখে
তাহার মাতা ক্রন্দন করিতেছে
সম্মুখে তুলসীদাস ও রত্নাবলী দণ্ডায়মান)

শিশুর মাতা। আপনার অসাধ্য কি আছে দয়াময়! অনাথার আশ্রয় সাক্ষাৎ ঈশ্বর আপনি! আপনার অলৌকিক কার্য্যাবলীতে আজ এ ভারত-ভূমি স্তম্ভিত। আপনার কৃপায় সহমরণ-গামিনী ব্রাহ্মণপত্নি তার মৃত পতিকে ফিরে পেয়েচে। আপনার নিকট এসে অনন্ত কামনা জানিয়ে কেউ কথনোও বিফল হয়নি। আজ এ হতভাগিনীর একমাত্র অবলম্বন, পুত্রের জীবন দান করুন প্রভু!

তুলসী। উতলা হ'চ্চো কেন মা! আমায় দেখ্‌তে দাও। (বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া) ওঃ! দুরন্ত কাল সর্প দংশন করেছে।

রত্না। কি উপায়ে এর প্রতিকার হয় প্রভু?

তুলসী। উপায় রঘুনাথজী! এই দেখ রত্না! রোগীর সর্ব্বাঙ্গ নীলবর্ণ হ'য়েচে, মুখে ফেণা উঠ্‌চে। তবে সমস্ত শরীর এখনও বিষে সম্পূর্ণ জর্জ্জরিত হয়নি। বিশেষ কোন প্রক্রিয়ায় ভাল হ'তে পারে।

রত্না। দেখুন স্বামীন! কোন প্রক্রিয়ায় হতভাগিনী তার হারা-নিধিকে ফিরে পাবে!

তুলসী। রত্না! বালকের বামপদে যে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে সর্প দংশন ক'রেচে সেই ক্ষতস্থানে মুখ দিয়ে রক্ত মোক্ষণ ক'রে বালককে বাঁচাব। বিপন্না রমণীর বিপন্মুক্তির জন্য আজ যদি এ তুচ্ছ জীবন পঞ্চভূতে মিশে যায়, তবে আমি নিজেকে বিশেষ গৌরবান্বিত ব'লে মনে ক'র্‌বো।

শিশুর মাতা। কি ব'ল্লে, ঠাকুর! আমার পুত্রের প্রাণ রক্ষার জন্য নিজের প্রাণটা দেবে! না, না! তা হবে না। চাই না এমন আদর্শ, মহাপুরুষের প্রাণ বিসর্জ্জন। যায় পায়ের ধূলো খেয়ে কত শত ব্যাধিগ্রস্ত দীনদুঃখী অমূল্য স্বাস্থ্য সম্পদ ফিরে পাচ্চে, যাঁর প্রসাদে কত ক্ষুধার্ত্ত প্রাণীর ক্ষুৎ পিপাসার নিবৃত্তি হ'চ্চে, যাঁর বেঁচে থাকায় হাজার হাজার প্রাণী বেঁচে র'য়েচে, তাঁর জীবন দেওয়া কিছুতেই হ'তে পারে না। ঠাকুর! এমন কাজ কিছুতেই কর্ব্বেন না। দেখুন যদি অন্য কোন প্রক্রিয়ায় আমার বাছা জীবন পায়!

রত্না। কি মহৎ হৃদয়া রমণী তুমি! তুমি বুঝেছ, মাগো! দুঃখীর দুঃখ বেদনা। বিষের জ্বালা তারাই বুঝ্‌তে পারে, সর্প-দংশন কখনো যারা সহ্য ক'রেছে। আমি তোমার পুত্রের ক্ষত স্থান থেকে রক্ত মোক্ষণ কচ্চি।

শিশুর মাতা। তা কি হয় মা!

হেন স্বার্থপরা নারী কে আছে জগতে,
স্বীয় স্বার্থ রক্ষা হেতু চাহে পরের জীবন!
ধরি শ্রীচরণ, ক্ষান্ত হও, সতী!
নাহি চাহি মোর পুত্রের জীবন।

রত্না। স্থির চিত্তে শুন, মা, বচন!

বহু দূর হ'তে আসিয়াছ পতি পাশে মম,
পাইবারে তব পুত্রের জীবন।
তব আশা করিতে পূরণ—
প্রেমময় স্বামী মোর, প্রাণ বিসর্জ্জনে
আছেন উদ্যত।
তাঁর মান, তাঁহার গৌরব যদি
না রাখিতে পারি—
বৃথা তবে নারী জন্ম ধরি।
মোর তুচ্ছ প্রাণ করি বিসর্জ্জন,
পূরাব স্বামীর সাধ জানিও নিশ্চয়।

(রোগীর ক্ষত স্থান হইতে রত্নাবলী দ্রুত বিষ মোক্ষণ করিতে লাগিলেন. রোগীর শরীরস্থ বিষ রত্নাবলীর শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইল, রত্নাবলী বিষে জর্জ্জরিত হইয়া ঢলিয়া পড়িলেন।)

শিশুর মাতা। কি করিলে, কি করিলে, মা!

তুলসী। রত্না! রত্না! এ অসীম সাহসিক কার্য্যে কেন হস্তক্ষেপ কর্‌লে?

রত্না। ক্রমে শরীর অবসন্ন হ'য়ে এ'ল, সমস্ত পৃথিবী যেন অন্ধকার বলে মনে হ'চ্চে। স্বামীন! প্রিয়তম, জীবনের দেবতা আমার, আজ জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপন হ'লো। একটু সরে এস প্রভু! তোমায় দেখ্‌তে দেখ্‌তে শেষ চক্ষু মুদ্রিত করি। (মৃত বালক জীবিত হইল)

(ভক্তগণের প্রবেশ)

বালক। মা মা? এ আমি কোথায়? একটু জল।

ভক্তগণ। জয় রঘুনাথজীর জয়! জয় গুরু তুলসীদাসের জয়।

শিশুর মাতা। হায়, হায়! এ হতভাগিনীর জন্য সাধ্বীসতী জীবন বিসর্জ্জন দিলে, এ দৃশ্য দেখবার আগে আমার মৃত্যু কেন হ'ল না! (ক্রন্দন)

তুলসী। জননী গো, দুঃখিত হ'য়োনা!
জন্ম মৃত্যু লয়ে তাঁর সংসার সৃজন।
হীত কল্পে প্রাণ বিসর্জ্জন,
চির বাঞ্ছিত নরের।
যাক্ রত্না, কীর্ত্তি তাঁর রহিবে জীবিত।

রত্না। ঐ—ঐ ধীরে ধীরে জগতের আলো নিভে যাচ্চে। রামা! রামা! এ আসন্ন সময়ে একবার আয় ভাই। আমি যে অনেক দিন তোর চাঁদমুখ দেখিনি।

তুলসী। রত্না, রামাকে দেখতে চাচ্চ! সে'ত অনেক দিন হতেই নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেছে। আমি অনেক সন্ধানেও এতদিন তাকে খুঁজে বার ক'র্‌তে পারিনি।

(সহসা রামার প্রবেশ)

রামা। আয় মাগো সতী সিমন্তিনী!
পুষ্পক বিমান-পরি গোলক ভবনে।

তুলসী। কোথা হ'তে আসিলে বালক!
দেহ এবে সত্য পরিচয়!
কেবা তুমি যাদুকর সর্ব্বান্তর্যামিন্?
এতদিন রেখেছিলে ভুলায়ে ছলায়।

রামা। সর্ব্বরূপে এ বিশ্ব সংসারে
ভক্ত তরে সদা মোর স্থিতি;
ভক্তাধীন আমি ভক্ত মোর প্রাণ,
করিবাস ভক্তের অন্তরে সদা,
ভক্তের দাসত্ব বিনা নাহি অন্য জানি।

[অন্তঃর্দ্ধ্যান ও শূন্যে জ্যোতিঃবিকাশ)

তুলসী। জয়রাম সীতাপতি রাম। (প্রণাম করণ)
ধন্য রত্না, ধন্য তব প্রেম ভক্তি!

রত্না। স্বামীন্! ঐ শ্রীপাদ পদ্মের গুণে আজ আমি তোমার জগন্নাথ মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখ্লুম। প্রাণময়! তুমি যে অধিনীর বাসনা পূর্ণ করবার জন্য আমার চোখের সাম্নে বহুমূর্ত্তিতে ঘুরে বেড়াচ্চ! ঈশ্বরে আর তোমাতে কোনই পার্থক্য দেখ্তে পাচ্চিনা। স্বামীন্—নারায়ণ—বিদায় দাসীর—মাথায়—পার—ধুলো—দাও—যেন—জন্ম—জন্ম—ও—চরণের—অধিকারিণী—হই। (রত্নাবলী মহাসমাধিস্থ হইলেন)

তুলসী। যাও তবে প্রেমময়ী প্রেমানন্দ ধামে!
পীড়িতের রোগরাশি
পাতকীর সর্ব্ব পাপ করিয়া গ্রহণ,
রাম নামে করি ধরা শান্তির নিলয়—
তব সাথে মিলিব সত্বরে।

(নিবিষ্ট চিত্তে রত্নাবলীকে দেখিতে লাগিলেন)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কাল—প্রভাত।

বারাণসী গঙ্গাতীরস্থ।

ভক্তগণ।

গীত।

(১)

ভক্তগণ—

উদিল যাঁহার মধুর কণ্ঠে শ্রীরাম কীর্ত্তি গরিমা গান।
পরশে যাহার পাষাণ ভেদিয়া ছুটীল স্বচ্ছ প্রেমের বাণ।
ভক্ত যাঁহার প্রাণের পুতলী পরশে যাঁহার পাইল প্রাণ।
আপনা ভুলিয়া পরাণ খুলিয়া গাহরে সে গান পাপীর ত্রাণ।
যাঁহার আলোকে অমল পুলকে ভুলোক ধরিল নবীন বেশ।
গাহরে তাঁহার কীর্ত্তি কাহিনী পরশে যাহার পাপের শেষ।

(২)

পাপী জনার্দ্দন পরশে যাঁহার হইল সোনার প্রায়।
দস্যু ভূপতি দ্বিজ নিরঞ্জন সদাই যাঁহার মহিমা গায়।
স্মৃতির বিধান উলটি পালটি একটী নামের মধুর সুর।
শুনায়ে সবারে পাতকী জনারে দুঃখ দৈন্য করিল দূর।

যাঁহার আলোকে অমল পুলকে ভূলোক ধরিল নবীন বেশ।
গাহরে তাঁহার কীর্ত্তি কাহিনী পরশে যাঁহার পাপের শেষ।

(৩)

যাঁহার রচনা রামায়ণ গাঁথা পীযূষ প্রবাহ সতত বয়।
আগম নিগম পুরাণ দর্শন বেদের আভাস যাহাতে রয়।
ভারত মাঝারে হরষে মাতিয়া অযুত ভক্ত যাহার আজ।
গাহে রাম গাঁথা নগরে নগরে ধরিয়া গৈরিক বসন সাজ।
যাহার আলোকে অমল পুলকে ভূলোক ধরিল নবীন বেশ।
গাহরে তাঁহার কীর্ত্তি কাহিনী পরশে যাঁহার পাপের শেষ॥

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

ব্রহ্মমূহুর্ত্ত।

অশী—বরুণার তীর।

যোগাসনে তুলসী।

জনার্দ্দন, নিরঞ্জন, দেবদাস, মতিমালা ও ভক্তবৃন্দ।

তুলসী। স্থির চিত্তে শুন ভক্তগণ!
না কর রোদন!
জগতে জন্মিলে হয় অবশ্য মরণ।
কর্ম্ম মম আজি অবসান,
ত্যজি পান্থশালা নিত্যধামে করিব গমন।
যায় বৃক্ষ থাকে তার বীজ—
ক্ষুদ্র হ'য়ে মহারুদ্র রূপী।
চলিলাম আমি,
তোমাদের জনে জনে,
মম শক্তি করিয়া নিয়োগ!
দেখো, যেন কোন দিন,
হেলায় কি আলস্যতা বশে—
নামের প্রচারে কভু হ'য়োনা বিমুখ।

১ম ভক্ত। দেব! নিতান্তই মন্দ ভাগ্য মোরা,
তেঁই ত্যজি মো সবারে,
ধরা ধাম করি অন্ধকার
স্বরগের নিধি স্বরগে যাইবে চলি।

তুলসী। বৎস্য! ত্যজিব কাহারে?
গুরু-শিষ্যে আছে বাঁধা অচ্ছেদ্যবন্ধনে
অনাদি অনন্ত কাল—
ইহ পরলোকে জন্ম জন্মান্তরে।
আমি যাব আবার আসিব
নিত্য মুক্ত নিত্য যুক্ত ভাবে।

মতি। গুরু, গুরু! কাঁদে প্রাণ তোমার বিহনে!
কার মুখ চাহি আর যাপিব জীবন;
বাহিব কেমনে কর্ণধারহীন তরী—
অনন্ত বারিধিমাঝে লক্ষ্য করি কোন শুক তারা।
বিগ্রহীন দেউল মাঝারে
কেমনে গো নেহারিব শূন্য সিংহাসন?

তুলসী। দেবি! বৃথা শোক কর পরিহার,
মুছে ফেল আঁখি ধারা;
কেন আর কাঁদাও আমারে!
রাম নামে চিত্ত কর স্থির।
করি আশীর্ব্বাদ,
সেবা ব্রত মহাসাধনায়
হবে তুমি বিশ্ববিজয়িনী।

তোমা হ'তে নিষ্কাম ধরম
এ বিশ্ব ভারতে,
একমাত্র হবে প্রচারিত।
(ভক্তগণের প্রতি) শোন শিষ্যগণ পুনঃ,
সুখ দুঃখ কর সম জ্ঞান—
ছায়া যথা কায়া সনে ফিরে,
দুঃখ তথা সুখ সনে ভ্রমে নিরবধি।
সুখ ব'লে যদি কিছু থাকে
আছে তাহা ত্যাগে মাত্র এ বিশ্বসংসারে।
পাপের বর্জ্জন ধর্ম্ম উপার্জ্জন
অনুক্ষণ করিবে কামনা।
করিও না ঘৃণা মহা পাপী জনে।
সযতনে কাম রিপু করিবে দমন,
রাম নাম অহঃরাত্র করিবে কীর্ত্তন,
সর্ব্ব নির্ব্বিশেষে—
রাম নাম মহামন্ত্র করিবে প্রদান।
এবে লিখ সবে অঙ্গে মোর,
সুপবিত্র গঙ্গোদক দিয়া
"তারক-ব্রহ্ম রাম" নাম।
উচ্চৈঃস্বরে রাম নাম শুনাও শ্রবণে।

(নৃসিংহ দাসের প্রবেশ)

নৃসিং। তুলসী! তুলসী! বাবা আমার, এ বৃদ্ধকে পরিত্যাগ ক'রে কোন্ মহাদেশে চলে যাচ্ছ! আমি যে তোমার শিশুকাল হ'তে

তিলার্দ্ধও তোমার অদর্শন সহ্য ক'র্‌তে পারিনি। (অশ্রু বিসর্জ্জন) যাও বাপ! স্বর্গের ধন স্বর্গে চলে যাও। তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি তোমায় চিরদিন অমর ক'রে রাখুগ; আর আমার কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। এতদিন তোমার মহতি কর্ম্মকে বরণ করবার জন্য এ বৃদ্ধের শরীরে ক্ষীণ জীবনীশক্তি প্রবাহিত হচ্ছিল, আজ তোমার প্রদত্ত গৌরবের প্রেম মন্দাকিনীর ধারায় এ হৃদয় পরিপ্লুত হচ্চে। আজ আমার সকল কর্ম্মের অবসান। এখন যাই, হিমালয়ের নিভৃত গুহায় মহা সমাধি যোগে জীবন বিসর্জ্জন ক'রে অচিরে তোমার সঙ্গে মিলিত হব।

তুলসী। গুরু তুমি পিতা তুমি প্রভু!
জ্ঞানময় করুণা আধার,
তব কৃপা বলে—
লভিয়াছি সিদ্ধি ইষ্ট সাধনায়।
নমি পায় কোটী কোটী ওহে মহাভাগ!
যেন দেব-কর্ম্মে জন্ম জন্ম আসি ধরাবাসে,
লভি মহাগুরু,
তব সম নিষ্কাম সাধক
ত্যাগের জ্বলন্ত মূরতি। (প্রণাম করিলেন)

(শিষ্যগণ সমস্বরে সুরে)

ওঁ রামং লক্ষণ পূর্ব্বজং রঘুবরম্ সীতাপতিম্ সুন্দরম্
কাকুৎস্থং করুণানিধিম্ গুণময়ং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকং।
রাজেন্দ্রম্ সত্যসান্ধম্ দশরথ-তনয়ং রাঘবং রাবণারিং
বন্দে লোকাভিরামম্ রঘুকুল তিলকং সূর্য্য বংশাবতংশং॥

তুলসী। ঐ যে ঐ যে রঘুবর!
নব জলধর নবনীত কলেবর,
আজানু লম্বিত বাহু
সুবিশাল ধনুর্ব্বাণ করে,
সুবর্ণ কিরিটী শিরে,
বামে ল'য়ে জনক দুহিতা,
সুমধুর সম্ভাষণে ডাকিছেন মোরে।
জয়, জয়, রাম, রঘুমণি!

(শূন্যে জ্যোতির্ব্বিকাশ হইল ও তুলসী মহাসমাধিস্থ হইলেন।)

দেবদাস। হায়! হায়! আজ আমাদের কি দুর্দ্দিন! সাধন সংগ্রামে বিজয়ী ভক্তবীর মহাকবি তুলসীদাস, আজ ভারত মাতাকে কাঁদিয়ে মহাযাত্রায় গমন কল্লেন। ভগীরথ যেমন গঙ্গাকে এনে কপিল শাপ দগ্ধ সাগর সন্ততিকে উদ্ধার করেছিলেন, পরম প্রেমিক গুরু তুলসীদাসও তেমনি ভারতে ভক্তির গঙ্গা এনে পাপদগ্ধ হতভাগ্যদের উদ্ধার কল্লেন! হায় মা রত্নপ্রসূ বসুন্ধরে! তোমার ক্রোড়ের একটি প্রধান রত্ন খসে গেল, আজ তুমি চিরদিনের জন্য অনাথিনী হ'লে।

(সকলের অশ্রু বিসর্জ্জন)

সহসা পট পরিবর্ত্তন।

উজ্জ্বল—দৃশ্য।

স্বর্গদ্বার।

(শূন্যে সীতারাম মূর্ত্তি)

(পুষ্পক বিমানোপরি রত্নাবলী ও তুলসীদাস। দেববালাগণ দম্পতিকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া অভ্যর্থনা গীতি গাহিতেছেন)

গীত।

তপ্ত হৃদয় মর্ত্ত্য মরুতে বহায়ে ভক্তি তটিনী ধার।
স্নিগ্ধ শীতল উর্ব্বর করি এস হে স্বর্গ রতন সার॥
নন্দন-বনফুল্ল-কুসুম স্নিগ্ধ মধুর গন্ধ,
পুণ্য কানন গীতি পাবন শ্যাম মধুর ছন্দ,
পুণ্য চরিত রচি রামায়ণ পরিলে কীর্ত্তি কণ্ঠহার।
তব পুণ্য কিরণে শূন্য হইল পাপ জগত অন্ধকার॥
বন্দি তোমায় বিশ্ব প্রেমিক কর্ম্মযোগের শিক্ষাগুরু,
চিত্ত বৃত্তি শুদ্ধি তরে তুমি ত্যাগের মূর্ত্তি চারু,
তুমি সাধনার পথে করিলে প্রকাশ নাম মাত্র মূলাধার;
তুমি লুপ্ত ধরম আনিলে ফিরায়ে ভারত গরিমা করি প্রচার॥

যবনিকা পতন।